কুরআনীয় আরবী শিক্ষা

প্রথম প্রকাশ

তারিখঃ ২৩-১০-২০১৫ ইং

Contents

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সূচিপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

অধ্যায়-১ (বর্ন, শব্দ ও শব্দগুচ্ছ)

১। আরবী বর্ন حَرْفٌ ২৯ টি

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي

২। স্বরধ্বনি حَرَكَةٌ

আরবীতে স্বরধ্বনি ৩ টিঃ ضَمَّةٌ (ـُ) فَتْحَةٌ (ـَ) كَسْرَةٌ (ـِ)

স্বরধনি অনুপস্থিত থাকলে সেখানে সুকুন سُكُوْنٌ(ـْ) দিয়ে পড়তে হয়।

فِي=فِيْ	ذَهَبُوا= ذَهَبُوْا	قُم= قُمْ	بَيْن= بَيْنَ	مِن= مِنْ
ফী	যাহাবু	কুম	বাইনা	মিন

৩। শব্দ বা পদ كَلِمَةٌ ৩ প্রকারঃ

مَسْجِدٌ একটি মসজিদ, حَامِدٌ হামিদ, هُوَ সে, جَدِيْدٌ নতুন	বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম	اِسْمٌ
ذَهَبَ সে গেল, خَرَجَ সে বের হল	ক্রিয়া	فِعْلٌ
فِيْ মধ্যে, مِنْ থেকে, وَ এবং	অব্যয়	حَرْفٌ

৪।নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে اِسْمٌ দুই প্রকার

অনির্দিষ্ট (نَكِرَةٌ)	নির্দিষ্ট (مَعْرِفَةٌ)
জাতিবাচক নামের শেষে تَنْوِيْنٌ থাকলে সেটা অনির্দিষ্ট। যেমন كِتَابٌ একটি বই, كُرْسِيٌّ একটি চেয়ার, بَيْتٌ একটি বাড়ি ইত্যাদি	১) নামবাচক বিশেষ্য: حَامِدٌ হামিদ ২) اَلْ যুক্ত নামঃ اَلْكِتَابُ বইটি ৩) সর্বনামঃ هُوَ সে ৪) ইশারাবাচক সর্বনাম: هٰذَا এই ৫) সম্বন্ধসুচক সর্বনাম: اَلَّذِي যিনি ৬) সম্পর্কযুক্ত শব্দ: قَلَمُ حَامِدٍ হামিদের কলম ৭) সম্বোধিত ব্যক্তি: يَا رَجُلُ হে লোক!

اَلْ যুক্ত হলে اِسْمٌ এর শেষে تَنْوِيْنٌ থাকে না। একটা 'পেশ' উঠে যায়।

বাড়িটি	اَلْبَيْتُ	একটি বাড়ি	بَيْتٌ
চাবিটি	اَلْمِفْتَاحُ	একটি চাবি	مِفْتَاحٌ
কলমটি	اَلْقَلَمُ	একটি কলম	قَلَمٌ
লোকটি	اَلرَّجُلُ	একটি লোক	رَجُلٌ
বিড়ালটি	اَلْقِطُّ	একটি বিড়াল	قِطٌّ

৫। اِسْمٌ এর শেষাক্ষরের হরকতের পরিবর্তন اَلْإِعْرَابُ বা বিভক্তি

আরবী শব্দের শেষাক্ষরের হারকত পরিবর্তনশীল। শেষের বর্নটি কখনো পেশ, কখনও যবর আবার কখনও যের বিশিষ্ট হয়। যেমন, বেলাল=بِلَالٌ , বেলালকে= بِلَالًا , বেলালের= بِلَالٍ। ইসমের এই পরিবর্তনকে اَلْإِعْرَابُবলে। বোঝার সুবিধার্থে আমরা একটা বাঙ্গলা বাক্য বিবেচনা করি,

বেলাল হামিদকে খালিদের পিছনে দেখেছিল	رَأَى بِلَالٌ حَامِدًا خَلْفَ خَالِدٍ

বাংলা ব্যাকরনানুযায়ী,

বেলাল	কে বলা হয়	কর্তৃবাচক	যার লক্ষণ শেষে শুন্য বিভক্তি, অ
হামিদকে	কে বলা হয়	কর্মবাচক	যার লক্ষণ শেষে দ্বিতীয় বিভক্তি, কে
খালিদের	কে বলা হয়	সম্মন্ধসূচক	যার লক্ষণ শেষে ষষ্ঠ বিভক্তি, এর

অনুরূপভাবে আরবী ব্যাকরনানুযায়ী,

بِلَالٌ	কে বলা হয়	مَرْفُوْعٌ	যার লক্ষণ শেষে , পেশ
حَامِدً	কে বলা হয়	مَنْصُوْبٌ	যার লক্ষণ শেষে, যবর
خَالِدٍ	কে বলা হয়	مَجْرُوْرٌ	যার লক্ষণ শেষে, যের

তাহলে আমরা বলতে পারি,

بِلاَلٍ	بِلاَلاً	بِلاَلٌ
বেলালের	বেলালকে	বেলাল
مَجْرُوْرٌ	مَنْصُوْبٌ	مَرْفُوْعٌ
সম্মন্ধবাচক	কর্মবাচক	কর্তৃবাচক

তবে কিছু কিছু ইসমের পরিবর্তন দুইরকম। এদেরকে اَلْمَمْنُو مِن الصَّرْفِ বা “দ্বিত্ব” বলে।

اَحْمَدَ	اَحْمَدَ	اَحْمَدُ
আহমাদের	আহমাদকে	আহমাদ
مَجْرُوْرٌ	مَنْصُوْبٌ	مَرْفُوْعٌ
সম্মন্ধবাচক	কর্মবাচক	কর্তৃবাচক

আবার কিছু ইসমের পরিবর্তন হয় না এদেরকে اَلْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ বা “অরূপান্তরযোগ্য” বলে।

هٰذَا	هٰذَا	هٰذَا
এটার	এটাকে	এটা
مَجْرُوْرٌ	مَنْصُوْبٌ	مَرْفُوْعٌ
সম্মন্ধবাচক	কর্মবাচক	কর্তৃবাচক

৬। اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ (সুর্যাক্ষর) ও اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ (চন্দ্রাক্ষর)

কিছু অক্ষর আছে যাদের পুর্বে اَلْ আসলেও ل অক্ষর উচ্চারিত না হয়ে ঐ অক্ষরের উপর তাশদিদ হয়। এ ধরনের অক্ষর গুলোকে সুর্যাক্ষর বলে। আর বাকী অক্ষর গুলোর পুর্বের ل অক্ষর উচ্চারিত হয় যাদেরকে চন্দ্রাক্ষর বলা হয়।

اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ সুর্যাক্ষর		اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ চন্দ্রাক্ষর	
ব্যবসায়ী	(١) ت: اَلتَّاجِرُ	পিতা	(١) أ: اَلأَبُ
জুব্বা	(٢) ث: اَلثَّوبُ	দরজা	(٢) ب: اَلْبَابُ
মোরগ	(٣) د: اَلدِّيكُ	বাগান	(٣) ج: اَلْجَنَّةُ
স্বর্ন	(٤) ذ: اَلذَّهَبُ	গাধা	(٤) ح: اَلْحِمَارُ
পুরুষ	(٥) ر: اَلرَّجُلُ	রুটি	(٥) خ: اَلْخُبْزُ
ফুল	(٦) ز: اَلزَّهْرَةُ	চোখ	(٦) ع: اَلْعَيْنُ
মাছ	(٧) س: اَلسَّمَكُ	লাঞ্চ	(٧) غ: اَلْغَدَاءُ
সুর্য	(٨) ش: اَلشَّمْسُ	মুখ	(٨) ف: اَلْفَمُ
বক্ষ	(٩) ص: اَلصَّدْرُ	চাঁদ	(٩) ق: اَلْقَمَرُ
অতিথি	(١٠) ض: اَلضَّيْفُ	কুকুর	(١٠) ك: اَلْكَلْبُ
ছাত্র	(١١) ط: اَلطَّالِبُ	পানি	(١١) م: اَلْمَاءُ
পিঠ	(١٢) ظ: اَلظَّهْرُ	বালক	(١٢) و: اَلْوَلَدُ
গোস্ত	(١٣) ل: اَللَّحْمُ	বাতাস	(١٣) هـ: اَلْهَوَاءُ
তারা	(١٤) ن: اَلنَّجْمُ	হাত	(١٤) ي: اَلْيَدُ

৭। هٰذَا এবং ذَلِكَ এর ব্যবহার

هٰذَا -এটা এবং ذَلِكَ –ঐটা হল أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ ইশারাবাচক সর্বনাম। যেমন,

এই বাড়িটি	هَذَا الْبَيْتُ	এই একটি বাড়ি	هَذَا بَيْتٌ
এই চাবিটি	هَذَا الْمِفْتَاحُ	এই একটি চাবি	هَذَا مِفْتَاحٌ
ঐ লোকটি	ذَلِكَ الرَّجُلُ	ঐ একটি লোক	ذَلِكَ رَجُلٌ
ঐ বিড়ালটি	ذَلِكَ الْقِطُّ	ঐ একটি বিড়াল	ذَلِكَ قِطٌّ

৮। مُضَافٌ অধিকৃত ও مُضَافٌ إِلَيْهِ অধিকারী

দুটি اِسْمٌ এর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ হলে অধিকৃত ব্যাপারটিকে مُضَافٌ এবং অধিকারীকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলা হয়। مُضَافٌ এবং مُضَافٌ إِلَيْهِ সর্বদা পরপর আসে।

বাংলা অর্থ	مُضَافٌ إِلَيْهِ	مُضَافٌ	
হামিদের কলম	حَامِدٍ	قَلَمُ	قَلَمٌ + حَامِدٌ
একজন ব্যবসায়ীর বাড়ি	تَاجِرٍ	بَيْتُ	بَيْتٌ + تَاجِرٌ
ব্যবসায়ীটির বাড়ি	التَّاجِرِ	بَيْتُ	بَيْتٌ + التَّاجِرُ
তোমাদের বই	كِتَابُهُمْ		كِتَابٌ + هُمْ
আমার বই	كِتَابِي		كِتَابٌ + ي

লক্ষ্যনীয়ঃ

مُضَافٌকখনো ال এবং তানভীন বিশিষ্ট হয় না। مُضَافٌ নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হতে পারে। এটা নির্ভর করে مُضَافٌ إِلَيْهِ এর নির্দিষ্টতার উপর। مُضَافٌ إِلَيْهِ নির্দিষ্ট হলে مُضَافٌ নির্দিষ্ট। প্রথম লাইনে قَلَمُ নির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে بَيْتُ অনির্দিষ্ট।

مُضَافٌ إِلَيْهِ সর্বদা مَجْرُوْرٌ হবে।

একজন শিক্ষকের কলম	قَلَمُ مُدَرِّسٍ	مُضَافٌ وَ مُضَافٌ إِلَيْهِ	বাক্য নয়
শিক্ষকটির কলম	قَلَمُ الْمُدَرِّسِ	مُضَافٌ وَ مُضَافٌ إِلَيْهِ	বাক্য নয়
কলমটি একজন শিক্ষকের	القَلَمُ لِمُدَرِّسٍ	جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	বাক্য
কলমটি শিক্ষকটির	القَلَمُ لِلْمُدَرِّسِ	جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	বাক্য

৯। ي (ইয়া মুতাকাল্লিম) যখন মুনাদার মুদাফ ইলাইহি

মুনাদা যদি ي ইয়া মুতাকাল্লিম এর সাথে থাকে তবে এর অনেকগুলো গঠন আছে। যেমনঃ

يَا رَبِّيْ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّيَ، يَا رَبَّ আবার يَا رَبَّا এটা শেষে ه নেয় يَا رَبَّاهُ

১০। ضَمِيْرٌ সর্বনাম

ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ সংযুক্ত সর্বনাম				ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ মুক্তসর্বনাম		
هُمْ	هُمَا	هُ	পুং	هُمْ	هُمَا	هُوَ
তাদের/ তাদেরকে	তাদের দুজনের/ তাদের দুজনকে	তার/ তাকে		তারা	তারা দুজন	সে
هُنَّ	هُمَا	هَا	স্ত্রী	هُنَّ	هُمَا	هِيَ
তাদের/ তাদেরকে	তাদের দুজনের/ তাদের দুজনকে	তার/ তাকে		তারা	তারা দুজন	সে
كُمْ	كُمَا	كَ	পুং	أَنْتُمْ	أَنْتُمَا	أَنْتَ
তোমাদের/ তোমাদেরকে	তোমাদের দুজনের/ তোমাদের দুজনকে	তোমার/ তোমাকে		তোমরা	তোমরা দুজন	তুমি
كُنَّ	كُمَا	كِ	স্ত্রী	أَنْتُنَّ	أَنْتُمَا	أَنْتِ
তোমাদের/ তোমাদেরকে	তোমাদের দুজনের/ তোমাদের দুজনকে	তোমার/ তোমাকে		তোমরা	তোমরা দুজন	তুমি
نَا		ي	উভয়	نَحْنُ		أَنَا
আমাদের/ আমাদেরকে		আমার/ আমাকে		আমরা		আমি

সংযুক্ত সর্বনামগুলোর ব্যবহার

بَيْتُهُمْ	بَيْتُهُمَا	بَيْتُهُ
তাদের বাড়ি	তাদের দুজনের বাড়ি	তার বাড়ি
بَيْتُهُنَّ	بَيْتُهُمَا	بَيْتُهَا
তাদের বাড়ি	তাদের দুজনের বাড়ি	তার বাড়ি
بَيْتُكُمْ	بَيْتُكُمَا	بَيْتُكَ
তোমাদের বাড়ি	তোমাদের দুজনের বাড়ি	তোমার বাড়ি
بَيْتُكُنَّ	بَيْتُكُمَا	بَيْتُكِ
তোমাদের বাড়ি	তোমাদের দুজনের বাড়ি	তোমার বাড়ি
بَيْتُنَا		بَيْتِي
আমাদের বাড়ি		আমার বাড়ি

رَأَيْتُهُمْ	رَأَيْتُهُمَا	رَأَيْتُهُ
তাদেরকে দেখেছিলাম	তাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتُهُنَّ	رَأَيْتُهُمَا	رَأَيْتُهَا
তাদেরকে দেখেছিলাম	তাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتُكُمْ	رَأَيْتُكُمَا	رَأَيْتُكَ
তোমাদেরকে দেখেছিলাম	তোমাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তোমাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتُكُنَّ	رَأَيْتُكُمَا	رَأَيْتُكِ
তোমাদেরকে দেখেছিলাম	তোমাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তোমাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتَنَا		رَأَيْتَنِي
আমাদেরকে দেখেছিলে		আমাকে দেখেছিলে

ক্রিয়ার সাথে যখন ইয়া মুতাকাল্লিম (ي) যোগ হয় তখন ক্রিয়ার গঠন ঠিক রাখার জন্য একটা অতিরিক্ত ن যোগ হয়। একে نُوْنُ الْوِقَايَةِ বা রক্ষাকারী ن বলে। যেমনঃ

তুমি আমাকে ক্লাস রুমে দেখেছিলে	رَاَيْتَنِي فِي الْفَصْلِ
আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَنِي اللهُ
শিক্ষক আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন	سَاَلَنِي الْمُدَرِّسُ سُؤَالًا

১১। 'ي' ইয়া মুতাকাল্লিমের বিভক্তি

ইয়া মুতাকাল্লিমের পুর্বে যের হলে সাকিন আর পুর্বে يْ বা ا থাকলে 'যবর' হয়।

পূর্বে ي	পূর্বে আলিফ	পূর্বে যের
رِجْلَيَّ আমার পা দুটি	بِنْتَايَ আমার কন্যাদ্বয়	كِتَابِيْ আমার বইটি

অধ্যায়-২ (বাক্যের ধারনা)

১২। جُمْلَةٌ বাক্যের প্রকারভেদ

আরবীতে বাক্য جُمْلَةٌ দুই প্রকার।

নামপ্রধান বাক্য (১) اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ	
যখন কোন বাক্য اِسْمٌ বা حَرْفٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ বলে। اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ এর দুইটি অংশ। مُبْتَدَأٌ উদ্দেশ্য ও خَبَرٌ বিধেয়।	
اِسْمٌ দিয়ে শুরু	বইটি নতুন الكِتَابُ جَدِيْدٌ الكِتَابُ হল مُبْتَدَأٌ এবং جَدِيْدٌ হল خَبَرٌ
حَرْفٌ দিয়ে শুরু	ঘরটিতে একটি দরজা আছে فِي الْبَيتِ بَابٌ مُبْتَدَأٌ হল بَابٌ এবং خَبَرٌ হল فِي الْبَيتِ

مُبْتَدَأٌ অধিকাংশ সময় নির্দিষ্ট ও সর্বদা مَرْفُوْعٌ হবে। خَبَرٌ অধিকাংশ সময় অনির্দিষ্ট ও এক শব্দ বিশিষ্ট হলে مَرْفُوْعٌ হবে। خَبَرٌ মোট পাঁচ প্রকার।

ক্রিয়াপ্রধান বাক্য (২) اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ	
যখন কোন বাক্য فِعْلٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ বলে। اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ এর দুইটি অংশ। فِعْلٌ ক্রিয়া ও فَاعِلٌ কর্তা।	
فِعْلٌ দিয়ে শুরু	خَرَجَ حَامِدٌ হামিদ বের হল। خَرَجَ ক্রিয়া এবং حَامِدٌ কর্তা

১৩। এক শব্দ বিশিষ্ট خَبَرٌ

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ এর দুইটি অংশ مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ । الكِتَابُ جَدِيْدٌ বাক্যটিতে الكِتَابُ হল مُبْتَدَأٌ [নির্দিষ্ট ও مَرْفُوْعٌ] আর جَدِيْدٌ হল خَبَرٌ যা এক শব্দ বিশিষ্ট। এক শব্দ বিশিষ্ট خَبَرٌ এর আরও কিছু উদাহরণঃ

বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ	বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
কলমটি ভাঙ্গা	مَكْسُوْرٌ	اَلْقَلَمُ	রুমালটি নোংরা	وَسِخٌ	اَلْمِنْدِيلُ
খোলা দরজাটি	مَفْتُوحٌ	اَلْبَابُ	পানি ঠান্ডা	بَارِدٌ	اَلْمَاءُ
বালকটি বসা	جَالِسٌ	اَلْوَلَدُ	চাঁদটি সুন্দর	جَمِيلٌ	اَلْقَمَرُ
বইটি নতুন	جَدِيدٌ	اَلْكِتَابُ	ঘরটি নিকটে	قَرِيبٌ	اَلْبَيْتُ

১৪। حَرْفُ جَرٍّ ও جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ

আক্ষরিক অর্থে حَرْفُ جَرٍّ হল এমন অব্যয় যা কোন اِسْمٌ এর পুর্বে বসে তাকে مَجْرُوْرٌ করে। যেমন, اَلْبَيْتُ ঘরটি কিন্তু এর পুর্বে فِيْ বসালে হবে فِيْ اَلْبَيْتِ ঘরের মধ্যে। এখানে فِيْ হল حَرْفُ جَرّ এবং اَلْبَيْتِ হল اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ । কিছু বহুল ব্যবহৃত حَرْفُ جَرٍّ হলঃ

আল্লাহর রাস্তায়	فِيْ سَبِيْلِ اللهِ	فِي	মধ্যে
মুহাম্মাদের উপর শান্তি বর্ষন কর	صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ	عَلَى	উপরে
মসজিদুল হারাম থেকে	مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ	مِنْ	থেকে
মসজিদুল আকসার দিকে	إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى	إِلَى	দিকে
আল্লাহর নামের সাথে	بِسْمِ اللهِ	بِ	সাথে/দ্বারা
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য	اَلْحَمْدُ لِلَّهِ	لِ	জন্য
খড়কুটোর মর	كَعَصْفٍ	كَ	মত
আল্লাহর কসম	وَاللهِ	وَ	শপথের জন্য
আল্লাহর কসম	تَاللهِ	تَ	শপথের জন্য
উদয় পর্যন্ত	حَتَّى مَطْلَعِ	حَتَّى	পর্যন্ত

এভাবে حَرْفُ جَرٍّ ও اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ মিলে গঠিত হয় جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ যেমন,

مُبْتَدَأٌ	جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	বাংলা অর্থ
اَلْكِتَابُ	عَلَى الْمَكْتَبِ	বইটি টেবলের উপর
هُوَ	فِي الْمَطْبَخِ	সে রান্না ঘরে
الْحِصَانُ	فِي الْحَقْلِ	ঘোড়াটি খামারে

কিছু শব্দ মাজরুর হলেও শেষে যের না হয়ে যবর হয়। এদেরকে দিত্ব বলে। বিস্তারিত পরে আসছে

لِ+ فَاطِمَةُ = لِفَاطِمَةَ	لِ+زَيْنَبُ= لِزَيْنَبَ	لِ+سَلْمَى= لِسَلْمَى	لِ+حَمْزَةُ= لِحَمْزَةَ

حَرْفُ جَرٍّএর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম এর কিছু উদাহরণঃ

مِنْهُ	مِنهُمَا	مِنْهُمْ		فِيْهِ	فِيهِمَا	فِيْهِمْ
مِنْهَا	مِنهُمَا	مِنْهُنَّ		فِيْهَا	فِيهِمَا	فِيْهِنَّ
مِنْكَ	مِنْكُمَا	مِنْكُمْ		فِيْكَ	فِيكُمَا	فِيْكُمْ
مِنْكِ	مِنْكُمَا	مِنْكُنَّ		فِيْكِ	فِيكُمَا	فِيْكُنَّ
مِنِّيْ		مِنَّا		فِيَّ		فِيْنَا

عَلَيْهِ	عَلَيهِمَا	عَلَيهِمْ		لَهُ	لَهُمَا	لَهُمْ
عَلَيْهَا	عَلَيهِمَا	عَلَيهِنَّ		لَهَا	لَهُمَا	لَهُنَّ
عَلَيْكَ	عَلَيكُما	عَلَيكُمْ		لَكَ	لَكُمَا	لَكُم
عَلَيْكِ	عَلَيكُما	عَلَيكُنَّ		لَكِ	لَكُمَا	لَكُنَّ
عَلَيَّ		عَلَيْنَا		لِيْ		لَنَا

بِ إِلَى عَلَى فِي এই চারটা হারফ জারের সাথে هُنَّ هُمْ هُمَا هُ সংযুক্ত সর্বনামগুলোর প্রথম অক্ষর যের বিশিষ্ট হয়।যেমনঃ عَلَيْهِ عَلَيهِمْ فِيْهِ [ব্যতিক্রম সুরা ৪৮-১০]

১৫। ظَرْفٌ خَبَرٌ ও ظَرْفٌ

সময় এবং স্থান বাচক إِسْمٌ গুলোকে ظَرْفٌ বলা হয়। ظَرْفٌ হল مُضَافٌ । সুতারাং এর পরবর্তী শব্দ مُضَافٌ إِلَيْهِ । শুধু ظَرْفٌ গুলোই خَبَرٌ । ظَرْفٌ গুলো সাধারণত মানসুব। কিন্তু কিছু ظَرْفٌ হলো মাবনী। যেমনঃ مَتَى , هُنَا ,قَطُّ, حَيْثُ , امْسِ, ايْنَ ইত্যাদি।

এছাড়াও কিছু শব্দ যেমন كُلُّ بَعْضُ غَيْرَ دُوْنَ ইত্যাদি জারফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলা অর্থ	ظَرْفٌ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
ব্যাগটি টেবিলের নীচে	تَحْتَ الْمَكْتَبِ	الحَقِيْبَةُ
আল্লাহ আরশের উপরে	فَوْقَ الْعَرْشِ	اللهُ
ঘরটি মসজিদের পিছনে	خَلْفَ المَسْجِدِ	البَيتُ

তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে	عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ
এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো।	وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।	بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে	وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না।	لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

ظَرْفٌ দুই প্রকার।

ظَرفُ الزَّمانِ		ظَرفُ المَكَانِ	
পরে	بَعْدَ	এখানে	هُنَا
আগে	قَبْلَ	সেখানে	هُنَاكَ
সকাল	صَبَاحً	মধ্যে	بَيْنَ
দুপুর	ظُهْرًا	নিকটে	قُرْبَ
বিকাল	مَسَاءً	দূরে	بَعِيْدًا
রাত	لَيْلاً	উপরে	فَوْقَ
আজ	اَلْيَوْمَ	পিছনে	وَرَاءَ
আগামীকাল	غَدًا	সামনে	اَمَامَ
গতকাল	أَمْسِ	পাশে	بِجَانِبِ
এখন	اَلْآنَ	ভিতরে	دَاخِلَ
অতঃপর	ثُمَّ	কোন স্থানে নয়	لَا مَكَانَ
তাড়াতাড়ি	فَوْرًا	বাহির	خَارِجَ
শীঘ্রই	قَرِيْبًا	মধ্য	وَسَطَ
ইতোমধ্যে	سَابِقًا	চারপাশ	حَوْلَ
এখনও	لَا يَزَالُ	নীচ	أَسْفَلَ
গত রাত	لَيْلَةُ أَمْسِ	বিপরীত	مُقَابِلَ
এই সকাল	هَذَا الصَّبَاحَ	ডান	يَمِيْنَ
আগামী সপ্তাহ	اَلْأُسْبُوْعُ الْمُقْبِلُ	বাম	يَسَارَ
আগামী পরশু	بَعْدَ غَدًا	উত্তর	شَمَالَ
গত পরশু	أَوَّلَ أَمْسِ	দক্ষিণ	جَنُوبَ
মাঝে মাঝে	أَحْيَانًا	পূর্ব	شَرْقَ
প্রায়ই	غَالِبًا	পশ্চিম	غَرْبَ
প্রতিদিন	يَوْمِيًّا	যেখানে	حَيْثُ

১৬। اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ নাম প্রধান বাক্যের খবর

একটা পুর্ন اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ নামপ্রধান বাক্যে খবর হতে পারে। সেক্ষেত্রে খবরে একটা সর্বিনাম আসে যা পুর্বোক্ত মুবতাদাকে নির্দেশ করে।

বাংলা অর্থ	اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
আহমাদ, তার একটি ছোট শিশু আছে	لَهُ طِفْلٌ صَغِيْرٌ مُبْتَدَ= طِفْلٌ خَبَرٌ=لَهُ	أَحْمَدُ
আমিনাহ তার সাথে তার বর	مَعَهَا زَوْجُهَا مُبْتَدَ= زَوْجٌ خَبَرٌ=مَعَهَا	آمِنَةُ
তারা তাদের নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র	هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ مُبْتَدَ= هُمْ خَبَرٌ= خَاشِعُونَ	الَّذِينَ

১৭। নাম প্রধান বাক্যে দুটি না

جملة اسمية এ দুটি না বোধক আসলে প্রথমটির পূর্বে ما এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে لا বসে।

না আমার কাছে কোন বই আছে না কোন কলম	مَا عِنْدِيْ قَلَمٌ وَ لَا كِتَابٌ
সে বাঘও না ভাল্লুকও না	مَا هُوَ بَبْرٌ وَ لَا دُبٌّ

অধ্যায়-৩ (লিঙ্গ ও বচন)

১৮। اَلجِنْسُ লিঙ্গ

আরবীতে প্রত্যেকটা اِسْمٌ হয় اَلْمُذَكَّرُ পুরুষবাচক অথবা اَلْمُؤَنَّثُ স্ত্রীবাচক। ক্লীব লিঙ্গ বলে কিছু নাই। স্ত্রীবাচক শব্দ কয়েকভাবে হতে পারে ,

১ .স্ত্রীবাচক নামঃ

سُعَادُ	زَيْنَبُ	مَرْيَمُ
সুয়াদু	যায়নাবু	মারইয়ামু

২ .স্ত্রীবাচক সম্পর্কঃ

بِنْتٌ	أُخْتٌ	عَرُوْسٌ	أُمٌّ
কন্যা	বোন	বধু	মা

৩ .দেহের যে অঙ্গসমুহ দুটো করে আছেঃ

عَيْنٌ	يَدٌ	أُذُنٌ	رِجْلٌ
চোখ	হাত	কান	পা

৪ .শেষে তা اَلتَّاءُ مَرْبُوْطَةٌ বিশিষ্টঃ

زَوجَةٌ	دَرَّاجَةٌ	بَقَرَةٌ	حَقِيْبَةٌ	قَرْيَةٌ	أُمَّةٌ	زِلَّةٌ	جَنَّةٌ	زَكَاةٌ	صَلَاةٌ
স্ত্রী	সাইকেল	গাভী	ব্যাগ	গ্রাম	জাতি	লাঞ্চনা	বাগান	যাকাত	সালাত

কিছু শব্দে শেষে ة থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন خَلِيْفَةٌ

৫ .শেষে اَلاَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ বিশিষ্টঃ

كُبْرَى	سَلْمَى	لَيْلَى	بُشْرَى
বড় (মহিলা)	সালমা	লায়লা	সুংবাদ

৬ .শেষে الألِفُ الْمَمْدُودَةُ বিশিষ্টঃ اء

حَسْنَاءُ	اَسْمَاءُ	خَضْرَاءُ	حَمْرَاءُ	سَمَاءُ
সুন্দরী নারী	নাম সমুহ	সবুজ	লাল	আকাশ

কিছু শব্দে শেষে اء থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন عُلَمَاءُ ، فُقَرَاءُ ، شُهَدَاءُ

৭ .পুরুষবাচক শব্দের শেষে ة যোগ করে

طَبِيْبَةٌ	اِبْنَةٌ	لَيْلَةٌ	مُسْلِمَةٌ	جَدِيْدَةٌ
ডাক্তারনী	কন্যা	রাত	মুসলিমাহ	নতুন

৮. আগুনের কিছু নাম

جَهَنَّمُ	نَارٌ	سَعِيْرٌ	جَحِيْمٌ	سَقَرٌ
জাহান্নাম	আগুন	সায়ির	জাহিম	সাকার

৯. বাতাসের কিছু নাম

رِيْحٌ	سَمُوْمٌ	صَرْصَرٌ	عَاصِفٌ
বাতাস	ঘুর্নি ঝড়	হিমবাহ	ঝড়ো বাতাস

১০. কিছু দৈনন্দিন শব্দ ও দেশ বা শহরের নাম

خَمْرٌ	دَارٌ	طَرِيْقٌ	نَفْسٌ	اَرْضٌ	شَمْسٌ	حَرْبٌ	مِصْرُ	دِمَشْقُ
মদ	বাড়ি	পথ	সত্তা	মাটি	সুর্য	যুদ্ধ	মিশর	দামেস্ক

১৯। الْمُفْرَدُ একবচন, الْمُثَنَّى দ্বিবচন, الْجَمْعُ বহুবচন

দ্বিবচন করার নিয়মঃ
ইসম مَرْفوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اَنِ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْر অবস্থায় থাকলে তার শেষে يْنِ যোগ করে দ্বিবচন করতে হয়।*

الْمُثَنَّى	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
عِنْدِيْ كِتَابَانِ আমার কাছে দুইটি বই	عِنْدِيْ كِتَابٌ আমার কাছে একটি বই	مَرْفوْعٌ
رَايْتُ طَا لِبَيْنِ দুজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	رَايْتُ طَالِبًا একজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِطَا لِبَيْنِ এটা দুজন ছাত্রের জন্য	هٰذَا لِطَالِبٍ এটা একজন ছাত্রের জন্য	مَجْرُوْر

الْمُثَنَّى	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
عِنْدِيْ حَقِيْبَتَانِ আমার কাছে দুইটি ব্যাগ	عِنْدِيْ حَقِيْبَةٌ আমার কাছে একটি ব্যাগ	مَرْفوْعٌ
رَايْتُ طَالِبَتَيْنِ দুজন ছাত্রীকে দেখেছিলাম	رَايْتُ طَالِبَةً একজন ছাত্রীকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِطَالِبَتَيْنِ এটা দুজন ছাত্রীর জন্য	هٰذَا لِطَالِبَةِ এটা একজন ছাত্রীর জন্য	مَجْرُوْر

*শেষে ا و ي ء ইত্যাদি থাকলে ব্যতিক্রম যা আমরা পরে শিখব ইনশাল্লাহ।

দ্বিবচনগুলো মুদাফ হলে ن উঠে যায়।

বেলালের দুই বোন কোথায় ?	اَيْنَ بِنْتَا بِلَالٍ؟	بِنْتَانِ
বেলালের দুই বোনকে দেখেছিলাম	رَاَيْتُ بِنْتَيْ بِلَالٍ؟	بِنْتَيْنِ
বেলালের দুই বোনকে খুজছি	اَبْحَثُ عَنْ بِنْتَيْ بِلَالٍ؟	بِنْتَيْنِ

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كِتَابَاهُمْ	كِتَابَاهُمَا	كِتَابَاهُ	পুং
كِتَابَاهُنَّ	كِتَابَاهُمَا	كِتَابَاهَا	স্ত্রী
كِتَابَاكُمْ	كِتَابَاكُمَا	كِتَابَاكَ	পুং
كِتَابَاكُنَّ	كِتَابَاكُمَا	كِتَابَاكِ	স্ত্রী
كِتَابَانَا		كِتَابَايَ	উভয়

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كِتَابَيْهِمْ	كِتَابَيْهِمَا	كِتَابَيْهِ	পুং
كِتَابَيْهِنَّ	كِتَابَيْهِمَا	كِتَابَيْهَا	স্ত্রী
كِتَابَيْكُمْ	كِتَابَيْكُمَا	كِتَابَيْكَ	পুং
كِتَابَيْكُنَّ	كِتَابَيْكُمَا	كِتَابَيْكِ	স্ত্রী
كِتَابَيْنَا		كِتَابَيَّ	উভয়

বহুবচন করার নিয়মঃ

আরবীতে বহুবচন দুপ্রকার ১ جَمْعٌ سَالِمٌ .সুগঠিত বহুবচন ২ جَمْعٌ تَكْسِيرٌ .ভঙ্গুর বহুবচন

جَمْعٌ سَالِمٌ সুগঠিত বহুবচন দুই প্রকারঃ ١. الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ ٢. الجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ

الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ এর ক্ষেত্রে ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে وْنَ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে يْنَ যোগ করে বহুবচন করতে হয়।

الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
هُمْ مُسْلِمُوْنَ তারা মুসলিম	هُوَ مُسْلِمٌ সে একজন মুসলিম	مَرْفُوْعٌ
رَايْتُ مُسْلِمِيْنَ মুসলিমদেরকে দেখেছিলাম	رَايْتُ مُسْلِمًا একজন মুসলিমকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِمُهَنْدِسِيْنَ এটা প্রকৌশলীদের জন্য	هٰذَا لِمُهَنْدِسٍ এটা একজন প্রকৌশলীর জন্য	مَجْرُوْرٌ

الجَمعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ এর ক্ষেত্রে ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اتٌ যোগ করে এবং مَجْرُوْرٌ ও مَنْصُوْبٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اتٍ যোগ করে দ্বিবচন করতে হয়।

الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
هُنَّ مُسْلِمَاتٌ তারা মুসলিমা	هِيَ مُسْلِمَةٌ সে একজন মুসলিমা	مَرْفُوْعٌ
رَايْتُ مُسْلِمَاتٍ মুসলিমাদের দেখেছিলাম	رَايْتُ مُسْلِمَةً একজন মুসলিমাকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِمُهَنْدِسَاتٍ এটা নারী প্রকৌশলীদের জন্য	هٰذَا لِمُهَنْدِسَةٌ এটা একজন নারী প্রকৌশলীর জন্য	مَجْرُوْرٌ

সম্পুর্ন নতুন শব্দ বিশিষ্ট। যেমন

	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ
নারী	نِسَاءٌ	إِمْرَأَةٌ

جَمْعُ تَكْسِيرٍ ভঙ্গুর বহুবচনঃ

অর্থ	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	গঠন	অর্থ	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	গঠন
পরিবার	أُسَرٌ	أُسْرَةٌ	فُعَلٌ	শহর	جُدُدٌ	جَدِيْدٌ	فُعُلٌ
রুম	غُرَفٌ	غُرْفَةٌ		বই	كُتُبٌ	كِتَابٌ	
বাক্য	جُمَلٌ	جُمْلَةٌ		রসূল	رُسُلٌ	رَسُوْلٌ	
প্রশ্ন	أَسْئِلَةٌ	سُؤَالٌ	أَفْعِلَةٌ	পাঠ	دُرُوْسٌ	دَرْسٌ	فُعُوْلٌ
উত্তর	أَجْوِبَةٌ	جَوَابٌ		ঋতু	فُصُوْلٌ	فَصْلٌ	
				বাড়ি	بُيُوْتٌ	بَيْتٌ	
যুবক	فِتْيَةٌ	فَتًى	فِعْلَةٌ	শ্রমিক	عُمَّالٌ	عَامِلٌ	فُعَّالٌ
ভাই	إِخْوَةٌ	أَخٌ		লেখক	كُتَّابٌ	كَاتِبٌ	
				পাঠক	قُرَّاءٌ	قَارِئٌ	
সহপাঠি	زُمَلَاءُ	زَمِيْلٌ	فُعَلَاءُ	দেশ	بِلَادٌ	بَلَدٌ	فِعَالٌ
জ্ঞানী	حُكَماءُ	حَكِيْمٌ		লোক	رِجَالٌ	رَجُلٌ	
অপরিচিত	غُرَباءُ	غَرِيبٌ		বয়স্ক	كِبارٌ	كَبِيْرٌ	
জিহবা	أَلْسُنٌ	لِسَانٌ	أَفْعُلٌ	আত্মীয়	أَقْرِباءُ	قَرِيْبٌ	اَفْعِلَاءُ
মাস	أَشْهُرٌ	شَهْرٌ		বন্ধু	اصْدِقاءُ	صَدِيق	
পা	أَرْجُلٌ	رِجْلٌ		ধনী	اغْنِيَاءُ	غَنِيٌّ	
ফ্যাক্টরি	مَصَانِعُ	مَصْنَعٌ	مَفَاعِلُ	বালক	أَوْلَادٌ	وَلَدٌ	اَفْعَالٌ
স্কুল	مَدَارِسُ	مَدْرَسَةٌ		পুত্র	أَبْنَاءُ	اِبْنٌ	
অফিস	مَكَاتِبُ	مَكْتَبٌ		চাচা	أَعْمَامٌ	عَمٌّ	

অনেক ভঙ্গুর বহুবচনের অক্ষর সংখ্যা কমে যায়

বহুবচন	একবচন
بَرَامِجُ	প্রোগ্রাম = بَرْنَامَجٌ
سَفَارِجُ	Quince ফল = سَفَرْجَلٌ
عَنَاكِبُ	মাকড়শা = عَنْكَبُوْتٌ
عَنَادِلُ	পাপিয়া পাখি = عَنْدَلِيْبٌ
مَشَافٍ	হাসপাতাল = مُسْتَشْفَى

২০। جَمْعُ الجَمْعِ বহুবচনের বহুবচন

বহুবচনের বহুবচন	বহুবচন	একবচন
পথসমূহ = طُرُقَاتٌ	পথসমূহ = طُرُقٌ	পথ = طَرِيْقٌ
স্থানসমূহ = اَمَاكِنُ	স্থানসমূহ = اَمْكِنَةٌ	স্থান = مَكَانٌ
চুড়িসমূহ = اَسَوِرُ	اَسْوِرَةٌ	চুড়ি = سِوَارٌ
অনুকূল = اَيَادٍ	হাতগুলো = اَيْدٍ	হাত = يَدٌ
সম্মানিত পরিবার = بُيُوْتَاتٌ	বাড়িগুলো = بُيُوْتٌ	বাড়ি = بَيْتٌ

২১। كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ

বুদ্ধিহীন বহুবচনকে বিশেষায়িত করতে স্ত্রীবাচক একবচন ইসম ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে একে كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ বলে। যেমনঃ

হে মুহাম্মাদ! এই কলমগুলো কার জন্য?	لِمَنْ هٰذِهِ الْأَقْلَمُ يَا مُحَمَّدُ؟
মসজিদটির দরজাগুলি খোলা।	أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوْحَةٌ
টেবিলের উপর যে বইগুলো (আছে) তা আমার	اَلْكُتُبُ الَّتِي عَلَى الْمَكْتَبِ هِيَ لِيْ
বাড়িগুলো সুন্দর	البُيُوْتُ جَمِيْلَةٌ

২২। শেষে اِنِ বিশিষ্ট ইসমের লিঙ্গ ও বচন

শেষে اِنِ বিশিষ্ট শব্দগুলোর স্ত্রীজাতীয় ও বহুবচন করার নিয়ম।

বহুবচন	একবচন	
جِيَاعٌ [فِعَالٌ] و বিলুপ্ত হয়ে ي এসেছে কারন কাসরার সাথে و বেমানান	جَوْعَانٌ	পুং
	جَوْعَى [فَعْلَى]	স্ত্রী

অধ্যায়-৪ (বাদাল ও বিশেষণ)

২৩। بَدَلٌ و مُبْدَلٌ বাদাল ও মুবদাল

এটা নতুন	هٰذَا جَدِيْدٌ
বইটি নতুন	اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ

প্রথম বাক্যটিতে ইশারা করে বলা হচ্ছে এটা নতুন, অতঃপর "এটা" এর বদলে "বইটি" ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্যদুটি কে একসাথে করে বলা যায় , هَذَاالْكِتَابُ جَدِيْدٌ "এই বইটি নতুন"। এখানে الْكِتَابُ শব্দটিকে هٰذَا এর "বাদাল" বলা হয় এবং هٰذَا কে বলা হয় مُبْدَلٌ। সহজে মনে রাখার জন্য বলা যায় أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ এর পর اَلْ বিশিষ্ট إِسْمٌ আসলে সেটাই بَدَلٌ

বাদল ও মুবদালের الإِعْرَابُ (বিভক্তি) একই। অর্থাৎ মুবদাল মারফু হলে বাদলও মারফু, মুবদাল মানছুব হলে বাদলও মানছুব ইত্যাদি। তবে নির্দিষ্টতায় মিল থাকা জরুরী নয়।

هٰذَا=مُبْتَدَاءٌ و هُوَ مُبْدَلٌ الْبَيْتُ=بَدَلٌ كَبِيْرٌ=خَبَرٌ	هٰذاالْبَيْتُ كَبِيْرٌ এই বাড়িটি বড়
هُوَ =مُبْتَدَاءٌ صَدِيْقٌ= خَبَرٌ و هُوَ مُبْدَلٌ و هُوَ مُضَافٌ ي= مُضَافٌ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ= بَدَلٌ	هُوَ صَدِيْقِي مُحَمَّدٌ সে আমার বন্ধু মুহাম্মাদ

লক্ষ্যনীয়ঃ

هٰذاالْبَيْتُ الكَبِيْرُ	هٰذاالْبَيْتُ كَبِيْرٌ
এই বড় বাড়িটি	এই বাড়িটি বড়

২৪। بَدَلٌ এর প্রকারভেদ

بَدَلٌ চার প্রকারঃ

তোমার ভাই হাশিম পাশ করেছে	نَجَحَ اَخُوْكَ هَاشِمٌ	পূর্ণ বদল
আমি খেয়েছি মোরগটির অর্ধেক	اَكَلْتُ الدَّجَاجَةَ نِصْفَهَا	আংশিক বদল
আমি বইটি পছন্দ করি তার স্টাইল	اَعْجَبَنِيْ هٰذَا الْكِتَابُ اُسْلُوْبُهُ	বর্ণনামূলক বদল
আমাকে বইটি দাও ,খাতাটি	اَعْطِنِيْ الْكِتَابَ الدَّفْتَرَ	ভুল সংশোধনের বদল

কুরআনীয় উদাহরণ

বলে দাও, হে মানব মন্ডলী বলে দাও, হে মানব মন্ডলী।	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব।	نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

২৫। بَدَلٌ এবং مُبْدَلٌ এর অবস্থা

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ	উভয়ই ইসম
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ	উভয়ই ফে'ল
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ	উভয়ই বাক্য
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	প্রথমটি বাক্য এবং পরেরটি ইসম

২৬। نَعْتٌ বিশেষণ

যখন একটা اسم অন্য কোন اسم এর দোষ-গুন বর্ননা করে তখন তাকে نَعْتٌ বলে। যার গুন বর্ননা করা হয় তাকে مَنْعُوتٌ বলে। نَعْتٌ ও مَنْعُوتٌ এর মধ্যে চারটি বিষয়ে মিল থাকতে হবে,

১ .লিঙ্গ اَلْمُذَكَّرُ/ اَلْمُؤَنَّثُ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَاٌ
সে একজন মেধাবী ছাত্র	ذَكِيٌّ	طَالِبٌ	هُوَ
সে একজন মেধাবী ছাত্রী	ذَكِيَّةٌ	طَالِبَةٌ	هِيَ

২ .এর সমাপ্তি مَرْفُوْعٌ/مَنْصُوْبٌ/ مَجْرُوْر

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَاٌ
কলমটি ছোট ব্যাগটির মধ্যে	الصَّغِيرَةِ	فِي الْحَقِيبَةِ	اَلْقَلَمُ
ইনি একজন নতুন শিক্ষক	جَدِيدٌ	مُدَرِّسٌ	هَٰذَا

৩ .এর নির্দিষ্টতা نَكِرَةٌ / مَعْرِفَةٌ

বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	نَعْتٌ	مُبْتَدَاٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ
নতুন শিক্ষকটি লম্বা	طَوِيْلٌ	الجَدِيْدُ	اَلْمُدَرِّسُ

৪ .বচন اَلْمُفْرَدُ /اَلتَّثْنِيَّةُ/ اَلْجَمْعُ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَاٌ
সে একজন নতুন ছাত্র	جَدِيْدٌ	طَالِبٌ	هُوَ
তারা নতুন ছাত্র	جُدُدٌ	طُلَّابٌ	هُمْ

نَعْتٌ এর পরপরই مَنْعُوتٌ নাও আসতে পারে। যেমনঃ بَيْتُ اللهِ الحَرَامُ আল্লাহর পবিত্র ঘর

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম।	سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।	النَّجْمُ الثَّاقِبُ
তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
সে সুখীজীবন যাপন করবে।	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
বরং এটা মহান কোরআন	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত।	بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য।	ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
সেই মহাদিবসে,	لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

অধ্যায়-৫ (ইশারাবাচক বিশেষ্য ও সম্মন্ধ কারক সর্বনাম)

২৭। أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ ইশারা বাচক বিশেষ্য

ইশারাবাচক বিশেষ্য (أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ)

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
هٰؤُلاَءِ এরা/এইগুলো (উভয়)	هٰذَانِ এই দুটি/এই দুজন (পুং)	هٰذَا এটি/ইনি (পুং)	(لِلْقَرِيبِ) নিকটের জন্য
	هَاتَانِ এই দুটি/এই দুজন (স্ত্রী)	هٰذِهِ এটিইনি/ (স্ত্রী)	
أُوْلَئِكَ ওরা/ঐগুলো (উভয়)	ذٰنِكَ ঐ দুটি/ঐ দুজন (পুং)	ذٰلِكَ ওটি/উনি)পুং(	(لِلْبَعِيدِ) দূরের জন্য
	تَانِكَ ঐ দুটি/ঐ দুজন (স্ত্রী)	تِلْكَ ওটি/উনি (স্ত্রী)	

২৮। الاسْمُ الْمَوْصُولُ সম্মন্ধ কারক সর্বনাম

দুটি বিশেষ্যের মধ্যে সংযোগকারী اسم যেমন الَّذِي যিনি/যা, مَا যা, مَنْ যিনি ইত্যাদিকে আরবীতে الاسْمُ الْمَوْصُولُ বলে। সংযোগকারী শব্দগুচ্ছকে صِلَّةُ الْمَوْصُولِ বলে। যেমন,

বাংলা অর্থ		صِلَّةُ الْمَوْصُوْلِ	الاسْمُ الْمَوْصُولُ	
যে কলমটি টেবিলের উপর সেটি শিক্ষকটির জন্য	لِلْمُدَرِّسِ	عَلَى الْمَكْتَبِ	الَّذِي	الْقَلَمُ
যে ছাত্রটি এখানে বসা সে ইন্দোনিশিয়া থেকে	مِنْ إِنْدُونِيسِيَا	جَالِسٌ هُنَا	الَّذِي	الطَّالِبُ
আমি তাকে দেখেছিলাম যিনি বাড়ি থেকে বের হয়েছিল	مِنَ الْبَيْتِ	خَرَجَ	مَنْ	رَأَيْتُهُ
আমি তাই করেছিলাম যা হামিদ বলেছিল	حَامِدٌ	قَالَ	مَا	فَعَلْتُ

কিন্তু অনির্দিষ্ট ইসমের ক্ষেত্রে الاسْمُ الْمَوْصُولُ দরকার হয় না। যেমনঃ

আমার এক বন্ধু (আছে) যে ভারত থেকে (এসেছে)	لِيْ زَمِيْلٌ مِن الهِنْدِ
যে তা বলেছিল সে একজন শিক্ষক হামিদ	حَامِدٌ مُدَرِّسٌ قَالَ ذٰلِكَ

লিংগ ও বচন ভেদে اَلَّذِي এর রূপ

اَلَّذِيْنَ যারা (পুং)	اَلَّذَانِ যে দুজন (পুং)	اَلَّذِي যে (পুং)
اَلَّاتِي যারা (স্ত্রী)	اَلَّتَانِ যে দুজন) (স্ত্রী)	اَلَّتِي যে (স্ত্রী)

কুরআনীয় উদাহরণঃ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তণস্থল।	الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর।	وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا
কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট।	ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্পকে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।	وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ যা তারা করত।	وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Contents

অধ্যায়-৬ (অতীত কালের ক্রিয়া)

২৯। الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া

الْمَاضِي -এর সাধারন গঠন হলঃ فَعَلَ ، فَعِلَ ، فَعُلَ ইত্যাদি।

-৯৫% ক্রিয়া তিন অক্ষর বিশিষ্ট!

-ক্রিয়ার মূল রুপ হল অতীত কাল,পুরুষবাচক ও একবচন।

- فِعْلٌ (ক্রিয়ার) সাথে সর্বদা فَاعِلٌ (ক্রিয়াকারক) থাকবে।

	فَعُلَ		فَعِلَ		فَعَلَ
সে করুনা করল	كَرُمَ	সে শুনল	سَمِعَ	সে সাহায্য করল	نَصَرَ
সে বড় হল	كَبُرَ	সে ভাবল	حَسِبَ	সে প্রহার করল	ضَرَبَ
সে ছোট হল	صَغُرَ	সে করল	عَمِلَ	সে লিখল	كَتَبَ
সে সহজ হল	سَهُلَ	সে শিখল	عَلِمَ	সে পাঠ করল	دَرَسَ
সে কঠিন হল	صَعُبَ	সে বুঝল	فَهِمَ	সে পাঠালো	بَعَثَ
		সে প্রসংসা করল	حَمِدَ	সে খুলল	فَتَحَ
		সে আনন্দিত হল	فَرِحَ	সে গেল	ذَهَبَ
		সে রাগান্বিত হল	غَضِبَ	সে বের হল	خَرَجَ
		সে নিরাপদ হল	سَلِمَ	সে ফিরে আসল	رَجَعَ
		সে ক্লান্ত হল	تَعِبَ	সে খেলো	أَكَلَ
				সে বসলো	جَلَسَ

গঠনানুযায়ী ক্রিয়া দুই প্রকারঃ

ক) الفِعْلُ الصَّحِيْحَةُ সবল ক্রিয়া যে ক্রিয়াগুলোতে ي এবং و থাকে না। যেমনঃ

সে বড় হল	كَبُرَ	সে শিখল	عَلِمَ	সে লিখল	كَتَبَ

খ(الفِعْلُ الْمُعْتَلُّ দুর্বল ক্রিয়া যে ক্রিয়াগুলোতে ي এবং و থাকে। যেমনঃ

সে পথ দেখালো	هَدَى (هَدَيَ)	সে হাটল	سَارَ (سَيَرَ)	সে পেল	وَجَدَ

কাল অনুযায়ী ক্রিয়া দুই প্রকারঃ

ক) الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া। যেমনঃ ذَهَبَ সে গেল

খ) الفِعْلُ المضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া। যেমনঃ يَذْهَبُ সে যায়/যাবে

৩০। فَاعِلٌ এর সাথে الفِعْلُ الْمَاضِي এর পরিবর্তন

هُمْ ذَهَبُوْا	هُمَا ذَهَبَا	هُوَ ذَهَبَ
তারা সকলে (পুং) গিয়েছিল	তারা দুজন (পুং) গিয়েছিল	সে একজন (পুং) গিয়েছিল
هُنَّ ذَهَبْنَ	هُمَا ذَهَبَتَا	هِيَ ذَهَبَتْ
তারা সকলে (স্ত্রী) গিয়েছিল	তারা দুজন (স্ত্রী) গিয়েছিল	সে একজন (স্ত্রী) গিয়েছিল
اَنْتُمْ ذَهَبْتُمْ	اَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا	أَنْتَ ذَهَبْتَ
তোমরা সকলে (পুং) গিয়েছিলে	তোমরা দুজন (পুং) গিয়েছিলে	তুমি একজন (পুং) গিয়েছিলে
اَنْتُنَّ ذَهَبْتُنَّ	اَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا	أَنْتِ ذَهَبْتِ
তোমরা সকলে (স্ত্রী) গিয়েছিলে	তোমরা দুজন (স্ত্রী) গিয়েছিলে	তুমি একজন (স্ত্রী) গিয়েছিলে
نَحْنُ ذَهَبْنَا		أَنَا ذَهَبْتُ
আমরা গিয়েছিলাম		আমি গিয়েছিলাম

Contents

هُمْ سَمِعُوْا	هُمَا سَمِعَا	هُوَ سَمِعَ
তারা সকলে (পুং) শুনেছিলো	তারা দুজন (পুং) শুনেছিলো	সে একজন (পুং) শুনেছিলো
هُنَّ سَمِعْنَ	هُمَا سَمِعَتَا	هِيَ سَمِعَتْ
তারা সকলে (স্ত্রী) শুনেছিলো	তারা দুজন (স্ত্রী) শুনেছিলো	সে একজন (স্ত্রী) শুনেছিলো
اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ	اَنْتُمَا سَمِعْتُمَا	أَنْتَ سَمِعْتَ
তোমরা সকলে (পুং) শুনেছিলা	তোমরা দুজন (পুং) শুনেছিলা	তুমি একজন (পুং) শুনেছিলা
اَنْتُنَّ سَمِعْتُنَّ	اَنْتُمَا سَمِعْتُمَا	أَنْتِ سَمِعْتِ
তোমরা সকলে (স্ত্রী) শুনেছিলা	তোমরা দুজন (স্ত্রী) শুনেছিলা	তুমি একজন (স্ত্রী) শুনেছিলা
نَحْنُ سَمِعْنَا		أَنَا سَمِعْتُ
আমরা শুনেছিলাম		আমি শুনেছিলাম

هُمْ كَرُمُوْا	هُمَا كَرُمَا	هُوَ كَرُمَ
তারা সকলে (পুং) করুণা করেছিল	তারা দুজন (পুং) করুণা করেছিল	সে একজন (পুং) করুণা করেছিল
هُنَّ كَرُمْنَ	هُمَا كَرُمَتَا	هِيَ كَرُمَتْ
তারা সকলে (স্ত্রী) করুণা করেছিল	তারা দুজন (স্ত্রী) করুণা করেছিল	সে একজন (স্ত্রী) করুণা করেছিল
اَنْتُمْ كَرُمْتُمْ	اَنْتُمَا كَرُمْتُمَا	أَنْتَ كَرُمْتَ
তোমরা সকলে (পুং) করুণা করেছিলা	তোমরা দুজন (পুং) করুণা করেছিলা	তুমি একজন (পুং) করুণা করেছিলা
اَنْتُنَّ كَرُمْتُنَّ	اَنْتُمَا كَرُمْتُمَا	أَنْتِ كَرُمْتِ
তোমরা সকলে (স্ত্রী) করুণা করেছিলা	তোমরা দুজন (স্ত্রী) করুণা করেছিলা	তুমি একজন (স্ত্রী) করুণা করেছিলা
نَحْنُ كَرُمْنَا		أَنَا كَرُمْتُ
আমরা করুণা করেছিলাম		আমি করুণা করেছিলাম

৩১। الفِعْلُ الْمَاضِي এর فَاعِلٌ বা কর্তা

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
ذَهَبُوْا	ذَهَبَا	ذَهَبَ	পুং
فَاعِلٌ=وْ=هُمْ	فَاعِلٌ=ا=هُمَا	فَاعِلٌ=مُسْتَتِر=هُوَ	
ذَهَبْنَ	ذَهَبَتَا	ذَهَبَتْ	স্ত্রী
فَاعِلٌ=نَ=هُنَّ	فَاعِلٌ=ا=هُمَا	فَاعِلٌ=مُسْتَتِر=هِيَ	
ذَهَبْتُمْ	ذَهَبْتُمَا	ذَهَبْتَ	পুং
فَاعِلٌ=تُ=انْتُمْ	فَاعِلٌ=تُ=انْتُمَا	فَاعِلٌ=تَ=انْتَ	
ذَهَبْتُنَّ	ذَهَبْتُمَا	ذَهَبْتِ	স্ত্রী
فَاعِلٌ=تُ=انْتُنَّ	فَاعِلٌ=تُ=انْتُمَا	فَاعِلٌ=تِ=انْتِ	
ذَهَبْنَا		ذَهَبْتُ	উভয়
فَاعِلٌ=نَا=نَحْنُ		فَاعِلٌ=تُ=انَا	

দুই কর্তার মিলন অসম্ভব

একটি ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুটি কর্তা থাকতে পারে না। যেমনঃ ذَهَبُوْا الطُّلاَّبُ বাক্যটি সঠিক নয় কারন ذَهَبُوْا এর و এবং الطُّلاَّبُ উভয়ই হল فَاعِلٌ। সেক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগ হবে, ذَهَبَ الطُّلاَّبُ । তবে اَلطُّلاَّبُ ذَهَبُوْا এর ব্যবহার সঠিক যেহেতু তা নামপ্রধান বাক্য এবং সেখানে ক্রিয়া বা কর্তার বিষয় নাই আছে কেবল মুবতাদা ও খবর।

√ ذَهَبَ الطُّلاَّبُ	ذَهَبُوْا الطُّلاَّبُ ×

৩২। الْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ ক্রিয়া প্রধান বাক্যের খবর

একটা পুর্ন اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ নামপ্রধান বাক্যে খবর হতে পারে। যেমন ,

বাংলা অর্থ	الْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
আহমাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গেল	ذَهَبَ إِلَى الْجَامِعَةِ فِعْلٌ=ذَهَبَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	أَحْمَدُ
শিক্ষকটি ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে গেল	خَرَجَ مِنْ الفَصْلِ فِعْلٌ=خَرَجَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	الْمُدَرِّسُ

৩৩। الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّىْ সকর্মক ক্রিয়া ও الْفِعْلُ الَّازِمُ অকর্মক ক্রিয়া

ক্রিয়াকে কি/কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটাই হল" ক্রিয়ার কর্ম "আরবীতে এটাকে বলা হয় مَفْعُوْلٌ بِهِ । مَفْعُوْلٌ بِهِ সর্বদা মানসুব। কর্ম থাকা না থাকার উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকে দুটি ভাগ করা হয়েছে,

মুহাম্মাদ কুরআন পড়ল	قَرَأَ مُحَمَّدٌ الْقُرْآنَ	الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى
হামিদ দরজাটি খুলল	فَتَحَ حَامِدٌ الْبَابَ	সকর্মক ক্রিয়া
আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ كُلَّ شَيْءٍ	فِعْلٌ + فَاعِلٌ + مَفْعُوْلٌ بِهِ
আমরা খালিদকে সাহায্য করেছিলাম	نَصَرْنَا خَالِدًا	
হামিদ বাজারের দিকে গেল	ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى السُّوْقِ	الْفِعْلُ الَّازِمُ
বসল সাথে আমার মুহাম্মাদ	جَلَسَ مُحَمَّدٌ مَعِي	অকর্মক ক্রিয়া
বেলাল মসজিদ থেকে বের হল	خَرَجَ بِلَالٌ مِنَ الْمَسْجِدِ	فِعْلٌ + فَاعِلٌ

জোর দেওয়ার জন্য আগে مَفْعُوْلٌ بِهِ বা খবর

সাধারণ	জোর দেয়া
رَاَيْتُ بِلاَلً	بِلاَلً رَاَيْتُ
أَذَهَبْتُمْ إِلَى الْمُدِيْرِ؟	أ إِلَى الْمُدِيْرِ ذَهَبْتُمْ؟

৩৪। المَفْعُولُ غَيرُ الصَرِيحِ (গৌণ কর্ম)

কিছু ক্রিয়া সরাসরি কর্মের সাথে আরোপিত না হয়ে হারফ জারের সাহায্যে আরোপিত হয়। এ ধরনের কর্মকে গৌণ কর্ম বলে। যেমনঃ

আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেছি	اَمَنْتُ بِاللهِ
শিক্ষকটি ছাত্রটির উপর রাগ করেছিলেন	غَضِبَ المدَرِّسُ عَلَى الطَالِبِ
আমি রোগীটিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ بِالْمَرِيضِ اِلَى الْمُسْتَشْفَى
আমি পর্বতটির দিকে লক্ষ্য করলাম	نَظَرْتُ الى الجَبَلِ
আমরা ক্লাসরুমে প্রবেশ করেছিলাম	دَخَلْنَا فِي الفَصْلِ

উপরোক্ত বাক্যগুলিতে جَارٌ وَ مَجْرُوْرٌ গুলো মানসুবের স্থানে। ফি মাহাল্লি নাসবিন।

৩৫। না বোধক অতীত

অতীত কালের ক্রিয়ায় না অর্থে مَا ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

আমি কফি পান করিনি	مَا شَرِبْتُ الْقَهْوَةَ
আমি আজ অফিসে যাইনি	مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَكْتَبِ الْيَوْمَ
তুমি কি পাঠটি লিখনি ?	أَمَا كَتَبْتَ الدَّرْسَ؟
আয়েশা আমার সাথে যায়নি	مَا ذَهَبَتْ عَائِشَةُ مَعِي

৩৬। ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুটি না

ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুইটা না বোধক হলে উভয়ই لا দিয়ে শুরু হবে।

আমি খাইনি পানও করিনি	لَا اَكَلْتُ وَ لَا شَرِبْتُ
সে পড়েওনি লেখেওনি	لَا قَرَأَ وَ لَا كَتَبَ

৩৭। নিশ্চয়তা অর্থে অতীত কালে قَدْ শব্দের ব্যবহার

অতীতকালের ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ বসলে তা নিশ্চয়তা বোঝায়

নিশ্চয়ই আমি আয়াত সুস্পষ্ট করেছি বিশ্বাসী জাতির জন্য	قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে যে পবিত্র হয়েছে	قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

৩৮। দুয়া করার জন্য অতীত কালের ব্যবহার

আল্লাহ তার উপর রহম কর	رَحِمَهُ اللّٰهُ
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক	غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ
আল্লাহ তোমার মুখকে ধ্বংস না করুক	لَاَفَضَّ اللّٰهُ فَاكَ

৩৯। নিকট অতীত = قَدْ + الْمَاضِي

অতীতকালের ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ বসলে তা নিকট অতীত নির্দেশ করে।

শিক্ষকটি এইমাত্র শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলো।	قَدْ دَخَلَ المدَرِّسُ الفَصْلَ
প্রত্যেক লোক এইমাত্র তাদের পান করার জায়গা জেনে নিল	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

৪০। দূর অতীত কাল = كَانَ + الْمَاضِي

অতীতে একটা অনেক পুর্বে হয়েছিল এরুপ বোঝাতে كَانَ + الْمَاضِي ব্যবহৃত হয়।

সামির আরবী ভাষা পড়েছিল	كَانَ سَمِيرٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
আমি আরবী ভাষা পড়েছিলাম	كُنْتُ دَرَسْتُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ

Contents

৪১। ঘটমান অতীত কাল = الْمُضَارِعُ + كَانَ

অতীতে একটা কাজ চলছিল এরুপ বোঝাতে الْمُضَارِعُ + كَانَ ব্যবহৃত হয়।

হামিদ খাচ্ছিল	كَانَ حَامِدٌ يَأْكُلُ
খাদিজা খাচ্ছিল	كَانَتْ خَدِيْجَةُ تَأْكُلُ
তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন	كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

৪২। অতীতে ভবিষ্যত কাল = الْمَاضِي + يَكُونُ

অতীতে ভবিষ্যত কাল বোঝাতে الْمَاضِي + يَكُونُ ব্যবহৃত হয়।

সামির আরবী ভাষা পড়ে থাকবে	يَكُونُ سَمِيرٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
হামিদ মাসজিদে যেয়ে থাকবে	يَكُوْنُ حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ

৪৩। অতীতে সম্ভাবনা = الْمَاضِي + لَعَلَّمَا

অতীতে সম্ভাবনা বোঝাতে الْمَاضِي + لَعَلَّمَا ব্যবহৃত হয়।

সামির সম্ভবত আরবী ভাষা পড়েছিল	لَعَلَّمَا سَمِيرٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
হামিদ সম্ভবত মাসজিদে গিয়েছিল	لَعَلَّمَا حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ

৪৪। অতীতে কাজের আকাঙ্ক্ষা = الْمَاضِي + لَيْتَمَا

অতীতে সম্ভাবনা বোঝাতে الْمَاضِي + لَيْتَمَا ব্যবহৃত হয়।

যদি সামির আরবী ভাষা পড়ত!	لَيْتَمَا سَمِيرٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
যদি তোমরা জানতে!	لَيْتَمَا عَلِمْتُمْ

৪৫। ক্রিয়ার সাথে হারফ জার

ক্রিয়ার সাথে হারফ জার		فِعل + صِلَةُ الْفِعْل	
স্বচেষ্ট হল	ضَرَبَ فِي	সে আসল	أَتَى
উল্লেখিত	ضَرَبَ لِ	নিয়ে আসল	أَتَى بِ
জমা করল	ضَرَبَ عَلَى	খোজা	بَغَى
উদাহরণ দিল	ضَرَبَ مَثَلًا	অবিচার করল	بَغَى عَلَى
ছাপিয়ে গেল	عَفَا	তাওবা করল	تَابَ،تَابَ إِلَى
ক্ষমা করল	عَفَا عَنْ	তাওবা গ্রহন করল	تَابَ عَلَى
পুর্ন করল	قَضَى	আসল	جَاءَ
বিচার করল	قَضَى بَيْنَ	নিয়ে আসল	جَاءَ بِ
হত্যা করল	قَضَى عَلَى	গেলো	ذَهَبَ
রাখলো	وَضَعَ	নিয়ে গেলো	ذَهَبَ بِ
মুছে দিল	وَضَعَ عَنْ	চলে গেল	ذَهَبَ عَنْ
ফিরে গেল	وَلَّى	সন্তুষ্ট হল	رَضِيَ
একটা দিকে ফিরে যাওয়া	وَلَّى إِلَى	)কারও উপর (সন্তুষ্ট হল	رَضِيَ عَنْ
কিছু হতে ফিরে গেল	وَلَّى عَنْ	সাক্ষ্য দেওয়া	شَهِدَ
		বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া	شَهِدَ عَلَى

অধ্যায়-৭ (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া)

৪৬। الْمُضَارِعُ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া

আমরা জানি যে ক্রিয়ার মূল হল الْمَاضِي যা فَعَلَ গঠনের। فَعَلَ এর অক্ষর তিনটিকে যথাক্রমে ف কালিমা , ع কালিমা এবং ل কালিমা বলা হয়। তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া গুলোর থেকে الْمُضَارِعُ করতে হলে,

- الْمُضَارِعُ এর নির্দেশক ي ، ت، أ، ن ইত্যাদির উপর ফাতাহ
- ف কালিমায় সুকুন
- ع কালিমায় ফাতাহ, কাসরা কিংবা দম্মাহ
- ل কালিমায় দম্মাহ বসাতে হয়।

অর্থাৎ, তিন অক্ষর বিশিষ্ট الْمُضَارِعُ এর সাধারণ রুপ يَفْعَلُ ، يَفْعِلُ ، يَفْعُلُ

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া মারফু, মানসুব এবং মাজ্জুম হয় কিন্তু কখনও মাজরুর হয় না। সাধারন বর্তমান আর ঘটমান বর্তমান কালের রুপ একই। বাক্যের ব্যবহার দেখে বুঝতে হয়। মুদারীর পুর্বে سَ যোগ করলে তা নির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যতকে নির্দেশ করে।

ع কালিমার হরকত পরিবর্তনের বাবঃ

ع **কালিমার পরিবর্তন**	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	**বাবের নাম**
দম্মা << ফাতাহ	يَنْصُرُ	نَصَرَ	বাব-نَصَرَ
কাছরা << ফাতাহ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	বাব-ضَرَبَ
ফাতাহতানী	يَفْتَحُ	فَتَحَ	বাব-فَتَحَ
দম্মা << দম্মা	يَكْرُمُ	كَرُمَ	বাব-كَرُمَ
ফাতাহ << কাছরা	يَسْمَعُ	سَمِعَ	বাব-سَمِعَ
কাছরাতানী	يَحْسِبُ	حَسِبَ	বাব-حَسِبَ

ع কালিমার হরকত পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণঃ

نَصَرَ – يَنْصُرُ (ফাতাহ-দম্মা)			
অতীত কালের অর্থ	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**	**অতীত কালের অর্থ**	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**
সে খুজে পেল	طَلَبَ – يَطْلُبُ	সে পরিবর্তন করল	نَقَلَ – يَنْقُلُ
সে প্রবেশ করল	دَخَلَ – يَدْخُلُ	সে দাসত্ব করল	عَبَدَ – يَعْبُدُ
সে হত্যা করল	قَتَلَ – يَقْتُلُ	সে সৃষ্টি করল	خَلَقَ – يَخْلُقُ
সে বিশৃঙ্খলা করল	فَسَدَ – يَفْسُدُ	সে মানল	قَنَتَ – يَقْنُتُ
সে বের হল	خَرَجَ – يَخْرُجُ	সে অস্বীকার করল	كَفَرَ – يَكْفُرُ
সে বিচার করল	حَكَمَ – يَحْكُمُ	সে অধ্যায়ন করল	دَرَسَ – يَدْرُسُ
সে বসল	قَعَدَ – يَقْعُدُ	সে অবস্থান করল	مَكَثَ – يَمْكُثُ
সে ছেড়ে দিল	تَرَكَ – يَتْرُكُ	সে পৌছে দিল	بَلَغَ – يَبْلُغُ
সে শর্ত ভাঙ্গল	نَقَضَ – يَنْقُضُ	সে ধরল	أَخَذَ–يَأْخُذُ
সে লক্ষ্য করল	نَظَرَ – يَنْظُرُ	সে আদেশ করলো	أَمَرَ– يَأْمُرُ
সে কৃতজ্ঞ হল	شَكَرَ – يَشْكُرُ	সে লুকালো	سَتَرَ – يَسْتُرُ
সে নীরব হল	سَكَتَ – يَسْكُتُ	সে চাষাবাদ করল	حَرَثَ – يَحْرُثُ

ضَرَبَ – يَضْرِبُ (ফাতাহ-কাছরা)			
অতীত কালের অর্থ	**اَلْمَاضِي – اَلْمُضَارِعُ**	**অতীত কালের অর্থ**	**اَلْمَاضِي – اَلْمُضَارِعُ**
সে মিথ্যা বলল	كَذَبَ – يَكْذِبُ	সে ধৌত করল	غَسَلَ – يَغْسِلُ
সে উপার্জন করল	كَسَبَ – يَكْسِبُ	সে জয় করল	غَلَبَ – يَغْلِبُ
সে ভাঙ্গল	كَسَرَ – يَكْسِرُ	সে অত্যাচার করল	ظَلَمَ – يَظْلِمُ
সে সহিষ্ণু হল	صَبَرَ – يَصْبِرُ	সে আলাদা করল	فَصَلَ – يَفْصِلُ
সে ফিরে আসল	رَجَعَ – يَرْجِعُ	সে বসল	جَلَسَ – يَجْلِسُ
সে খুলল	كَشَفَ – يَكْشِفُ	সে শেষ করল	خَتَمَ – يَخْتِمُ
সে চুরি করল	سَرَقَ – يَسْرِقُ	সে জানল	عَرَفَ – يَعْرِفُ
সে বহন করল	حَمَلَ – يَحْمِلُ	সে উপস্থিত করল	عَرَضَ – يَعْرِضُ
সে ধ্বংস করল	هَلَكَ – يَهْلِكُ	সে ক্ষমা করল	غَفَرَ – يَغْفِرُ
সে অবতীর্ন করল	نَزَلَ – يَنْزِلُ	সে পরিকল্পনা করল	غَرَسَ – يَغْرِسُ
		সে চুক্তি ভংগ করল	غَدَرَ – يَغْدِرُ

فَتَحَ – يَفْتَحُ (ফাতাতানী)			
অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي – الْمُضَارِعُ	অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي – الْمُضَارِعُ
সে দান করল	مَنَحَ – يَمْنَحُ	সে গেল	ذَهَبَ – يَذْهَبُ
সে খুলল	فَتَحَ–يَفْتَحُ	সে জিজ্ঞাসা করল	سَأَلَ – يَسْأَلُ
সে পাঠালো	بَعَثَ–يَبْعَثُ	সে পাঠ করল	قَرَأَ – يَقْرَأُ
সে প্রশংসা করল	مَدَحَ – يَمْدَحُ	সে বাধা দিল	مَنَعَ – يَمْنَعُ
সে উঠালো	رَفَعَ – يَرْفَعُ	সে আঘাত করল	جَرَحَ – يَجْرَحُ
সে জমা করল	جَمَعَ– يَجْمَعُ	সে পাস করল	نَجَحَ – يَنْجَحُ
সে বানালো	جَعَلَ – يَجْعَلُ	সে অভিশাপ দিল	لَعَنَ – يَلْعَنُ
সে যাদু করল	سَحَرَ– يَسْحَرُ	সে চাষাবাদ করল	زَرَعَ – يَزْرَعُ
সে সংশোধন করল	صَلَحَ– يَصْلَحُ	সে কাটল	قَطَعَ – يَقْطَعُ
সে লাভ করল	نَفَعَ– يَنْفَعُ	সে উদ্ভাবন করল	بَدَأَ – يَبْدَأُ
		সে প্রদর্শণ করল	ظَهَرَ – يَظْهَرُ

Contents

كَرُمَ – يَكْرُمُ (দম্মা-দম্মা)			
অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي – الْمُضَارِعُ	অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي – الْمُضَارِعُ
সে ভারী হল	ثَقُلَ – يَثْقُلُ	সে নিকটবর্তী হল	قَرُبَ – يَقْرُبُ
সে দূরদর্শি হল	بَصُرَ – يَبْصُرُ	সে দূরে গেল	بَعُدَ – يَبْعُدُ
সে কঠোর হল	صَعُبَ – يَصْعُبُ	সে বৃদ্ধি করল	كَثُرَ – يَكْثُرُ
সে বড় হল	عَظُمَ – يَعْظُمُ	সে সুন্দর হল	حَسُنَ – يَحْسُنُ
সে খাঁটি হল	طَهُرَ – يَطْهُرُ	সে খাটো হল	قَصُرَ – يَقْصُرُ
সে নিখুত হল	لَطُفَ – يَلْطُفُ	সে বড় হল	كَبُرَ – يَكْبُرُ

Contents

يَسْمَعُ – سَمِعَ (কাছরা-ফাতাহ) ৯৯.৯৯%			
অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي – الْمُضَارِعُ	অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي – الْمُضَارِعُ
সে খুশি হল	فَرِحَ – يَفْرَحُ	সে শুনল	سَمِعَ – يَسْمَعُ
সে চিন্তিত হল	حَزِنَ – يَحْزَنُ	সে জানল	عَلِمَ – يَعْلَمُ
সে পিপাসার্ত হল	عَطِشَ – يَعْطَشُ	সে মুখস্ত করল	حَفِظَ – يَحْفَظُ
সে পরিষ্কার করে বলল	جَهِرَ – يَجْهَرُ	সে মুর্খ হল	جَهِلَ – يَجْهَلُ
সে নিরাপদ হল	سَلِمَ – يَسْلَمُ	সে প্রশংসা করল	حَمِدَ – يَحْمَدُ
সে চড়ল	رَكِبَ – يَرْكَبُ	সে বুঝল	فَهِمَ – يَفْهَمُ
সে পান করল	شَرِبَ – يَشْرَبُ	সে রাগান্বিত হল	غَضِبَ – يَغْضَبُ
সে হাসল	ضَحِكَ – يَضْحَكُ	সে সাক্ষ্য দিল	شَهِدَ – يَشْهَدُ
সে ঘৃণা করল	كَرِهَ – يَكْرَهُ	সে নিরাপদ হলো	أَمِنَ – يَأْمَنُ
يَحْسِبُ – حَسِبَ (কাছারতানী)			
সে হিসাব করল	حَسِبَ – يَحْسِبُ	সে স্বছন্দ হল	نَعِمَ – يَنْعِمُ
		সে ওয়ারিশ হল	وَرِثَ – يَرِثُ

الفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর তিনটি গ্রুপ আছে, প্রতিটি ক্রিয়ার সাথে চারটি বিষয় গুরুত্বপুর্ন

গ্রুপ-১ কর্তা পকেটে			
জ্ঞাতব্য বিষয়		**অর্থ**	**الْمُضَارِعُ**
الْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	نَ، أ، تَ، يَ	সে যায়	يَذْهَبُ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	সে যায় (স্ত্রী)	تَذْهَبُ
কর্তাঃ	مُسْتَتِرٌ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
মারফুর আলামতঃ	ُ	আমি যাই	أذْهَبُ
		আমরা যাই	نَذْهَبُ

গ্রুপ-২ ن আসে ن যায়				
জ্ঞাতব্য বিষয়		**অর্থ**	**ن যায়**	**ن আসে**
الْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	تَ، يَ	তারা দুইজন যায়	يَذْهَبَا	يَذْهَبَانِ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	তারা সকলে যায়	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ
কর্তাঃ	ا و ي	তারা দুইজন (স্ত্রী) যায় তোমরা দুইজন যাও তোমরা দুইজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ
মারফু আলামতঃ	ن আসে	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ
মানসুব ও মাজ্জুমের আলামতঃ	ن যায়	তুমি (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْنَ

গ্রুপ-৩ هُنَّ ও تُنَّ মাবনি			
জ্ঞাতব্য বিষয়		**অর্থ**	**الْمُضَارِعُ**
الْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	ت، ي	তারা (স্ত্রী)যায়	يَذْهَبْنَ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	তোমরা (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ
কর্তাঃ	ن		
বিভক্তিঃ	মাবনী		

فَاعِلٌ এর সাথে الفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পরিবর্তন

বহুবচন	**দ্বিবচন**	**একবচন**	
يَذْهَبُوْنَ	يَذْهَبَانِ	يَذْهَبُ	**পুং**
তারা সকলে যায়/যাবে	তারা দুজন যায়/যাবে	সে যায়/যাবে	
يَذْهَبْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبُ	**স্ত্রী**
তারা সকলে যায়/যাবে	তারা দুজন যায়/যাবে	সে যায়/যাবে	
تَذْهَبُوْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبُ	**পুং**
তোমরা সকলে যাও/যাবে	তোমরা দুজন যাও/যাবে	তুমি যাও/যাবে	
تَذْهَبْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبِيْنَ	**স্ত্রী**
তোমরা সকলে যাও/যাবে	তোমরা দুজন যাও/যাবে	তুমি যাও/যাবে	
نَذْهَبُ		اَذْهَبُ	**উভয়**
আমরা যাই/যাবো		আমি যাই/যাবো	

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكْتُبُوْنَ	يَكْتُبَانِ	يَكْتُبُ	পুং
তারা সকলে লেখে/লিখবে	তারা দুজন লেখে/লিখবে	সে লেখে/লিখবে	
يَكْتُبْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُ	স্ত্রী
তারা সকলে লেখে/লিখবে	তারা দুজন লেখে/লিখবে	সে লেখে/লিখবে	
تَكْتُبُوْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُ	পুং
তোমরা সকলে লিখ/লিখবে	তোমরা দুজন লিখ/লিখবে	তুমি লিখ/লিখবে	
تَكْتُبْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبِيْنَ	স্ত্রী
তোমরা সকলে লিখ/লিখবে	তোমরা দুজন লিখ/লিখবে	তুমি লিখ/লিখবে	
نَكْتُبُ		أَكْتُبُ	উভয়
আমরা লিখি/লিখব		আমি লিখি/লিখব	

اَلْمُضَارِعُ এর মারফূ, মানসুব ও মাজ্জুম রূপ

মাজ্জুম	মানসুব	মারফূ	অর্থ
يَذْهَبْ	يَذْهَبَ	يَذْهَبُ	সে যায়/যাবে
يَذْهَبَا	يَذْهَبَا	يَذْهَبَانِ	তারা দুজন যায়/যাবে
يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ	তারা সকলে যায়/যাবে
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	সে) স্ত্রী (যায়/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তারা দুজন) স্ত্রী (যায়/যাবে
يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	তারা সকলে) স্ত্রী (যায়/যাবে
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	তুমি যাও/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তোমরা দুজন যাও/যাবে
تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ	তোমরা সকলে যাও/যাবে
تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْنَ	তুমি)স্ত্রী (যাও/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তোমরা দুজন)স্ত্রী (যাও/যাবে
تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	তোমরা সকলে) স্ত্রী (যাও/যাবে
اَذْهَبْ	اَذْهَبَ	اَذْهَبُ	আমি যাই/যাবো
نَذْهَبْ	نَذْهَبَ	نَذْهَبُ	আমরা যাই/যাবো

Contents

৪৭। না বোধক বর্তমান

الْمُضَارِعُ এর পূর্বে مَا বসালে বর্তমান অবস্থায় ‘‘না করা’’ বোঝায়, কিন্তু لَا বসালে ‘‘না করার অভ্যাস’’ বোঝায় একে لَا النَّافِيَةُ বলে।

مَا এর পূর্বে الْمُضَارِعُ	لَا এর পূর্বে الْمُضَارِعُ
مَا يَذْهَبُ اِلَى السُّوْقِ الْآنَ	لاَ يَذْهَبُ اِلَى السُّوْقِ بَعْدَ الظُّهْرِ
সে এখন মার্কেটে যাচ্ছে না/যাবে না	সে জোহরের পর মার্কেটে যায় না।
مَا أشْرَبُ الْقَهْوَةَ	لَا أشْرَبُ الْقَهْوَةَ
আমি কফি পান করছি না/করব না	আমি কফি পান করি না

৪৮। মুদারির اَمْرٌ হিসাবে ব্যবহার

تُؤْمِنُوْنَ بِا اللهِ وَ رَسُوْلِهِ – এখানে تُؤْمِنُوْنَ দ্বারা আদেশ آمِنُوْا বোঝানো হয়েছে।

৪৯। না বোধক ভবিষ্যত

لَنْ ব্যবহৃত হয় ভবিষ্যৎ কাজকে না বোধক করতে। لَنْ অব্যয়টি الْمُضَارِعُ কে মানসুব করে। জোর দিতে لَنْ এর পর اَبَدًا যুক্ত হয়।

আমি আগামিকাল রিয়াদ যাবনা	لَنْ اَذْهَبَ اِلَى الرِّيَاضِ غَدًا
আমি কখনো রিয়াদ যাবনা	لَنْ اَذْهَبَ اِلَى الرِّيَاضِ اَبَدًا
দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না অল্প কিছু সময় ব্যতিত	وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না	وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও।	وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।	وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

৫০। মাত্রই ঘটবে এমন ক্রিয়ায় كَادَ এর ব্যবহার

কাজ এখনও শেষ হয়নি কেবল করা প্রায় শুরু হচ্ছে এরুপ ক্ষেত্রে كَادَ ، يَكَادُ ব্যবহৃত হয়।

গঠনঃ كَادَ + اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ + الْمُضَارِعُ

বালকটি প্রায় হেসেই ফেলেছিল	كَادَ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
তাদের কিছু কিছু অন্তর প্রায় ঘুরে গিয়েছিল	كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
বালকটি প্রায় হেসে ফেলবে	يَكَادُ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
বিদ্যুৎ চমক প্রায় তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

৫১। لَمْ মুদারীকে অতীত অর্থ দেয়

لَمْ শব্দটি الْمُضَارِعُ এর পুর্বে বসে তাকে মাজ্জুম করে এবং অতীত অর্থ তৈরী করে।

তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।	وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না।	وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ
আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়,	أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ
তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি?	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ
আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি?	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

লক্ষ্যনীয়ঃ

لَمْ اَذْهَبْ اِلَى الرِّيَاضِ	ما ذَهَبْتُ اِلَى الرِّيَاضِ
আমি রিয়াদ যাইনি	আমি রিয়াদ যাইনি

৫২। এখনও করা হয়নি অর্থে لَمْ + ... + بَعْدُ

আমার বাবা এখনও ফিরে আসেন নি	لَمْ يَرجِعْ أَبِيْ بَعْدُ
আমি তাকে এখনও একটি চিঠি লিখিনি	لَمْ أَكْتُبْ لَهُ رِسَالَةً بَعْدُ
আমি এখনও বিবাহ করিনি	لَمْ أَنْكِحْ بَعْدُ

৫৩। নিশ্চয়তা, অপ্রতুলতা, সম্ভাবনা/সন্দেহ প্রকাশে মুদারীতে قَدْ শব্দের ব্যবহার

মুদারির পূর্বে قَدْ আসলে তা নিশ্চয়তা, অপ্রতুলতা, সম্ভাবনা/সন্দেহ প্রকাশ করে।

তোমার অবশ্যই জান যে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল।	وَ قَدْ تَعْلَمُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ	নিশ্চয়তা
মাঝে মাঝে অলস ছাত্ররাও পাশ করে।	قَدْ يَنْجَحُ الطَالِبُ الكَسْلَانُ	অপ্রতুলতা
আজ বৃষ্টি নামতে পারে।	قَدْ يَنْزِلُ الْمَطَرُ اليَوْمَ	সম্ভবনা

অধ্যায়-৮ (আদেশ ও নিষধ)

৫৪। أَمْرٌ আদেশ

أَمْرٌ বা আদেশ কেবল اَلْمُضَارِعُ এর ২য় পুরুষে হয়। আদেশ সর্বদা মাজ্জুম। اَلْمُضَارِعُ থেকে কয়েকটি ধাপে এটা পরিবর্তিত হয়। যেমন,

- تَذْهَبُ এর اَلْمُضَارِعُ এর আলামত تَ এবং মারফুর আলামত ‘পেশ’ উঠে যাবে। শেষে মাজ্জুমের আলামত ‘সাকিন’ বসবে, ذْهَبْ
- প্রথমে সাকিন বসায় উচ্চারন করা যাচ্ছে না। তাই এখানে إِ বা أُ আসবে। ع কালিমায় পেশ থাকলে أُ নাহলে إِ

إِذْهَبْ < ذْهَبْ < تَذْهَبُ

আদেশ সূচক	أَمْرٌ	সাধারণ বর্তমান	اَلْمُضَارِعُ
তুমি যাও!	اِذْهَبْ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
তোমরা দুজন যাও! তোমরা দুজন (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبَا	তোমরা দুজন যাও তোমরা দুজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَانِ
তোমরা সকলে যাও!	اِذْهَبُوْا	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْنَ
তুমি (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبِيْ	তুমি(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْنَ
তোমরা সকল (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبْنَ	তোমরা সকল(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ

هَاتِ (দাও, নিয়ে আসো) এর ব্যবহার

বহুবচন	একবচন	
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	هَاتِ قَلَمًا يَا وَلَدُ!	পুরুষ
তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো ,যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	একটা কলম দাও হে বালক	
هَاتِيْنَ بُرْهَانَكُنَّ إِن كُنتُنَّ صَادِقَاتٍ	هَاتِيْ كِتَابًا يَا عَائِشَةُ!	স্ত্রী
তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো, যদি তোমরা (স্ত্রী) সত্যবাদী হও।	হে আয়েশা একটা বই নিয়ে আসো	

৫৫। نَهْيٌ নিষেধ

নিষেধ কেবল اَلْمُضَارِعُ এর ২য় পুরুষে হয়। নিষেধ সর্বদা মাজ্জুম। اَلْمُضَارِعُ থেকে نَهْيٌ করতে تَذْهَبُ এর পূর্বে না বাচক لَا বসে এবং মারফুর আলামত 'পেশ' উঠে মাজ্জুমের আলামত 'সাকিন' বসে। যেমনঃ لَا تَذْهَبْ

নিষেধ সূচক	نَهْيٌ	সাধারণ	اَلْمُضَارِعُ
তুমি যেওনা	لَا تَذْهَبْ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
তোমরা দুজন যেওনা তোমরা দুজন (স্ত্রী) যেওনা	لَا تَذْهَبَا	তোমরা দুজন যাও তোমরা দুজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَانِ
তোমরা সকলে যেওনা	لَا تَذْهَبُوْا	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْنَ
তুমি (স্ত্রী) যেওনা	لَا تَذْهَبِيْ	তুমি (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْنَ
তোমরা সকল (স্ত্রী) যেওনা	لَا تَذْهَبْنَ	তোমরা সকল(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ

৫৬। هَاءَ এর ব্যবহার

هَاءَ শব্দের অর্থ" লও " এটা একটা আদেশ।

বহুবচন	একবচন	
هَاؤُمُ الْكِتَابَ يَا إِخْوَانُ হে ভাইয়েরা বইটা নাও	هَاءَ الْكِتَابَ يَا عَلِيُّ হে আলী বইটি নাও	পুং
هَاؤُنَّ الْكِتَابَ يَا اَخَوَاتُ হে বোনেরা বইটি নাও	هَاءِ الْكِتَابَ يَا امِنَةُ হে আমিনা বইটি নাও	স্ত্রী

৫৭। "ধরো" বা "লও" অর্থে اِلَيْكَ ,اِلَيْكُمْ ইত্যাদির ব্যবহার

এই বইটি ধরো ,হে বালক	اِلَيْكَ هٰذَا الْكِتَابَ يَاوَلَدُ
আরো কিছু উদাহরণ নাও	اِلَيْكُمْ اَمْثِلَةً أُخْرَى
তোমরা আলাহর কিতাব আঁকড়ে ধরে থাকবে	عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ

৫৮। تَعَالَ শব্দের ব্যবহার

تَعَالَ একটা আদেশ। অর্থ' ,আসো'। সে আসল এই অর্থে ব্যবহৃত ক্রিয়া হল جَاءَ–يَجِيُ ও اَتَي–يَأْتِي কিন্তু আমরে ব্যবহৃত হয় تَعَالَ এর রুপগুলো হলঃ

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَعَالَوْا	تَعَالَيَا	تَعَالَ	পুং
تَعَالَيْنَ	تَعَالَيَا	تَعَالَيْ	স্ত্রী

Note تَعَالَ :হলো একটি Verb যার অর্থ সে উপরে উঠল ,সে উচ্চ হল ইত্যাদি। আমর تَعَالَ এর মূল অর্থ হলো" উঠে আসো"

৫৯। لَامُ الْاَمْرِ তৃতীয়পুরুষে ও প্রথমপুরুষে আদেশ

তৃতীয়পুরুষে /প্রথম পুরুষের মুদারী মাজ্জুমের আগে لِ বসালে আদেশ বোঝায়। যেমনঃ

লিَيَكْتُبْ	সে লেখুক
لِيَذْهَبْ	সে যাক
لِيَأْكُلْ	সে খাক
لِيَجْلِسَا	তারা দুইজন)পুং (বসুক
لِتَجْلِسْ	সে) একজন মেয়ে (বসুক
لِنَأْكُلْ	আমরা যেন খাই

এই لِ কে বলা হয় لَامُ الْاَمْرِ । এটা যের বিশিষ্ট হয়। তবে এর পূর্বে ثُمَّ, فَ, وَ আসলে সুকুন বিশিষ্ট হয়। যেমনঃ

لِيَجْلِسْ كُلُّ طَالِبٍ وَلْيَكْتُبْ	প্রত্যেক ছাত্র যেন বসে এবং লেখে
فَلْنَخْرُجْ	সুতরাং তারা বের হোক
لِنَقْرَأْ قَلِيْلًا ثُمَّ لْنَنَمْ	আমরা যেন কিছু পড়ি অতঃপর যেন ঘুমাই

৬০। بِ + صَلَّى এর ব্যবহার

صَلِّ	يُصَلِّى	صَلَّى
সলাত পড়	সে সলাত পড়ে	সে সলাত পড়ল

সে আমাদের সলাত পড়ায়	صَلَّى بِنَا
আমাদের সলাত পড়াও	صَلِّ بِنَا

অধ্যায়-৯ (প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর)

৬১। الإِسْتِفْهَامُ। প্রশ্নবোধক শব্দ

অর্থ	উদাহরণ	অর্থ	الاسْتِفْهَامُ
তোমার নাম কি ?	مَا اسْمُكَ؟	কি?	مَا...؟
তুমি কেমন আছ?	كَيْفَ حَالُكَ؟	কেমন?	كَيْفَ...؟
তুমি কোথেকে (এসেছো)?	مِنْ اَيْنَ انْتَ؟	কোথেকে	مِنْ اَيْنَ...؟
তুমি কি একজন ছাত্র?	هَلْ أَنْتَ طَالِبٌ؟	(তাই) কী?	هَلْ ...؟
তুমি কোন বইটি পাঠ করেছিলে?	اَيَّ كِتَابٍ قَرَأْتَ؟	কোনটি?	اَيُّ....؟
তোমার কি কোন ভাই আছে ?	أَ لَكَ أَخٌ ؟	(তাই) কী?	أَ...؟
তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে কেন?	لِمَاذَا ذَهَبْتَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى؟	কেন?	لِمَاذَا. ؟/لِمَ.. ؟
তুমি কখন বের হয়েছিলে?	مَتَى خَرَجْتَ؟	কখন?	مَتَى...؟
হামিদ কোথায় গেল ?	أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟	কোথায়?	أَيْنَ...؟
শোবার ঘরে কে ?	مَنْ فِي الْغُرْفَةِ؟	কে?	مَنْ...؟
টেবিলটির উপর কি ?	مَاذَا عَلَى الْمَكْتَبِ؟	কি?	مَاذَا...؟
এটি কার কলম?	لِمَنْ هٰذَاالْقَلَمُ؟	কার জন্য?	لِمَنْ...؟
তোমার কাছে কয়টি কলম আছে?	كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ؟	কত?	كَمْ....؟
তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ	কোন ব্যাপারে?	عَمَّ...؟
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ	কখন?	أيَّانَ...؟
তারা কি করে বুঝবে?	أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى	কি করে?	أَنَّى...؟
না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে?	أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ	না কি?	أَمْ...؟

৬২। مَا এবং مَنْ এর ব্যবহার

مَا - কি? এবং مَنْ - কে ? হল إِسْمُ الْاِسْتِفْهَامِ প্রশ্নবোধক ইসম। বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রানী যেমন মানুষ ,জিন ,ফেরেশতা এদের ক্ষেত্রে مَنْ এবং বুদ্ধিহীন প্রানী/বস্তুর ক্ষেত্রে مَا ব্যবহৃত হয়।

যেমন,

ইনি কে? مَنْ هَذَا؟	এটা কি? مَا هَذَا؟
উনি কে? مَنْ ذَلِكَ؟	ওটা কি? مَا ذَلِكَ؟

এটা কি একটি ?......এরূপ প্রশ্ন করতে বাক্যের শুরুতে أَ অব্যয় আনতে হয়।

أَهَذَا بَيْتٌ؟	هَذَا بَيْتٌ
এটা কি একটি বাড়ি?	এটা একটি বাড়ি
أَذَلِكَ كَلْبٌ؟	ذَلِكَ كَلْبٌ
ঐটি কি একটি কুকুর?	ঐটি একটি কুকুর

এরুপ প্রশ্নের উত্তর দিতে / نَعَمْ হ্যাঁ বা / لا না অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

لا، هَذَا مَسْجِدٌ	نَعَمْ، هَذَا بَيْتٌ
না ,এটা একটা মাসজিদ	হ্যাঁ ,এটা একটা বাড়ি

৬৩। اَيُّ (কোন) শব্দের ব্যাবহার

اَيُّ হল مُضَافٌ সুতরাং এর পরবর্তী শব্দ হবে مُضَافٌ إِلَيْهِ।

أيُّ طَالِبٍ خَرَجَ؟ কোন ছাত্রটি বের হয়েছিলো?	مَرْفُوْعٌ
أيَّ كِتَابٍ قَرَأْتَ؟ কোন বইটি তুমি পড়েছিলে?	مَنْصُوْبٌ
بِاَيِّ قَلَمٍ كَتَبْتَ؟ কোন কলম দিয়ে তুমি লিখেছিলে?	مَجْرُوْرٌ

৬৪। كَمْ [কত] শব্দের ব্যাবহার

كَمْ كِتَاباً لَكَ ؟ তোমার কয়টি বই আছে?	প্রশ্ন করতে كَمْ এর পরবর্তী ইসম একবচন, অনির্দিষ্ট ও مَنْصُوْبٌ হবে।
كَمْ كِتَابٍ عِنْدَكَ! তোমার কাছে কত বই! كَمْ كُتُبٍ عِنْدَكَ! তোমার কাছে কতগুলো বই!	কিন্তু আশ্চর্যবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে كَمْ এর পরবর্তী ইসম مَجْرُوْرহবে এবং বহুবচনও হতে পারে।
كَمْ مِنَ الكِتَابِ عِنْدَكَ؟ কয়টি বই তোমার কাছে? كَم مِّن حُجرَةٍ فِي البَيتِ؟ কয়টি রুম আছে ঘরটিতে?	كَمْ مِنْ হলে এর পরবর্তী ইসম নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ি হতে পারে।
بِكَمْ رِيَالًا هٰذَا؟ অথবা بِكَمْ رِيَالٍ هٰذَا؟ এটা কত রিয়াল?	كَمْ এর পুর্বে হারফ জার থাকলে ইসমটি مَجْرُوْر বা مَنْصُوْبٌ উভয়ই হতে পারে

**শব্দের শেষে ة ছাড়া অন্য হরফের উপর দুই যবর হলে আলিফ যোগ করতে হয়।

৬৫। প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ও أ ব্যবহার

তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার নাকি ডাক্তার ?	أَ مُهَنْدِسٌ أَنْتَ أَمْ طَبِيْبٌ؟
তুমি পাকিস্তান থেকে নাকি ভারত থেকে ?	أَمِنْ بَاكِسْتَانَ أَنْتَ أَمْ مِنَ الهِنْدِ؟
এটা আমার নাকি তোমার ?	أَلِيْ هٰذَا أَمْ لَكَ؟

৬৬। প্রশ্নবোধক أ এর পরে اَلْ

প্রশ্নবোধক أَ এর পরে اَلْ থাকলে آ হয়।

শিক্ষকটি কি তোমাকে বলেছিল ?	آلْمُدَرِّسُ قَالَ لَكَ ؟
আজকি তাকে দেখেছিলে ?	آلْيَوْمَ رَأَيْتَهُ ؟
ছাত্রটি কি ভারত থেকে ?	آلطَّالِبُ مِنَ الْهِنْدِ؟

৬৭। প্রশ্নবোধক أ এর পূর্বে সংযোজন و বসে না

সঠিক	ভুল
وَ هَلْ جَاءَ الْمُدِيْرُ؟	وَ أَ جَاءَ الْمُدِيْرُ؟
أَ وَ جَاءَ المدِيرُ؟	

৬৮। প্রশ্নবোধক ما এর পূর্বে حَرْفُ جَرٍّ

প্রশ্নবোধক ما এর পূর্বে حَرْفٌ جَرٍ থাকলে ما এর আলিফ উঠে যায়।

عَنْ + مَا = عَمَّ	مِنْ + مَا = مِمَّ	لِ + مَا = لِمَ	بِ + مَا = بِمَ
কোন ব্যাপারে	কি হতে	কি জন্য, কেন	কি দ্বারা

প্রশ্নবোধক বাক্য	বিবৃতি মূলক বাক্য
بِمَ ضَرَبْتَهُ؟	وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
কি দ্বারা তাকে মেরেছিলে?	এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ তার দর্শক
لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟	فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
যা করনা তা বল কেন?	অতঃপর আল্লাহ মুমিনদের পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল।
مِمَّ تُنْفِقُوْنَ؟	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
কি হতে তোমরা ব্যয় কর ?	সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ؟	وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
তারা কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে ?	এবং আল্লাহ তোমরা যা কর তা সম্পর্কে অনবহিত নন।

৬৯। প্রশ্নের উত্তরে نَعَمْ ،لا ،بَلَى ইত্যাদির ব্যবহার

হাঁ বোধক প্রশ্নের উত্তর হাঁ বোধক হলে نَعَمْ এবং না বোধক হলে لا

না বোধক প্রশ্নের উত্তর হ্যা বোধক হলে بَلَى এবং না বোধক হলে نَعَمْ

তুমি কি গতকাল স্কুলে গিয়েছিলে?	اَذَهَبْتَ اِلَى الْمَدْرَسَةِ اَمْسِ؟	প্রশ্ন
হ্যাঁ ,আমি গিয়েছিলাম।	نَعَمْ، ذَهَبْتُ	হ্যা উত্তর

না ,আমি যাইনি।	لا، مَا ذَهَبْتُ	না উত্তর
তুমি কি আজ লাইব্রেরীতে যাওনি ?	اَمَا ذَهَبْتَ اِلَى الْمَكْتَبَةِ الْيَوْمَ ؟	প্রশ্ন
অবশ্যই !গিয়েছিলাম ।	بَلَى، ذَهَبْتُ	হ্যা উত্তর
হ্যা ,আমি যাইনি ।	نَعَمْ، مَا ذَهَبْتُ	না উত্তর

কুরআনীয় উদাহরণঃ

তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ!	قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ
তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে ?	أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى
আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে ?	قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে,	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি?	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى
তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে?	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?	قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَٰذَا
তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে	قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ
বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে?	قَالَ كَمْ لَبِثْتَ
আজ রাজত্ব কার?	لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়?	أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অধ্যায়-১০ (রঙ ও সময়)

৭০। اللَّوْنُ রঙ

বহুবচন (فُعْلٌ)	স্ত্রী (فَعْلَاءُ)	পুং (اَفْعَلُ)	রঙ (لَوْنٌ)
بِيْضٌ	بَيْضَاءُ	اَبْيَضُ	সাদা
سُوْدٌ	سَوْدَاءُ	اَسْوَدُ	কালো
حُمْرٌ	حَمْرَاءُ	اَحْمَرُ	লাল
خُضْرٌ	خَضْرَاءُ	اَخْضَرُ	সবুজ
صُفْرٌ	صَفْرَاءُ	اَصْفَرُ	হলুদ
زُرْقٌ	زَرْقَاءُ	اَزْرَقُ	নীল
سُمْرٌ	سَمْرَاءُ	اَسْمَرُ	বাদামী

৭১। সময় ও সপ্তাহ

হামিদ মাদরাসা থেকে প্রতিদিন সাতটায় ফিরে।	يَرْجِعُ حَامِدٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ كُلَّ يَوْمٍ
নিশ্চয়ই আমি তাকে অবতীর্ন করেছি কদরের রাতে	إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
হামিদ আগামী সপ্তাহে আসবে	جَاءَ حَامِدٌ فِي الْأُسْبُوْعِ الْمُقْبِلِ

অধ্যায়-১১ (তুলনাবাচক বাক্য)

৭২। اِسْمُ الْمُقَارِنِ দুইয়ের মধ্যে তুলনা

তুলনার্থে ব্যবহৃত ইসমগুলোকে إِسْمُ التَّفْضِيْلِ বলে। এগুলো أَفْعَلُ গঠনের। যেমনঃ أَكْبَرُ، أَحسَنُ، أَطْوَلُ، ইত্যাদি। দুইয়ের মধ্যে তুলনা إِسْمُ التَّفْضِيْلِ এরপর مِنْ অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো লিঙ্গ ও বচনভেদে পরিবর্তন হয় না।

বেলাল হামিদের থেকে ভালো	بِلَالٌ أَحْسَنُ مِنْ حَامِدٍ
বেলাল হামিদের থেকে ভালো ছাত্র	بِلَالٌ أَحْسَنُ طَالِبٍ مِنْ حَامِدٍ
আয়িশা আমিনার চেয়ে ভালো ছাত্রী	عَائِشَةُ أَحْسَنُ طَالِبَةٍ مِنْ آمِنَةَ
তারা তোমাদের থেকে ভালো ছাত্র	هُمْ أَفْضَلُ طُلَّابٍ مِنْكُمْ

বিশেষঃ

তিনের অধিক ব্যঞ্জন ধ্বনি সম্বলিত কিংবা أَفْعَلُ প্যাটার্নের إِسمٌ গুলোর পিছনে أَكْثَرُ বা أَشَدُّ যোগ করে এবং ইসমটিকে মানসুব করে তুলনা করতে হয়।

أَشَدُّ بَيْضَاءً	أَبْيَضُ
অধিকতর সাদা	সাদা

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ।	وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا
আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
আমি ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।	أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

৭৩। إِسْمُ التَّفْضِيْلِ সবার সাথে তুলনা

এটা দুইভাবে করা যায়। ১। ال যুক্ত করে (এগুলো লিঙ্গ ও বচনভেদে পরিবর্তন হয়)

ও ২। মুদাফ ইলাইহি যোগ করে

হামিদ সবচেয়ে বড়	حَامِدٌ الْأكْبَرُ
খদিজা সবচেয়ে বড়	خَدِيْجَةُ الكُبْرَى
সবচেয়ে মহান শহীদগন	الشُّهَدَاءُ الأَكَابِرُ
আলিয়া সবচেয়ে ভালো ছাত্রী	عَالِيَةُ أحسَنُ طَالِبَةٍ
বেলাল ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র	بِلَالٌ أحْسَنُ طَالِبٍ فِي الْفَصْلِ
সালমানের বাড়িটি সবচেয়ে বড়	بَيتُ سَلْمَانَ أكبَرُ بَيتٍ
আরবী ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ভাষা	اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ أسْهَلُ لُغَةٍ فِي الْعَالَمِ
ফাতিমা আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী	فَاطِمَةُ أفْضَلُ طَالِبَةٍ فِي فَصْلِنَا
এই যুবকেরা সবচেয়ে লম্বা হাজ্জী	هَاؤُلَاءِ الفِتيَةُ أطْوَلُ حُجَّاجٍ

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।	وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।	وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
তিনি সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী	وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

অধ্যায়-১২ (আশ্চর্যবোধক বাক্য)

৭৪। আশ্চর্যবোধক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষ্যনীয়,

- فِعْلُ التَّعْجبِ বা আশ্চর্যবোধক ক্রিয়ার সাধারণ গঠনঃ مَا اَفْعَلَ
- اَفْعَلَ হল পুংজাতীয় এমনকি স্ত্রী اسم এর জন্যও।
- যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেটা মানসুব হবে।

গাড়িটি কী সুন্দর!	مَا اَجْمَلَ السَّيَّارَةَ !
তুমি কত ভালো !	مَا اَطْيَبَكَ!
কত অসঙ্খ্য তারা !	مَا أَكْثَرَ النُّجُومَ!
এই পাঠটি কত সহজ!	مَا أَسْهَلَ هَذَا الدَّرْسَ!

এছাড়াও اَفْعِلْ بِهِ গঠনও আশ্চর্যবোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

বাড়িটি কত সুন্দর!	اَجْمِلْ بِا لْبَيْتِ!	اَفْعِلْ بِهِ

৭৫। আশ্চর্যবোধকের জন্য إِذَا এর ব্যবহার

আমরা ইতিপূর্বে' যদি 'ও' যখন 'প্রকাশার্থে إِذَا এর ব্যবহার দেখেছি। إِذَا আশ্চর্যবোধকের জন্যও ব্যবহৃত হয়। একে إِذَا الْفُجَائِيَّةُ বলে। ف সাধারণভাবে إِذَا এর পূর্বে আসে। এক্ষেত্রে إِذَا বাক্যের শুরুতে আসে না।

আমি বের হলাম আর কি আশ্চর্য ,দরজায় একজন পুলিশ !	خَرَجْتُ فَإِذَا شُرْطِيٌّ بِالْبَابِ
সুতরাং সে তার লাঠিটি ছুড়লো আর কি আশ্চর্য তা একটি দৃশ্যমান সাপ!	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيْنٌ

إِذَا এর পর মুবতাদা অনির্দিষ্ট হতে পারে ,যেমন: دَخَلْتُ الغُرفَةَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَلَى السَّرِيْرِ

Contents

৭৬। বিস্ময় প্রকাশক কিছু حَرْفُ

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	وَيْلٌ + لِ
দুর্ভোগ তোমার তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।	وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	وَيْلَكَ
তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী।	قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ	وَيْلَنَا
হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না।	وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ	وَيْك
তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।	أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى	أَوْلَى
সে বলল-কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব?	قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ	يَا وَيْلَتَى
হায়, আফসোস-আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।	يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا	يَا لَيْتَنِي
হায়, হায়, আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি	يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ	يَا حَسْرَتَا
তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে?	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ	هَيْهَاتَ (عِنْدَ)
বলে দাও, অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগারের কসম এটা সত্য।	قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ	إِي (نَعَمْ)
দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না।	هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ	هَا (اَلَا)
সাবধান !তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বোঝে না।	اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُوْنَ	اَلَا
শোন !নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটে	أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ	اَلَا

৭৭। هَلاَّ এর ব্যবহার

এটা ক্রিয়াপ্রধান বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এটা মুদরীতে কোন কাজের উৎসাহ দিতে আর মাদীতে কাজ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে বসে বা অনুমোদন না দিতে বসে।

তুমি কি তার ব্যাপারে হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করবে না! (অর্থাৎ অভিযোগ করা উচিত)	هَلاَّ تَشْكُوْهُ اِلَى الْمُدِيْرِ
তোমার কি তার ব্যাপারে হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করা উচিত ছিল না! (অর্থাৎ অভিযোগ করনি কেন)	هَلاَّ شَكَوْتَهُ اِلَى الْمُدِيْرِ

অধ্যায়-১৩ (নম্বর)

৭৮। العَدَدُ নম্বর

স্ত্রী বাচক عَدَدٌ	পুং বাচক عَدَدٌ	অঙ্ক
وَاْحِدَةٌ / إِحْدَى	وَاْحِدٌ / أَحَدٌ	١
اِثْنَتَاْنِ	اِثْنَاْنِ	٢
ثَلاَثَةٌ / ثَلاَثَةَ	ثَلاَثٌ /ثَلاَثَ	٣
أَرْبَعَةٌ	أَرْبَعٌ	٤
خَمْسَةٌ	خَمْسٌ	٥
سِتَّةٌ	سِتٌ	٦
سَبْعَةٌ	سَبْعٌ	٧
ثَمَاْنِيَةٌ	ثَمَاْنٍ / ثَمَنٍ	٨
تِسْعَةٌ	تِسْعٌ	٩
عَشَرَةٌ	عَشْرٌ	١٠

গননাঃ ১–২

সংখ্যা গুলোকে عَدَدٌ ও যাকে গননা করা হয় তাকে مَعْدُوْدٌ বলে। ১-২ এর ক্ষেত্রে عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ গুলো نَعْتٌ ও مَنْعُتٌ এর মত কাজ করে।

طَالِبَةٌ وَاحِدَةٌ	طَالِبٌ وَاحِدٌ
طَالِبَتَانِ اِثْنَتَانِ	طَالِبَانِ اِثْنَانِ

গননাঃ ৩-৯

এক্ষেত্রে عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ যথাক্রমে مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ এর মত কাজ করে। পুরুষবাচক শব্দ গননা করতে হয় স্ত্রীবাচক عَدَدٌ দিয়ে এবং স্ত্রীবাচক শব্দ গননা করতে হয় পুরুষবাচক عَدَدٌ দিয়ে। বিভক্তি পরিবর্তনশীল।

ثَلاثُ طَالِبَاتٍ	ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ
أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ	أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ
خَمْسُ طَالِبَاتٍ	خَمْسَةُ طُلَّابٍ
سِتُّ طَالِبَاتٍ	سِتَّةُ طُلَّابٍ
سَبْعُ طَالِبَاتٍ	سَبْعَةُ طُلَّابٍ
ثَمَانِي طَالِبَاتٍ	ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ
تِسْعُ طَالِبَاتٍ	تِسْعَةُ طُلَّابٍ
عَشْرُ طَالِبَاتٍ	عَشَرَةُ طُلَّابٍ

Contents

গননাঃ ১১–১২		
সংখ্যা গুলোর দুটি অংশ। দুটি অংশই مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। مَعْدُوْدٌ সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে)।১২ এর বিভক্তি পরিবর্তনশীল		
إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً	أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا	مَرْفوْعٌ مَنْصُوْبٌ مَجْرُوْرٌ
إِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً	إِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا	مَرْفوْعٌ
إِثْنَتَي عَشْرَةَ طَالِبَةً	إِثْنَي عَشَرَ طَالِبًا	مَنْصُوْبٌ مَجْرُوْرٌ

গননাঃ ১৩–১৯	
সংখ্যা গুলোর কেবল দ্বিতীয় অংশ مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। বিভক্তি পরিবর্তন হয় না।	
ثَلَاث عَشْرَةَ طَالِبَةً	ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا
أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا
سِتَّ عَشْرَةَ طَالِبَةً	سِتَّةَ عَشَرَ طَالِبًا
سَبْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	سَبْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
ثَمَانِي عَشْرَةَ طَالِبَةً	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ طَالِبًا
تِسْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
আমার কাছে তেরো রিয়াল আছে	عِنْدِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا
আমি তেরো রিয়াল চাই	أُرِيْدُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا
এই বইটি তেরো রিয়াল	هٰذَا الْكِتَابُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا

গননাঃ ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ...৯০ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক مَعْدُوْدٌ এর জন্য এগুলোর রূপ পরিবর্তন হয় না। মাদুদ একবচন মানসুব। বিভক্তির পরিবর্তন সুগঠিত পুরুষবাচক বহুবচনের বিভক্তির ন্যায়।	
عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	عِشْرُوْنَ طَالِبًا
ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً	ثَلاثُوْنَ طَالِبًا
أَرْبَعُوْنَ طَالِبَةً	أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا
خَمْسُوْنَ طَالِبَةً	خَمْسُوْنَ طَالِبًا
سِتُّوْنَ طَالِبَةً	سِتُّوْنَ طَالِبًا
سَبْعُوْنَ طَالِبَةً	سَبْعُوْنَ طَالِبًا
ثَمَانُوْنَ طَالِبَةً	ثَمَانُوْنَ طَالِبًا
تِسْعُوْنَ طَالِبَةً	تِسْعُوْنَ طَالِبًا

গননাঃ ২১–২২ সংখ্যা গুলোর দুটি অংশ (তানভীন যুক্ত ১-৯) এবং وَ عِشْرُوْنَ । দুটি অংশই مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। مَعْدُوْدٌ সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে)।	
إِحْدَى/ وَاحِدَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	وَاحِدٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
اِثْنَتَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
গননাঃ ২৩–২৯ পুরুষবাচক শব্দ গননা করতে হয় (তানভীন যুক্ত ১-৯) এর স্ত্রীবাচক [ثَلَاثَةٌ ، أَرْبَعَةٌ ، خَمْسَةٌ ইত্যাদি দিয়ে এবং স্ত্রীবাচক শব্দ গননা করতে হয় (তানভীন যুক্ত ১-৯) এর পুংবাচক [ثَلَاثٌ ، أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ইত্যাদি] দিয়ে। বিভক্তি পরিবর্তন হয় না।	
ثَلَاثٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
أَرْبَعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
خَمْسٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	خَمْسَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
سِتٌّ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	سِتَّةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
سَبْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	سَبْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
ثَمَانٍ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
تِسْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	تِسْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا

Contents

গননাঃ ১০১–১০২ সংখ্যা দুটির দুটি অংশ যেমনঃ একশত ছাত্র (مِائَةُ طَالِبٍ) এবং একজন ছাত্র طَالِبٌ । مِائَةُ এরপর মাদুদ একবচন মাজরুর।	
مِائَةُ طَالِبٍ وَ طَالِبٌ	مِائَةُ طَالِبَةٍ وَ طَالِبَةٌ
مِائَةُ طَالِبٍ وَ طَالِبَانِ	مِائَةُ طَالِبَةٍ وَ طَالِبَتَانِ
গননাঃ ১০৩–১৯৯ সংখ্যাগুলোর দুটি অংশ যেমনঃ একশত))مِائَةٌএবং তিনজন ছাত্র (ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ)	
مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ ثَلاثُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ خَمْسَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ خَمْسُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ سِتَّةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ سِتُّ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ سَبْعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ سَبْعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ ثَمَانِيْ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ تِسْعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ تِسْعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ عَشَرَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ عَشْرُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ إِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ إِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ ثَلَاث عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً
–	–
–	–
–	–

গননাঃ ১০০ ,২০০ ,৩০০ ,৪০০ ,৫০০........... ,৯০০	
مِائَةُ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	مِائَةٌ
مِائَتَا طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	مِائَتَانِ
ثَلَاثُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَلَاثُمِائَةٍ
أَرْبَعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَرْبَعُمِائَةٍ
خَمْسُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	خَمْسُمِائَةٍ
سِتُّمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سِتُّمِائَةٍ
سَبْعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سَبْعُمِائَةٍ
ثَمَانِيْمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَمَانِيْمِائَةٍ
تِسْعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	تِسْعُمِائَةٍ

লক্ষনীয় পুরুষ এবং মেয়ে যাই গননা করা হোক না কেন مِائَةٍ এর পুর্বে পুরুষ বাচক সংখ্যা থাকবে এবং এটা একই সাথে মুদাফ এবং মুদাফ ইলাইহি। মাদুদ মুদাফ ইলাইহি একবচন মাজরুর।

গননাঃ ১০০০ ,২০০০ ,৩০০০..........................,৯,০০০	
أَلْفُ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَلْفٌ
أَلْفَا طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَلْفَانِ
ثَلَاثَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَلاثَةُ آلافٍ
أَرْبَعَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَرْبَعَةُ آلافٍ
خَمْسَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	خَمْسَةُ آلافٍ
سِتَّةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سِتَّةُ آلافٍ
سَبْعَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سَبْعَةُ آلافٍ
ثَمَانِيَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَمَانِيَةُ آلافٍ
تِسْعَةُ آلافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	تِسْعَةُ آلافٍ

লক্ষনীয় পুরুষ এবং মেয়ে যাই গননা করা হোক না কেন أَلْفٍ এর পুর্বে স্ত্রী বাচক সংখ্যা থাকবে এবং মাদুদ মুদাফ ইলাইহি একবচন মাজরুর।

৬৫৪৩ জন ছাত্র	ثَلَاثَةٌ وَ أَرْبَعُوْنَ وَ خَمْسُمِائَةٍ وَ سِتَّةُ الآفِ طَالِبٍ
৬৫৪৩ জন ছাত্রী	ثَلَاثٌ وَ أَرْبَعُوْنَ وَ خَمْسُمِائَةٍ وَ سِتَّةُ الآفِ طَالِبَةٍ
৯৩২২ টি লোক	اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ تِسْعَةُ الآفِ رَجُلٍ

৭৯। أَلْفٌ ও مِائَةٌ

مِائَةٌ = এক শত এবং أَلْفٌ = এক হাজার। এই দুটি নম্বরের পর মাদুদ (যাকে গননা করা হয়) একবচন মাজরুর হয়। পুরুষ ও স্ত্রী বাচকের জন্য এর রুপ পরিবর্তন হয় না। তবে এর বিভক্তি পরিবর্তনশীল।

مَرْفُوْعٌ	فِي فَصْلِنَا مِائَةُ طَالِبٍ আমাদের ক্লাসে একশত ছাত্র	فِي فَصْلِنَا أَلْفُ طَالِبٍ আমাদের ক্লাসে এক হাজার ছাত্র
مَنْصُوْبٌ	رَأَيْتُ مِائَةَ طَالِبٍ فِيْ الشَّارِعِ আমি রাস্তায় একশত ছাত্র দেখেছিলাম	رَأَيْتُ أَلْفَ رَجُلٍ فِيْ الْمَسْجِدِ আমি মসজিদে একশত লোক দেখেছিলাম
مَجْرُوْرٌ	إِشْتَرَيْتُ هٰذَا الْكِتَابَ بِمِائَةِ رُبِيَّةٍ এই বইটি একশত রুপি দিয়ে কিনেছিলাম	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ কদরের রাতটি হাজার মাস হতে উত্তম

কুরআনীয় উদাহরণঃ

أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ	তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ	বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র
قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا	তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ	অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে;
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ	বস্তুতঃ যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্বের দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর।

৮০। ক্রমবাচক সংখ্যা

স্ত্রী বাচক	পুরুষ বাচক	
الأُوْلى	الأَوَّلُ	প্রথম
الثَّانِيَةُ	الثَّانِي	দ্বিতীয়
الثَّالِثَةُ	الثَّالِثُ	তৃতীয়
الرَّابِعَةُ	الرَّابِعُ	চতুর্থ
الخَامِسَةُ	الخَامِسُ	পঞ্চম
السَّادِسَةُ	السَّادِسُ	ষষ্ঠ
السَّابِعَةُ	السَّابِعُ	সপ্তম
الثَّامِنَةُ	الثَّامِنُ	অষ্টম
التَّاسِعَةُ	التَّاسِعُ	নবম
العَاشِرَةُ	العَاشِرُ	দশম

ক্রমবাচক সংখ্যার উদাহরণ

আমি প্রথম পাঠ পড়েছিলাম	قَرَأْتُ الدَّرْسَ الأَوَّلَ	প্রথম পাঠ	الدَّرْسُ الأَوَّلُ
আমি দ্বিতীয় তলায় থাকি	أَسْكُنُ فِيْ الطَّابِقِ الثَّانِي	দ্বিতীয় তলা	الطَّابِقُ الثَّانِي
আমরা ৩য় ফ্লাটে গিয়েছিলাম	ذَهَبْنَا إِلَى الشَّقَّةِ الثَّالِثَةِ	তৃতীয় ফ্ল্যাট	الشَّقَّةُ الثَّالِثَةُ
হামিদ চতুর্থ বছরে পাস করেছিলো	نَجَحَ حَامِدٌ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ	চতুর্থ বছর	السَّنَةُ الرَّابِعَةُ
আমরা পঞ্চম দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম	دَخَلْنَا مِنَ الْبَابِ الْخَامِسِ	পঞ্চম দরজা	الْبَابُ الخَامِسُ
ষষ্ঠ পরীক্ষা আসছে	الإِمْتِحَانُ السَّادِسُ قَادِمٌ	ষষ্ঠ পরীক্ষা	الإِمْتِحَانُ السَّادِسُ
সপ্তম ঘরটি পরিচালকের	الْبَيْتُ السَّابِعُ لِلْمُدِيْرِ	সপ্তম ঘর	الْبَيْتُ السَّابِعُ
আব্বাস অষ্টম পৃষ্ঠা খুলেছিল	فَتَحَ عَبَّاسٌ الصَّفْحَةَ الثَّامِنَةَ	অষ্টম পৃষ্ঠা	الصَّفْحَةُ الثَّامِنَةُ
আমরা সেখানে নবম দিনে পৌছেছিলাম	وَصَلْنَا إِلَى هُنَاكَ فِي اليَوْمِ التَّاسِعِ	নবম দিন	اليَوْمُ التَّاسِعُ
আমরা এখানে দশম বছরে ফিরে এসেছিলাম	رَجَعْنَا هُنَا فِي السَّنَةِ العَاشِرَةِ	দশম বছর	السَّنَةُ العَاشِرَةُ

পুনরাবৃত্তিঃ

مَرَّةً أُخْرَى	أَوَّلُ مَرَّةٍ	كُلُّ مَرَّةٍ	ثَلاثُ مَرَّاتٍ	مَرَّتَانِ	مَرَّةً
দ্বিতীয়বার	প্রথমবার	সব সময়	তিন বার	দুইবার	একবার

কুরআনীয় উদাহরণ

যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম।	كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

৮১। ভগ্নাংশ

এক সপ্তমাংশ	سُبْعٌ	١/٧	অর্ধেক	نِصْفٌ	١/٢
এক অষ্টমাংশ	ثُمْنٌ	١/٨	এক তৃতীয়াংশ	ثُلُثٌ	١/٣
এক নবমাংশ	تُسْعٌ	١/٩	এক চতুর্থাংশ	رُبْعٌ	١/٤
এক দশমাংশ	عُشْرٌ	١/١٠	এক পঞ্চমাংশ	خُمْسٌ	١/٥
			এক ষষ্ঠাংশ	سُدُسٌ	١/٦

ভগ্নাংশগুলো মুদাফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

ছাত্রগন আধা ঘন্টা আগে লাইব্রেরীতে ছিল	كَانَ الطُّلاَّبُ فِي المَكْتَبَةِ قَبْلَ نِصْفِ سَاعَةٍ
শিক্ষকটি পাঁচ মিনিট আগে ক্লাসরুমে ছিল	كَانَ المدَرِّسُ فِي الفَصْلِ قَبْلَ خَمْسِ دَقَائِقَ

অধ্যায়-১৪ (দুর্বল ক্রিয়া)

৮২। اَلْمُعْتَلُّ দুর্বল ক্রিয়া

যে ক্রিয়াগুলোতে ي এবং و থাকে সেগুলো দুর্বল ক্রিয়া। তবে লিখিত রূপে و কে ا (আলিফ) এবং ي কে ا (আলিফ) বা ى (আলিফ মাকসুরা) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। দুর্বল ক্রিয়াগুলো তিন প্রকার।

দুর্বল ক্রিয়া (اَلْمُعْتَلُّ)

اَلنَّاقِصُ ل কালিমা দুর্বল		اَلْاَجْوَفُ ع কালিমা দুর্বল		اَلْمِثَالُ ف কালিমা দুর্বল	
সে পথ দেখালো	هَدَى (هَدَيَ)	সে হাটল	سَارَ (سَيَرَ)	সে পেল	وَجَدَ
সে ডাকল	دَعَا (دَعَوَ)	সে বলল	قَالَ (قَوَلَ)	সে রাখল	وَضَعَ
সে টিকে থাকল	بَكَى (بَكَيَ)	সে ঘুমালো	نَامَ (نَوِمَ)	সে উৎফুল্ল হল	يَسَرَ
সে দেখল	رَاَى (رَأَيَ)				

লক্ষণীয়ঃ ক্রিয়ার মধ্যে ا থাকলে তা মুলত و বা ي

ক্রিয়ার মধ্যে ى থাকলে তা মুলত ي

৮৩। الْمِثَالُ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
وَجَدُوْا	وَجَدَا	وَجَدَ	পুং
وَجَدْنَ	وَجَدَتَا	وَجَدَتْ	স্ত্রী
وَجَدْتُمْ	وَجَدْتُمَا	وَجَدْتَ	পুং
وَجَدْتُنَّ	وَجَدْتُمَا	وَجَدْتِ	স্ত্রী
وَجَدْنَا		وَجَدْتُ	উভয়

الْمِثَالُক্রিয়ার অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে পরিবর্তনঃ

الْمُضَارِعُ	<< পরিবর্তন <<	الْمَاضِي
দুর্বল و বাদ যাবে। কিন্তু ي বাদ যায় না। মিছাল ক্রিয়ার শুরুতে ي হলে তা সালিম ক্রিয়ার মত হয়।	মুদারীর আলামত ي যোগ এবং ف কালিমায় সুকুন যেমন يَذْهَبُ	
يَجِدُ	يَوْجِدُ	وَجَدَ
সে পায়/পাবে		সে পেল
يَيْسَرُ		يَسِرَ
সে সহজ করে/করবে		সে সহজ করল

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَجِدُوْنَ	يَجِدَانِ	يَجِدُ	পুং
يَجِدْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدُ	স্ত্রী
تَجِدُوْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدُ	পুং
تَجِدْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدِيْنَ	স্ত্রী
نَجِدُ		اَجِدُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
وَضَعُوْا	وَضَعَا	وَضَعَ	পুং
وَضَعْنَ	وَضَعَتَا	وَضَعَتْ	স্ত্রী
وَضَعْتُمْ	وَضَعْتُمَا	وَضَعْتَ	পুং
وَضَعْتُنَّ	وَضَعْتُمَا	وَضَعْتِ	স্ত্রী
وَضَعْنَا		وَضَعْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَضَعُوْنَ	يَضَعَانِ	يَضَعُ	পুং
يَضَعْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعُ	স্ত্রী
تَضَعُوْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعُ	পুং
تَضَعْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعِيْنَ	স্ত্রী
نَضَعُ		أَضَعُ	উভয়

الْمِثَال ক্রিয়ার বর্তমান কাল থেকে আদেশবাচকে পরিবর্তনঃ

أَمْرٌ	<< পরিবর্তন <<	الْمُضَارِعُ
মুদারীর আলামত ت উঠে যাবে এবং এক্ষেত্রে হামজাতুল ওয়াসাল আনতে হবে না।	মাজ্জুম করতে ل কালিমায় সুকুন	
جِدْ	تَجِدْ	تَجِدُ
পাও!		তুমি পাও

الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
وَذْرٌ	ذَرْ	يَذَرُ	وَذَرَ	পেছনে ফেলা
وُضْعٌ	ضَعْ	يَضَعُ	وَضَعَ	রাখা
وَقُوعٌ	قَعْ	يَقَعُ	وَقَعَ	পড়ে যাওয়া
وَهْبٌ	هَبْ	يَهَبُ	وَهَبَ	দান করা
وُجُودٌ	جِدْ	يَجِدُ	وَجَدَ *	খুঁজে পাওয়া
وَرَاثَةٌ	رِثْ	يَرِثُ	وَرِثَ	উত্তারাধীকারী হওয়া
وِزْرٌ	زِرْ	يَزِرُ	وَزَرَ	ওজন বহন করা
وَصْفٌ	صِفْ	يَصِفُ	وَصَفَ	বর্ননা করা
وَعْدٌ	عِدْ	يَعِدُ	وَعَدَ *	ওয়াদা করা
وِقَايَةٌ	قِ	يَقِي	وَقَى *	রক্ষা করা
سَعَةٌ	سَعْ	يَسَعُ	وَسِعَ	আয়ত্ব করা
وَصْلٌ	صِلْ	يَصِلُ	وَصَلَ	পৌছানো
وَهْبٌ	هَبْ	يَهَبُ	وَهَبَ	করা মঞ্জুর
يَسْرٌ	إِيْسَرْ	يَيْسَرُ	يَسِرَ	সহজ করা
يَفْعٌ	اِيْفَعْ	يَيْفَعُ	يَفُعَ	ওঠা বেড়ে
يَبْسٌ	اِيْبَسْ	يَيْبَسُ	يَبُسَ	শুকানো
يَئْسٌ	اِيئَسْ	يَيْأَسُ	يَئِسَ	দেওয়া ছেড়ে আশা

৮৪। الْأجْوَفُ

الْأجْوَفُ ক্রিয়ার অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে পরিবর্তনঃ

الْمُضَارِعُ	<< পরিবর্তন <<	الْمَاضِي
উচ্চারনের সুবিধার জন্য সুকুন ও পেশ তাদের অবস্থানের বদল করবে	মুদারীর আলামত ي যোগ এবং ف কালিমায় সুকুন যেমন يَنْصُرُ	قَالَ হল মূলত قَوَلَ
يَقُوْلُ	يَقْوُلُ	قَالَ (قَوَلَ)
সে বলে/বলবে		সে বলল

الْأجْوَفُ ক্রিয়ার বর্তমান কাল থেকে আদেশবাচকে পরিবর্তনঃ

اَمْرٌ	<< পরিবর্তন <<	الْمُضَارِعُ
দুই সাকিনের মিলন রোধ করতে দুর্বল অক্ষরটি উঠে যাবে।	মুদারীর আলামত ت উঠে যাবে এবং মাজ্জুম করতে ل কালিমায় সুকুন	
قُلْ	قُوْلْ	تَقُوْلُ
বলো!		তুমি বলো

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جَاؤُوْا	جَاءَا	جَاءَ	পুং
جِئْنَ *	جَاءَتَا	جَاءَتْ	স্ত্রী
جِئْتُمْ	جِئْتُمَا	جِئْتَ	পুং
جِئْتُنَّ	جِئْتُمَا	جِئْتِ	স্ত্রী
جِئْنَا		جِئْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিল جَاْئْنَ । দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَجِيْئُوْنَ	يَجِيْئَانِ	يَجِيْءُ	পুং
يَجِئْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْءُ	স্ত্রী
تَجِيْئُوْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْءُ	পুং
تَجِئْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْئِيْنَ	স্ত্রী
نَجِيْءُ		اَجِيْءُ	উভয়

Contents

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قَالُوْا	قَالاَ	قَالَ	পুং
قُلْنَ *	قَالَتَا	قَالَتْ	স্ত্রী
قبلْتُمْ	قُلْتُمَا	قُلْتَ	পুং
قُلْتُنَّ	قُلْتُمَا	قُلْتِ	স্ত্রী
قُلْنَا		قُلْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিলقَاْلْنَ । দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে فকালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقُوْلُوْنَ	يَقُوْلاَنِ	يَقُوْلُ	পুং
يَقُلْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلُ	স্ত্রী
تَقُوْلُوْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلُ	পুং
تَقُلْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلِيْنَ	স্ত্রী
نَقُوْلُ		اَقُوْلُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَامُوْا	نَامَا	نَامَ	পুং
نِمْنَ *	نَامَتَا	نَامَتْ	স্ত্রী
نِمْتُمْ	نِمْتُمَا	نِمْتَ	পুং
نِمْتُنَّ	نِمْتُمَا	نِمْتِ	স্ত্রী
نِمْنَا		نِمْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিল نَامْنَ । দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنَامُوْنَ	يَنَامَانِ	يَنَامُ	পুং
يَنَمْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامُ	স্ত্রী
تَنَامُوْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامُ	পুং
تَنَمْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامِيْنَ	স্ত্রী
نَنَامُ		اَنَامُ	উভয়

Contents

مَصْدَرٌ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
تَوْبَةٌ	تُبْ	يَتُوبُ	تَابَ	তাওবা করা
ذَوْقٌ	ذُقْ	يَذُوقُ	ذَاقَ	স্বাদ নেওয়া
فَوْزٌ	فُزْ	يَفُوزُ	فَازَ	সফল হওয়া
قَوْلٌ	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ *	বলা
قِيَامٌ، قَوْمَةٌ	قُمْ	يَقُومُ	قَامَ	দাঁড়ানো
كَوْنٌ	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ *	হওয়া
مَوْتٌ	مُتْ	يَمُوتُ	مَاتَ	মরে যাওয়া
خَوْفٌ	خِفْ	يَخَافُ	خَافَ	ভীত হওয়া
كَوْدٌ	كَدْ	يَكَادُ	كَادَ	প্রায় হওয়া
كَيْدٌ	كِدْ	يَكِيدُ	كَادَ	কৌশল করা
زِيَادَةٌ	زِدْ	يَزِيدُ	زَادَ *	বাড়ানো
بَيْعٌ	بِعْ	يَبِيْعُ	بَاعَ	বিক্রি করা
سَيْرٌ	سِرْ	يَسِيْرُ	سَارَ	হাটা
عَيْشٌ	عِشْ	يَعِيْشُ	عَاشَ	বেঁচে থাকা
غِيَابٌ	غِبْ	يَغِيْبُ	غَابَ	অনুপস্থিত থাকা
كَيْلٌ	كِلْ	يَكِيْلُ	كَالَ	পরিমাপ করা
زِيَارَةٌ	زُرْ	يَزُوْرُ	زَارَ	পরিদর্শন করা
طَافٌ	طُفْ	يَطُوْفُ	طَافَ	তাওয়াফ করা

৮৫। النَّاقِصُ

النَّاقِصُ ক্রিয়ার অতীত কালের গঠনে লক্ষ্যনীয়ঃ

১. و আলিফে পরিনত হয়। যেমনঃ دَعَا <= دَعَوَ

- ي যবরের পরে আসলে ى তে পরিবর্তিত হয় যেমনঃ مَشَيَ => مَشَى
- তবে ي যের এর পরে আসলে পরিবর্তিত হয় না যেমনঃ نَسِيَ => نَسِيَ
- ي পেশের পরে আসে না।

২. ৩য় পুরুষের বহুবচনে ل কালিমা উঠে যায়। যেমনঃ دَعَوُوْا => دَعَوْا

৩. و এর আগে যের হয় না তাই نَسِيوْا => نَسُوْا হবে।

৪. দুই সুকুনের মিলন রোধে دَعَاْتْ এর দুর্বল অক্ষরটি উঠে গিয়ে হবে دَعَتْ

৫. মুতাহাররিক সর্বনাম (যে সর্বনামগুলোর উপর হারকাত আছে) যেমনঃ نَ، تَ، تُمَا، تُمْ، تِ، تُمَا، تُنَّ، تُ، نَا গুলোতে ل কালিমা স্বরুপে ফিরে আসে।

যেমনঃ بَكَيْنَ، بَكَيْتَ، بَكَيْتُمَا، بَكَيْتُمْ، ....بَكَيْنَا

النَّاقِصُ ক্রিয়ার বর্তমান কালে লক্ষ্যনীয়ঃ

মারফুঃ

১. লাম কালিমা (و বা ي) ফিরে আসে। এবং লাম কালিমায় পেশের বদলে সুকুন হয়। যেমনঃ

الْمُضَارِعُ	<= পরিবর্তন <=	الْمَاضِي
يَدْعُوْ	يَدْعُوُ	دَعَا (دَعَوَ)
يَبْكِيْ	يَبْكِيُ	بَكَى (بَكَيَ)
يَنْسَى	يَنْسَيُ	نَسِيَ (نَسِيَ)

২. ৩য় পুরুষের বহুবচনে ل কালিমা উঠে যায়। যেমনঃ

يَدْعُوْنَ => يَدْعُوُوْنَ যেখানে وُ তুলে দেওয়া হয়েছে।

يَنْسَوْنَ => يَنْسَيُوْنَ যেখানে يُ তুলে দেওয়া হয়েছে।

تَدْعِيْنَ => تَدْعُوِيْنَ যেখানে وِ তুলে দেওয়া হয়েছে আর ي এর আগে পেশ আসে না তাই عُ কে عِ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

মানসুবঃ

১. و এবং ي দ্বারা শেষ হওয়া ক্রিয়ার উপর যবর উচ্চারিত হয় কিন্তু আলিফ দ্বারা শেষ হওয়া যবর উচ্চারিত হয় না। যেমনঃ لَنْ يَبْكِيَ ، لَنْ يَدْعُوَ কিন্তু لَنْ يَنْسَى

Contents

আমর ও মাজ্জুমঃ

১। ل কালিমা উঠে যায়।

যেমন, لَمْ يَدْعُ <= لَمْ يَدْعُوْ অনুরূপ ভাবে, أُدْعُ

لَمْ يَبْكِ <= لَمْ يَبْكِي অনুরূপ ভাবে, إِبْكِ

لَمْ يَنْسَ <= لَمْ يَنْسَى অনুরূপ ভাবে, إِنْسَ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مَشَوْا	مَشَيَا	مَشَى	পুং
مَشَيْنَ	مَشَتَا	مَشَتْ	স্ত্রী
مَشَيْتُمْ	مَشَيْتُمَا	مَشَيْتَ	পুং
مَشَيْتُنَّ	مَشَيْتُمَا	مَشَيْتِ	স্ত্রী
مَشَيْنَا		مَشَيْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَمْشُوْنَ	يَمْشِيَانِ	يَمْشِي	পুং
يَمْشِيْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِي	স্ত্রী
تَمْشُوْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِي	পুং
تَمْشِيْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْنَ	স্ত্রী
نَمْشِي		أَمْشِي	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
دَعَوْا	دَعَوَا	دَعَا	পুং
دَعَوْنَ	دَعَتَا	دَعَتْ	স্ত্রী
دَعَوْتُمْ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتَ	পুং
دَعَوْتُنَّ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتِ	স্ত্রী
دَعَوْنَا		دَعَوْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَدْعُوْنَ	يَدْعُوَانِ	يَدْعُوْ	পুং
يَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ	স্ত্রী
تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ	পুং
تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعِيْنَ	স্ত্রী
نَدْعُوْ		اَدْعُوْ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
رَأَوْا	رَأَيَا	رَأَى	পুং
رَأَيْنَ	رَأَتَا	رَأَتْ	স্ত্রী
رَأَيْتُمْ	رَأَيْتُمَا	رَأَيْتَ	পুং
رَأَيْتُنَّ	رَأَيْتُمَا	رَأَيْتِ	স্ত্রী
رَأَيْنَا		رَأَيْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَرَوْنَ	يَرَيَانِ	يَرَى	পুং
يَرَيْنَ	تَرَيَانِ	تَرَى	স্ত্রী
تَرَوْنَ	تَرَيَانِ	تَرَى	পুং
تَرَيْنَ	تَرَيَانِ	تَرَيْنَ	স্ত্রী
نَرَى		أَرَى	উভয়

Contents

اَلْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَسُوْا	نَسِيَا	نَسِيَ	পুং
نَسِيْنَ	نَسِيَتَا	نَسِيَتْ	স্ত্রী
نَسِيْتُمْ	نَسِيْتُمَا	نَسِيْتَ	পুং
نَسِيْتُنَّ	نَسِيْتُمَا	نَسِيْتِ	স্ত্রী
نَسِيْنَا		نَسِيْتُ	উভয়

اَلْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنْسَوْنَ	يَنْسَيَانِ	يَنْسَى	পুং
يَنْسَيْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَى	স্ত্রী
تَنْسَوْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَى	পুং
تَنْسَيْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَيْنَ	স্ত্রী
نَنْسَى		اَنْسَى	উভয়

مَصْدَرٌ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
تِلَاوَةٌ	أُتْلُ	يَتْلُو	تَلَا	তিলোয়াত করা
دُعَاءٌ	أُدْعُ	يَدْعُو	دَعَا *	ডাকা
عَفْوٌ	أُعْفُ	يَعْفُو	عَفَا	ক্ষমা করা
شَكْوَى	أُشْكُ	يَشْكُوْ	شَكَا	অভিযোগ করা
مَحْوٌ	أُمْحُ	يَمْحُوْ	مَحَا	মুছে ফেলা
رَجَاءٌ	أُرْجُ	يَرْجُوْ	رَجا	আশা করা
ماشِيٌ	اِمْشِ	يَمْشِيْ	مَشَى	হাঁটা
سَقْيٌ	اِسْقِ	يَسْقِيْ	سَقَى	পান করানো
بِنَاءٌ	اِبْنِ	يَبْنِيْ	بَنَى	বানানো
بَغْيٌ	اِبْغِ	يَبْغِيْ	بَغَى	খুব চাওয়া
نَهْيٌ	اِنْهَ	يَنْهَى	نَهَى	নিষেধ করা
جَرَيَانٌ	اِجْرِ	يَجْرِي	جَرَى	প্রবাহিত হওয়া
قَضَاءٌ	اِقْضِ	يَقْضِي	قَضَى	পুর্ন করা
كِفَايَةٌ	اِكْفِ	يَكْفِي	كَفَى	যথেষ্ঠ হওয়া
هُدًى	اِهْدِ	يَهْدِي	هَدَى *	পথ দেখানো
خَشْيَةٌ	اِخْشَ	يَخْشَى	خَشِيَ	ভয় করা
رِضْوَانٌ	اِرْضَ	يَرْضَى	رَضِيَ	সন্তুষ্ট হওয়া
نِسْيَانٌ	اِنْسَ	يَنْسَى	نَسِيَ *	ভুলে যাওয়া
بَقِيَّةٌ	اِبْقَ	يَبْقَى	بَقِيَ	স্থায়ী হওয়া
لِقَاءٌ	اِلْقَ	يَلْقَى	لَقِيَ	মিলিত হওয়া

Contents

৮৬। الْمَهْمُوْزُ

যে ক্রিয়া মুলের একটি অক্ষর أ তাকে الْفِعْلُ الْمَهْمُوْزُ বলে। যেমনঃ

অর্থ	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	اَمْرٌ	مَصْدَرٌ
প্রশ্ন করা	سَأَلَ	يَسْأَلُ	سَلْ/ اِسْئَلْ	سُؤَالٌ
পড়া	قَرَأَ	يَقْرَأُ	اِقْرَأْ	قِرَاءَةٌ
ধরা	أَخَذَ	يَأْخُذُ	خُذْ	أَخْذٌ
খাওয়া	أَكَلَ	يَأْكُلُ	كُلْ	أَكْلٌ
আদেশ করা	أَمَرَ *	يَأْمُرُ	مُرْ	أَمْرٌ
নিরাপদ হওয়া	أَمِنَ	يَأْمَنُ	اِئْمَنْ	أَمْنٌ
অমান্য করা	أَبَى	يَأْبَى	اِئْبَ	اِبَاءٌ
দেখা	رَأَى *	يَرَى	رَ	رَأْيٌ
আসা	أَتَى *	يَأْتِي	اِئْتِ	اِتْيَانٌ
চাওয়া	شَاءَ *	يَشَاءُ	شَأْ	مَشِيئَةٌ
খারাপ হওয়া	سَاءَ	يَسُوءُ	سُؤْ	سَوْءٌ
আসা	جَاءَ	يَجِيءُ	جِئْ	مَجِيءٌ

অতীত কালের ক্রিয়া الْمَاضِي			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَكَلُوْا	أَكَلَا	أَكَلَ	পুং
أَكَلْنَ	أَكَلَتَا	أَكَلَتْ	স্ত্রী
أَكَلْتُمْ	أَكَلْتُمَا	أَكَلْتَ	পুং
أَكَلْتُنَّ	أَكَلْتُمَا	أَكَلْتِ	স্ত্রী
أَكَلْنَا		أَكَلْتُ	উভয়

বর্তমান কালের ক্রিয়া الْمُضَارِعُ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَأْكُلُوْنَ	يَأْكُلَانِ	يَأْكُلُ	পুং
يَأْكُلْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلُ	স্ত্রী
تَأْكُلُوْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلُ	পুং
تَأْكُلْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلِيْنَ	স্ত্রী
نَأْكُلُ		آكُلُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
سَأَلُوْا	سَأَلَا	سَأَلَ	পুং
سَأَلْنَ	سَأَلَتَا	سَأَلَتْ	স্ত্রী
سَأَلْتُمْ	سَأَلْتُمَا	سَأَلْتَ	পুং
سَأَلْتُنَّ	سَأَلْتُمَا	سَأَلْتِ	স্ত্রী
سَأَلْنَا		سَأَلْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْأَلُوْنَ	يَسْأَلَانِ	يَسْأَلُ	পুং
يَسْأَلْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلُ	স্ত্রী
تَسْأَلُوْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلُ	পুং
تَسْأَلْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلِيْنَ	স্ত্রী
نَسْأَلُ		أَسْأَلُ	উভয়

Contents

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قَرَأُوْا	قَرَآ	قَرَأَ	পুং
قَرَأْنَ	قرأَتَا	قَرَأَتْ	স্ত্রী
قَرَأْتُمْ	قَرَأْتُمَا	قَرَأْتَ	পুং
قَرَأْتُنَّ	قَرَأْتُمَا	قَرَأْتِ	স্ত্রী
قَرَأْنَا		قَرَأْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقْرَأُوْنَ	يَقْرَآنِ	يَقْرَأُ	পুং
يَقْرَأْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَأُ	স্ত্রী
تَقْرَأُوْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَأُ	পুং
تَقْرَأْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَئِيْنَ	স্ত্রী
نَقْرَأُ		أَقْرَأُ	উভয়

৮৭। الْمُضَعَّفُ

আল মুদা’য়াফ হল এমন ক্রিয়াপদ যার ع কালিমা ও ل কালিমা একই। যেমনঃ حَجَّ অর্থ সে হাজ্ব করলো। حَجَّ হল মূলত حَجَجَ যার ع কালিমার “হারকাত” উঠে গিয়ে হয়েছে حَجْجَ => حَجَّ । কিন্তু মুতাহাররিক সর্বনামের ক্ষেত্রে হারকাত ফিরে আসে। যেমনঃ , حَجَجْتَ , حَجَجْنَ حَجَجْتُمَا .... حَجَجْنَا

الْمُضَارِعএর ক্ষেত্রেও সাকিন সর্বনামের ক্ষেত্রে ل কালিমার“ হারকাত ”উঠে যায়। যেমনঃ يَحُجُّ <=يَحْجُجُ কিন্তু মুতাহাররিক সর্বনামের ক্ষেত্রে হারকাত ফিরে আসে। যেমনঃ يَحْجُجْنَ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
حَجُّوْا	حَجَّا	حَجَّ	পুং
حَجَجْنَ	حَجَّتَا	حَجَّتْ	স্ত্রী
حَجَجْتُمْ	حَجَجْتُمَا	حَجَجْتَ	পুং
حَجَجْتُنَّ	حَجَجْتُمَا	حَجَجْتِ	স্ত্রী
حَجَجْنَا		حَجَجْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَحُجُّوْنَ	يَحُجَّانِ	يَحُجُّ	পুং
يَحْجُجْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجُّ	স্ত্রী
تَحُجُّوْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجُّ	পুং
تَحْجُجْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجِّيْنَ	স্ত্রী
نَحُجُّ		أَحُجُّ	উভয়

মাজ্জুম ও আমরঃ

বর্তমানের রূপ يَحُجُّ কে মাজ্জুম করলে দাঁড়ায় يَحْجُجْ । দুই সাকিনের মিলন রোধে শেষে একটা হরকাত নিসে আসতে হয়। যেমন لَمْ يَحُجَّ । কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যা হয় না যেমন لَمْ يَحُجُّوْا

আদেশের ক্ষেত্রে تَحُجُّ এর মুদারীর আলামত تَ এবং শেষের পেশ উঠে যাবে অর্থাৎ حُجّ ।দুই সুকুনের মিলন রোধে শেষে যবর আসবে এবং এক্ষেত্রে কোন হামজাতুল ওয়াসাল আনতে হবে না)যেহেতু প্রথমে সাকিন আসছে না(। সুতরাং সবশেষে আমরের রূপ হবে حُجَّ । উল্লেখ্য যে মুদা'য়াফ এর আমর এভাবেও হয়ঃ أُرْدُدْ , أُصْدُدْ ইত্যাদি।

مَصْدَرٌ	اَمْرٌ	اَلْمُضَارِعُ	اَلْمَاضِي	অর্থ
حَيَاةٌ	اِحْيَ	يَحْيَا	حَيَّ	জীবিত হওয়া
رَدٌّ	أُرْدُدْ	يَرُدُّ	رَدَّ	ফিরে যাওয়া
صَدٌّ	أُصْدُدْ	يَصُدُّ	صَدَّ	লুকানো
ضَرٌّ	أُضْرُرْ	يَضُرُّ	ضَرَّ	ক্ষতি করা
ظَنٌّ	أُظْنُنْ	يَظُنُّ	ظَنَّ *	মনে করা
عَدٌّ	أُعْدُدْ	يَعُدُّ	عَدَّ	গননা করা
مَدٌّ	أُمْدُدْ	يَمُدُّ	مَدَّ	ছড়ানো
وُدٌّ	اِوْدَدْ	يَوَدُّ	وَدَّ	ইচ্ছা করা
ضَلَالَةٌ، ضَلَالٌ	اِضْلِلْ	يَضِلُّ	ضَلَّ *	পথভ্রষ্ট হওয়া
غُرُورٌ	اِغْرِرْ	يَغِرُّ	غَرَّ	বিভ্রান্ত করা
مَسٌّ	اِمْسَسْ	يَمَسُّ	مَسَّ	স্পর্শ করা

Contents

অধ্যায়-১৫ (কর্মবাচ্যের ক্রিয়া)

৮৮। সালিম ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপ اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ

অতীত কালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ل কালিমায় যবর ও ع কালিমায় যের বসে (ইলা)। এর পূর্বে যেকোন অক্ষরে "পেশ" বসবে যদি সুকুন না থাকে।

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে কৃত হল	فُعِلَ	فَعَلَ
তাকে সাহায্য করা হল	نُصِرَ	نَصَرَ
তাকে শোনানো হল	سُمِعَ	سَمِعَ
সে অবতীর্ন হল	أُنْزِلَ	أَنْزَلَ
সে অবতীর্ন হল	نُزِّلَ	نَزَّلَ
সে ব্যবহৃত হল	أُسْتُخْدِمَ	إِسْتَخْدَمَ
সে ব্যবহৃত হল	أُسْتُعْمِلَ	إِسْتَعْمَلَ
তাকে ডাকা হল	نُوْدِيَ	نَادَى

বর্তমান কালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ل কালিমায় পেশ ও ع কালিমায় যবর বসে (আলু)। এর পুর্বে হারফু মুদারিয়া বাদে যেকোন অক্ষরে "যবর" বসবে যদি সুকুন না থাকে।

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে সাহায্য করা হয়/হবে	يُنْصَرُ	يَنْصُرُ
তাকে প্রহার করা হয়/হবে	يُضْرَبُ	يَضْرِبُ
তাকে অবতীর্ন করা হয় /হবে	يُنْزَلُ	يَنْزِلُ
তাকে অবতীর্ন করা হয় /হবে	يُنَزَّلُ	يُنَزِّلُ
তাকে ব্যবহার করা হয় /হবে	يُسْتَعْمَلُ	يَسْتَعْمِلُ

উল্লেখ্য কর্মবাচ্য ক্রিয়াগুলো মাবনী।
কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

	অতীতকালের ক্রিয়া	
نُصِرُوْا	نُصِرَا	نُصِرَ
نُصِرْنَ	نُصِرَتَا	نُصِرَتْ
نُصِرْتُمْ	نُصِرْتُمَا	نُصِرْتَ
نُصِرْتُنَّ	نُصِرْتُمَا	نُصِرْتِ
نُصِرْنَا		نُصِرْتُ

	বর্তমানকালের ক্রিয়া	
يُنْصَرُوْنَ	يُنْصَرَانِ	يُنْصَرُ
يُنْصَرْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرُ
تُنْصَرُوْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرُ
تُنْصَرْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرِيْنَ
نُنْصَرُ		أُنْصَرُ

কর্মবাচ্য ক্রিয়ার কিছু উদাহরণ

মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ
কোন বছরে তুমি জন্মেছিলে?	فِيْ اَيِّ عَامٍ وُلِدْتَ؟
তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাকেও কেউ জন্ম দেননি	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ.
আমিনা কি নিয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছিল?	عَمَّ سُئِلَتْ اَمِنَةُ؟

কতৃবাচক ক্রিয়া থেকে কর্মবচক ক্রিয়ায় রুপান্তরঃ

কতৃবাচক ক্রিয়া থেকে কর্মবাচক ক্রিয়ায় রুপান্তর করা হলে ফায়িল বিলুপ্ত হয় এবং এর মাফুলুন বিহি নায়েবে ফায়িলে পরিনত হয়। اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ যার উপর আপোতিত হয় তাকে বলা হয় نَائِبُ الفَاعِلِ যা সর্বদা মারফু। যেমনঃ

نَائِبُ الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কর্মবাচক	اَلْفِعْلُ الْمَعْلُومُ কতৃবাচক
الْإِنْسَانُ	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ	خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ
الدَّرْسُ	يُشْرَحُ الدَّرْسُ مَرَّتَيْنِ	يَشْرَحُ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ مَرَّتَيْنِ
المسِيْحُ	مَا صُلِبَ المسِيْحُ	مَا صَلَبَ اليَهُوْدُ المسِيْحَ
القَهْوَةُ	صُبَّ القَهْوَةُ فِي الفَنَاجِيْنِ	صَبَّ الرَّجُلُ القَهْوَةَ فِي الفَنَاجِيْنِ

যদি মাফুলুন বিহি সর্বনাম হয় তাহলে نَائِبُ الفَاعِلِ সর্বনামের মারফু অবস্থায় আসবে।

نَائِبُ الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কর্মবাচক	اَلْفِعْلُ الْمَعْلُومُ কতৃবাচক
تُ	عَمَّ سُئِلْتُ؟	عَمَّ سَأَلَكَ الْمُدِيْرُ؟
وْ	قُتِلُوا بِالْمُسَدَّسِ	قَتَلَهُم الْمُجْرِمُ بِالْمُسَدَّسِ
وْ	لا يُسْأَلُونَ عَنْ سَبَبٍ	لا يَسْأَلُهُم أحَدٌ عَنْ سَبَبٍ
نَا	ضُرِبْنَا بِا لْعَصَا	ضَرَبَنَا الرَّجُلُ بِا لْعَصَا

৮৯। মাহমুজ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে আদেশ দিল	أُمِرَ	أَمَرَ
সে জিজ্ঞাসা করল	سُئِلَ	سَأَلَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে আদিষ্ট হল	يُؤْمَرُ	يَأْمُرُ
সে জিজ্ঞাসিত হল	يُسْئَلُ	يَسْئَلُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

سُئِلُوا	سُئِلَا	سُئِلَ
سُئِلْنَ	سُئِلَتَا	سُئِلَتْ
سُئِلْتُمْ	سُئِلْتُمَا	سُئِلْتَ
سُئِلْتُنَّ	سُئِلْتُمَا	سُئِلْتِ
سُئِلْنَا		سُئِلْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُسْئَلُونَ	يُسْئَلَانِ	يُسْئَلُ
يُسْئَلْنَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلُ
تُسْئَلُونَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلُ
تُسْئَلْنَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلِينَ
نُسْئَلُ		أُسْئَلُ

৯০। মুদায়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে কামড়ানো হল	عُضَّ	عَضَّ
তাকে স্পর্শ করা হল	مُسَّ	مَسَّ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে কামড়ানো হবে	يُعَضُّ	يَعَضُّ
তাকে স্পর্শ করা হবে	يُمَسُّ	يَمَسُّ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

عُضُّوْا	عُضَّا	عُضَّ
عُضِضْنَ	عُضَّتَا	عُضَّتْ
عُضِضْتُمْ	عُضِضْتُمَا	عُضِضْتَ
عُضِضْتُنَّ	عُضِضْتُمَا	عُضِضْتِ
عُضِضْنَا		عُضِضْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُعَضُّوْنَ	يُعَضَّانِ	يُعَضُّ
يُعْضَضْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضُّ
تُعَضُّوْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضُّ
تُعْضَضْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضِّيْنَ
نُعَضُّ		أُعَضُّ

৯১। মিছাল ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
পাওয়া গেল	وُجِدَ	وَجَدَ
রাখা হল	وُضِعَ	وَضَعَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
পাওয়া যাবে	يُوْجَدُ	يَجِدُ
রাখা হবে	يُوْضَعُ	يَضَعُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

وُجِدُوْا	وُجِدَا	وُجِدَ
وُجِدْنَ	وُجِدَتَا	وُجِدَتْ
وُجِدْتُمْ	وُجِدْتُمَا	وُجِدْتَ
وُجِدْتُنَّ	وُجِدْتُمَا	وُجِدْتِ
وُجِدْنَا		وُجِدْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُوْجَدُوْنَ	يُوْجَدَانِ	يُوْجَدُ
يُوْجَدْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدُ
تُوْجَدُوْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدُ
تُوْجَدْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدِيْنَ
نُوْجَدُ		أُوْجَدُ

৯২। আজওয়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
বলা হল	قِيْلَ	قَالَ
বিক্রি করা হল	بِيْعَ	بَاعَ
বাড়ানো হল	زِيْدَ	زَادَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
বলা হয়/হবে	يُقَالُ	يَقُوْلُ
বিক্রি করা হয়/হবে	يُبَاعُ	يَبِيْعُ
বাড়ানো হয়/হবে	يُزَادُ	يَزِيْدُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

قِيْلُوْا	قِيْلَا	قِيْلَ
قِلْنَ	قِيْلَتَا	قِيْلَتْ
قِلْتُمْ	قِلْتُمَا	قِلْتَ
قِلْتُنَّ	قِلْتُمَا	قِلْتِ
قِلْنَا		قِلْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُقَالُوْنَ	يُقَالَانِ	يُقَالُ
يُقَلْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالُ
تُقَالُوْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالُ
تُقَلْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالِيْنَ
نُقَالُ		أُقَالُ

Contents

৯৩। নাকিস ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
ডাকা হল	دُعِيَ	دَعَا
দেওয়া হল	أُتِيَ	أَتَى
ভুলিয়ে দেওয়া হল	نُسِيَ	نَسِيَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
ডাকা হবে	يُدْعَى	يَدْعُو
দেওয়া হবে	يُؤْتَى	يَأْتِيْ
ভুলিয়ে দেওয়া হবে	يُنْسَى	يَنْسَى

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

دُعُوْا	دُعِيَا	دُعِيَ
دُعِيْنَ	دُعِيَتَا	دُعِيَتْ
دُعِيْتُمْ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتَ
دُعِيْتُنَّ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتِ
دُعِيْنَا		دُعِيْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُدْعَوْنَ	يُدْعَيَانِ	يُدْعَى
يُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَى
تُدْعَوْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَى
تُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَيْنَ
نُدْعَى		أُدْعَى

অধ্যায়-১৬ (মাসদার)

৯৪। اَلْمَصْدَرُ ক্রিয়ার নাম

ক্রিয়া থেকে কর্তা এবং ক্রিয়ার কাল বাদ দিলে কেবল কাজের নাম অবশিষ্ট থাকে। এই কাজের নামকে اَلْمَصْدَرُ বলে। তিন অক্ষর বিশিষ্ট اَلْمَصْدَرُ এর নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমনঃ قَتَلَ থেকে قَتْلٌ, كَتَبَ থেকে كِتَابَةٌ ، دَخَلَ থেকে دُخُوْلٌ ، شَرِبَ থেকে شُرْبٌ , نَجَحَ থেকে نَجَاحٌ, شَرَحَ থেকে شَرْحٌ , غَابَ থেকে غِيَابٌ ইত্যাদি। এটা যেহেতু ইসম সেহেতু তা اَلْ এবং তানভীন বিশিষ্ট হয়।

প্রবেশ নিষেধ।	اَلدُّخُوْلُ مَمْنُوْعٌ
হামিদ বের হল শিক্ষকটির বের হওয়ার পুর্বে	خَرَجَ حَامِدٌ قَبْلَ خُرُوْجِ الْمُدَرِّسِ
ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ	طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য	اَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

তিন অক্ষর বিশিষ্ট কিছু ক্রিয়ার اَلْمَصْدَرُ

অর্থ	اَلمَصْدَرُ	اَلْمَاضِي
অন্বেষন	طَلَبٌ	طَلَبَ
প্রবেশ	دُخُوْلٌ	دَخَلَ
হত্যা	قَتْلٌ	قَتَلَ
বিশৃঙ্খলা	فَسَادٌ	فَسَدَ
বের হওয়া	خُرُوْجٌ	خَرَجَ
বিচার	حُكْمٌ	حَكَمَ
বসা	قُعُوْدٌ	قَعَدَ
ছেড়ে দেওয়া	تَرْكٌ	تَرَكَ
চুক্তি ভংগ করা	نَقْضٌ	نَقَضَ

লক্ষ্য	نَظْرٌ	نَظَرَ
অবিশ্বাস	كُفْرٌ	كَفَرَ
অধ্যায়ন	دَرْسٌ	دَرَسَ
যাওয়া	ذَهَابٌ	ذَهَبَ
পৌছানো	بُلُوْغٌ	بَلَغَ
কৃতজ্ঞতা	شُكْرٌ	شَكَرَ

৯৫। যে সকল ক্রিয়া মূলের প্রথম অক্ষর و সেগুলোর মাসদার দুরকম একটাতে و বাদ যাবে এবংة শেষে আসবে। যেমনঃ

সে বর্ণনা করল	صِفَةٌ	وَصْفٌ	وَصِفَ
অনুযোগ	عِظَةٌ	وَعْظٌ	وَعَظَ
সে বিশ্বাস করল	ثِقَةٌ	وَثْقٌ	وَثِقَ

৯৬। اَلْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ অসমাপিকা ক্রিয়া-১

যেতে (to go), পড়তে (to read), খেতে (to eat), বসতে (to sit) ইত্যাদি হল অসমাপিকা ক্রিয়া (Infinitive) । আরবীতে একে বলে اَلْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ। এর সাধারণ গঠন হল أَنْ , الْمُضَارِعُ مَنْصُوْبٌ + যেমনঃ أَنْ يَذْهَبَ 'যেতে', أَنْ يَخْرُجَ 'বের হতে' ইত্যাদি।

আমি বাড়ি থেকে সাত ঘটিকায় বের হতে চাই	اُرِيْدُ اَنْ اَخرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فِى السَّاعَةِ السَّابِعَةِ
আমি কুরআন পড়তে ভালোবাসি	أحِبُّ أنْ أقْرَأ الْقُرآنَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা উদাহরণ দিতে লজ্জা পান না	إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী জবেহ করতে আদেশ করেন	إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
তোমরা কি ভেবেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ?	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

লক্ষ্যনীয়ঃ اَنْ এর পরিবর্তে لِ ও আসতে পারে

أُحِبُّ لِاَجْلِسَ	أُحِبُّ اَنْ اَجْلِسَ
আমি বসতে পছন্দ করি	আমি বসতে পছন্দ করি
أُرِيْدُ لِاَخْرُجَ	أُرِيْدُ اَنْ اَخْرُجَ
আমি বের হতে চাই	আমি বের হতে চাই

"মাসদার মুয়াওয়াল" এর মারফু মানসুব এবং মাজরুর অবস্থা।

এটা জরুরী যে তুমি পাঠটি লিখবে	يَنْبَغِي أَنْ تَكْتُبَ الدَّرْسَ
আমি বের হতে চাই	أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ
তোমার প্রস্থানের পুর্বে এসো	تَعَلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ

৯৭। الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ অসমাপিকা ক্রিয়া-২

এর গঠন হল اَنَّ+اسمٌ+خَبَرٌ যেমনঃ

আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে সে মরেছে	بَلَغَنِي انَّهُ مَاتَ
আমি খুশি যে তুমি আমার ছাত্র	يَسُرُّنِيْ اَنَّكَ تِلْمِيْذِيْ
মনে হচ্ছে যে তুমি ব্যস্ত	يَبْدُوْ اَنَّكَ مُسْتَعْجِلٌ

৯৮। অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে হারফ জারের বিলুপ্তি

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكْذِبَ	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكَذِبِ
থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমি মিথ্যা বলা	আমি মিথ্যা বলা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই

অবশ্য এটা বাধ্যতামূলক নয়। اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ

অধ্যায়-১৭ (ক্রিয়া উদ্ভুত বিভিন্ন ইসম)

৯৯। সালিম ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

ক্রিয়ার সংগঠনকারীর নামকে إِسْمُ الْفَاعِلِ বলে। যেমন যে সাহায্য করেছে সে হল – نَاصِرٌ যার উপর ক্রিয়া আপতিত হয় তাকে إِسْمُ مَفْعُوْل বলে। যেমন যাকে সাহায্য করা হয়েছে সে হল مَنْصُوْرٌ

সালিম ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ مَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	اَلْمَاضِي	অর্থ
مَطْلُوْبٌ	طَالِبٌ	طَلَبَ	অন্বেষন করা
–	دَاخِلٌ	دَخَلَ	প্রবেশ করা
مَقْتُوْلٌ	قَاتِلٌ	قَتَلَ	হত্যা করা
مَفْسُوْدٌ	فَاسِدٌ	فَسَدَ	বিশৃঙ্খলা করা
–	خَارِجٌ	خَرَجَ	বের হওয়া
مَحْكُوْمٌ	حَاكِمٌ	حَكَمَ	বিচার করা
–	قَاعِدٌ	قَعَدَ	বসা
مَتْرُوْكٌ	تَارِكٌ	تَرَكَ	ছেড়ে দেওয়া
مَنْقُوْضٌ	نَاقِضٌ	نَقَضَ	চুক্তি ভংগ করা
مَنْظُوْرٌ	نَاظِرٌ	نَظَرَ	লক্ষ্য করা
مَكْفُوْرٌ	كَافِرٌ	كَفَرَ	অবিশ্বাস করা
مَدْرُوْسٌ	دَارِسٌ	دَرَسَ	অধ্যায়ন করা
–	ذَاهِبٌ	ذَهَبَ	যাওয়া
مَبْلُوْغٌ	بَالِغٌ	بَلَغَ	পৌছানো
–	شَاكِرٌ	شَكَرَ	কৃতজ্ঞতা করা

১০০। মাহমুজ ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

মাহমুজ ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	الْمَاضِي	অর্থ
مَسْؤُوْلٌ	سَائِلٌ	سَأَلَ	প্রশ্ন করা
مَقْرُوْءٌ	قَارِئٌ	قَرَأَ	পড়া
مَأْخُوذٌ	آخِذٌ	أَخَذَ	ধরা
مَأْكُولٌ	آكِلٌ	أَكَلَ	খাওয়া
مَأْمُورٌ	آمِرٌ	أَمَرَ *	আদেশ করা
مَأْمُونٌ	آمِنٌ	أَمِنَ	নিরাপদ হওয়া
	آبٍ	أَبَى	অমান্য করা
مَرْئِيّ	رَاءٍ	رَأَى *	দেখা
مَأْتًى	آتٍ	أَتَى *	আসা
	شَاءٍ	شَاءَ *	চাওয়া
مَسَاوِئٌ	سَاوِئٌ	سَاءَ	খারাপ হওয়া
	جَاءٍ	جَاءَ	আসা

১০১। মুদায়াফ ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

মুদায়াফ ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	الْمَاضِي	অর্থ
	حَيٌّ	حَيَّ	জীবিত হওয়া
مَرْدُوْدٌ	رَادٌّ	رَدَّ	ফিরে যাওয়া
مَصدُوْدٌ	صَادٌّ	صَدَّ	লুকানো
مَضْرُوْرٌ	ضَارٌّ	ضَرَّ	ক্ষতি করা
مَظْنُوْنٌ	ظَانٌّ	ظَنَّ *	মনে করা
مَعْدُوْدٌ	عَادٌّ	عَدَّ	গননা করা
مَمْدُوْدٌ	مَادٌّ	مَدَّ	ছড়ানো
مَوْدُوْدٌ	وَادٌّ	وَدَّ	ইচ্ছা করা
مَضْلُوْلٌ	ضَالٌّ	ضَلَّ *	পথভ্রষ্ট হওয়া
مَغْرُوْرٌ	غَارٌّ	غَرَّ	বিভ্রান্ত করা
مَمْسُوْسٌ	مَاسٌّ	مَسَّ	স্পর্শ করা

১০২। মিছাল ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

মিছাল ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	**إِسْمُ الْفَاعِل**	**الْمَاضِي**	**অর্থ**
مَوْذُوْرٌ	وَاذِرٌ	وَذَرَ	পেছনে ফেলা
مَوْضُوْعٌ	وَاضِعٌ	وَضَعَ	রাখা
مَوْقُوْعٌ	وَاقِعٌ	وَقَعَ	পড়ে যাওয়া
مَوْهُوْبٌ	وَاهِبٌ	وَهَبَ	দান করা
مَوْجُوْدٌ	وَاجِدٌ	وَجَدَ *	খুঁজে পাওয়া
مَوْرُوْثٌ	وَارِثٌ	وَرِثَ	উত্তরাধীকারী হওয়া
مَوْزُوْرٌ	وَازِرٌ	وَزَرَ	ওজন বহন করা
مَوْصُوْفٌ	وَاصِفٌ	وَصَفَ	বর্ননা করা
مَوْعُوْدٌ	وَاعِدٌ	وَعَدَ *	ওয়াদা করা
مَوْقُوْفٌ	وَاقٍ	وَقَى *	রক্ষা করা
مَوْسُوْعٌ	وَاسِعٌ	وَسِعَ	আয়ত্ব করা
مَوْصُوْلٌ	وَاصِلٌ	وَصَلَ	পৌছানো
مَوْهُوْبٌ	وَاهِبٌ	وَهَبَ	মঞ্জুর করা
مَيْسُوْرٌ	يَاسِرٌ	يَسِرَ	সহজ করা
مَيْفُوعٌ	يَافِعٌ	يَفُعَ	বেড়ে ওঠা
مَيْبُوس	يَابِس	يَبُسَ	শুকানো
مَيْؤُوس	يَائِس	يَئِسَ	আশা ছেড়ে দেওয়া

১০৩। আজওয়াফ ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

আজওয়াফ ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	الْمَاضِي	অর্থ
مَتُوْبٌ	تَائِبٌ	تَابَ	তাওবা করা
مَذُوقٌ	ذَائِقٌ	ذَاقَ	স্বাদ নেওয়া
مَفُوْزٌ	فَائِزٌ	فَازَ	সফল হওয়া
مَقُوْلٌ	قَائِلٌ	قَالَ *	বলা
مَقُومٌ	قَائِمٌ	قَامَ	দাঁড়ানো
مَكُونٌ	كَائِنٌ	كَانَ *	হওয়া
مَمُوتٌ	مَائِتٌ	مَاتَ	মরে যাওয়া
مَخَافٌ	خَائِفٌ	خَافَ	ভীত হওয়া
مَكَادٌ	كَائِدٌ	كَادَ	প্রায় হওয়া
مَكِيدٌ	كَائِدٌ	كَادَ	কৌশল করা
مَزِيدٌ	زَائِدٌ	زَادَ *	বাড়ানো
مَبِيْعٌ	بَائِعٌ	بَاعَ	বিক্রি করা
مَسِيْرٌ	سَائِرٌ	سَارَ	হাটা
مَعِيْشٌ	عَائِشٌ	عَاشَ	বেঁচে থাকা
مَغِيْبٌ	غَائِبٌ	غَابَ	অনুপস্থিত থাকা
مَكِيْلٌ	كَائِلٌ	كَالَ	পরিমাপ করা
مَزُوْرٌ	زَائِرٌ	زَارَ	পরিদর্শন করা
مَطُوْفٌ	طَائِفٌ	طَافَ	তাওয়াফ করা

১০৪। নাকিস ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل

নাকিস ক্রিয়ার إِسْمُ الْفَاعِلِ ও إِسْمُ مَفْعُوْل			
إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ فَاعِل	اَلْمَاضِي	অর্থ
مَتْلُوٌّ	تَالٍ	تَلَا	তিলোয়াত করা
مَدْعُوٌّ	دَاعٍ	دَعَا *	ডাকা
مَعْفُوٌّ	عَافٍ	عَفَا	ক্ষমা করা
مَشْكُوٌّ	شَاكٍ	شَكَا	অভিযোগ করা
مَمْحُوٌّ	مَاحٍ	مَحَا	মুছে ফেলা
مَرْجُوٌّ	رَاجٍ	رَجا	আশা করা
مَسْقِيٌّ	سَاقٍ	سَقَى	পান করানো
مَبْنِيٌّ	بَانٍ	بَنَى	বানানো
مَبْغِيٌّ	بَاغٍ	بَغَى	খুব চাওয়া
مَنْهِيٌّ	نَاهٍ	نَهَى	নিষেধ করা
مَجْرِيٌّ	جَارٍ	جَرَى	প্রবাহিত হওয়া
مَقْضِيٌّ	قَاضٍ	قَضَى	পূর্ন করা
مَكْفِيٌّ	كَافٍ	كَفَى	যথেষ্ঠ হওয়া
مَهْدِيٌّ	هَادٍ	هَدَى *	পথ দেখানো
مَخْشَى	خَاشٍ	خَشِيَ	ভয় করা
مَرْضَى	رَاضٍ	رَضِيَ	সন্তুষ্ট হওয়া
مَنْسَى	نَاسٍ	نَسِيَ *	ভুলে যাওয়া
مَبْقَى	بَاقٍ	بَقِيَ	স্থায়ী হওয়া
مَلْقَى	لَاقٍ	لَقِيَ	মিলিত হওয়া

১০৫। সময় ও স্থানবাচক ইসম إِسْمَاالْمَكَانِ ও إِسْمَاالزَمَانِ

ক্রিয়া সংগঠনের স্থানকে إِسْمَاالْمَكَانِ এবং ক্রিয়া সংগঠনের সময়কে إِسْمَاالزَمَانِ বলে। এদের রূপ একই।

নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে এগুলো مَفْعَلٌ আকারে হয়,

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী	
খেলার মাঠ	مَلْعَبٌ	يَلْعَبُ	لَعِبَ	সালিম ক্রিয়ার মুদারীতে ع কালিমায় যবর বা পেশ হলে
পানশালা	مَشْرَبٌ	يَشْرَبُ	شَرِبَ	
প্রবেশ পথ	مَدْخَلٌ	يَدْخُلُ	دَخَلَ	
রান্না ঘর	مَطْبَخٌ	يَطْبُخُ	طَبَخَ	
বিনোদন স্থল	مَلْهًى	يَلْهُو	لَهَا	হলে ক্রিয়া নাকিস
হাটার স্থান	مَمْشًى	يَمْشِي	مَشَى	
প্রবাহ স্থান	مَجْرًى	يَجْرِي	جَرَى	

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুদারীর ع কালিমায় যবর পেশ হলেও مَفْعِلٌ গঠনের হয়। যেমনঃ

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী
মাসজিদ	مَسْجِدٌ	يَسْجُدُ	سَجَدَ
পুর্ব	مَشْرِقٌ	يَشْرُقُ	شَرَقَ
উদয়স্থল	مَطْلِعٌ	يَطْلُعُ	طَلَعَ
পশ্চিম	مَغْرِبٌ	يَغْرُبُ	غَرَبَ

নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে এগুলো مَفْعِلٌ আকারে হয়,

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী	
আসন	مَجْلِسٌ	يَجْلِسُ	جَلَسَ	সালিম ক্রিয়ার মুদারীতে ع কালিমায় যের হলে
অবতরন স্থল	مَنْزِلٌ	يَنْزِلُ	نَزَلَ	
প্রহার স্থান	مَضْرِبٌ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	
থামার স্থান	مَوْقِفٌ	يَقِفُ	وَقَفَ	মিছাল ক্রিয়া হলে
রাখার স্থান	مَوْضِعٌ	يَضَعُ	وَضَعَ	
পাওয়ার স্থান	مَوْجِدٌ	يَجِدُ	وَجَدَ	

নোটঃ

- উভয় ক্ষেত্রেই ة যোগ হতে পারে ,যেমনঃ مَنْزِلَةٌ ، مَدْرَسَةٌ ، مَشْئَمَةٌ ، مَقْبَرَةٌ
- উভইয় প্যাটার্নেরই বহুবচন হলো مَفَاعِلُ যা দ্বিত্ব। যেমন مَسَاجِدُ
- ইসম মাফউল গুলোও اِسْمَاالْمَكَانِ ও اِسْمَاالزَمَانِ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন مَدْخَلٌ ، مُقَامٌ ، مُصَلًّى

১০৬। ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ إِسْمُ الآلَة

এগুলোর তিনটি প্যাটার্ন আছে

চাবি	مِفْتَاحٌ	খোলা	فَتَحَ	مِفْعَالٌ
আয়না	مِرْآةٌ	দেখা	رَاَى	
নিক্তি	مِيْزَانٌ	ওজন করা	وَزَنَ	
বাতি	مِصْبَاحٌ	সকাল হওয়া	صَبَحَ	
লিফট	مِصْعَدٌ	ওপরে ওঠা	صَعِدَ	مِفْعَلٌ
ড্রিল	مِثْقَبٌ	খোদাই করা	ثَقَبَ	
ঝাটা	مِكْنَسَةٌ	ঝাড়ু দেওয়া	كَنَسَ	مِفْعَلَةٌ
ফ্রাইপ্যান	مِقْلاَةٌ	ভাঁজা	قَلَى	
ইস্ত্রী	مِكْوَاةٌ	ইস্ত্রী করা	كَوَى	

অধ্যায়-১৮ (বিবিধ শব্দের ব্যবহার)

১০৭। إِنَّ এর ব্যবহার

إِنَّ অর্থ "নিশ্চয়ই"। একে বলা হয় حَرْفُ تَوْكِيْدٍ وَ نَصْبٍ যা নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ইসমের পুর্বে বসে তাকে মানসুব করে। যেমন,

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
নিশ্চয়ই হামিদ একজন ছাত্র	إِنَّ حَامِدًا طَالِبٌ
নিশ্চয়ই শিক্ষকটি নতুন	إِنَّ الْمُدَرِّسَ جَدِيْدٌ

إِنَّ এর পর মুবতাদাকে বলা হয় إِسْمُ إِنَّ এবং খবরকে বলা হয় خَبَرُ إِنَّ। উপরোক্ত বাক্য সমুহে اللَّهَ, حَامِدًا, الْمُدَرِّسَ হল إِسْمُ إِنَّ এবং الصَّابِرِينَ, طَالِبٌ, جَدِيْدٌ হল خَبَرُ إِنَّ।

إِنَّ এর পরপরই إِسْمُ إِنَّ নাও থাকতে পারে।যেমনঃ

নিশ্চয়ই আমার পাঁচজন ভাই আছে	إِنَّ لِي خَمْسَةَ إِخْوَةٍ
নিশ্চয়ই পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

إِنَّ এর সাথে সর্বনামের ব্যবহারঃ

إِنَّهُمْ	إِنَّهُمَا	إِنَّهُ
إِنَّهُنَّ	إِنَّهُمَا	إِنَّهَا
إِنَّكُمْ	إِنَّكُمَا	إِنَّكَ
إِنَّكُنَّ	إِنَّكُمَا	إِنَّكِ
إِنَّنَا / إِنَّا		إِنَّنِي / إِنِّي

إِنَّ এর মত আরও কিছু حَرْفٌ আছে যাদেরকে إِنَّ এর বোন বলা হয়। যেমন, أَنَّ كَأَنَّ لَعَلَّ وَلَكِنَّ لَيْتَ ইত্যাদি।

শুনেছিলাম যে শিক্ষকটি নতুন	سَمِعْتُ أَنَّ الْمُدَرِّسَ جَدِيْدٌ	-যে	أَنَّ
ইমামটি যেন অসুস্থ	كَأَنَّ الْإِمَامَ مَرِيْضٌ	যেন	كَأَنَّ
হামিদ পরিশ্রমী কিন্তু খালিদ অলস	حَامِدٌ مُجْتَهِدٌ وَلَكِنَّ خَالِدًا كَسْلَانٌ	কিন্তু	وَلَكِنَّ
তবে আল্লাহর আযাব কঠিন	وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدٌ	তবে	وَلَكِنَّ
হয়ত ছাত্রটি অসুস্থ	لَعَلَّ الطَّالِبَ مَرِيْضٌ	হয়ত (ভয়)	لَعَلَّ
হয়ত আবহাওয়া ভালো	لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِيْلٌ	হয়ত (আশা)	لَعَلَّ
যদি যৌবন ফিরে আসতো !	لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ	হায়, যদি!	لَيْتَ

১০৮। لَعَلَّ এর ব্যবহার

لَعَلَّ শব্দের অর্থ "হয়ত"। এর দুটি ব্যবহার আছে। ১. আমি আশা করি ২. আমি শঙ্কিত

لَعَلَّ بِلَالًا مَرِيْضٌ	لَعَلَّ بِلَالًا بِخَيْرٍ
আশংকা হয় যে বেলাল অসুস্থ	আশা করা যায় বেলাল ভাল আছে।
لَعَلَّ الْجَوَّ بَارِدٌ	وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
হয়ত আবহাওয়া ঠান্ডা	আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং ফুরকান দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার।
لَعَلَّ الْحَيَّةَ سَامٌّ	كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
হয়ত সাপটি বিষাক্ত	এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।

১০৯। كَانَ এর ব্যবহার

كَانَ হল সহায়ক ক্রিয়া (auxiliary verb) যার অর্থ "ছিল" ইংরেজিতে "was"। এটা নামবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ইসমকে মারফূ এবং খবরকে মানসুব করে। তখন মুবতাদাকে বলা হয় إِسْمُ كَانَ ও খবরকে বলা হয় خَبَرُ كَانَ

যেমনঃ كَانَ حَامِدٌ حَاضِرًا 'হামিদ উপস্থিত ছিল। এখানে حَامِدٌ হল إِسْمُ كَانَ এবং حَاضِرًا হল خَبَرُ كَانَ।

كَانَ এর রূপ কর্তার পরিবর্তনের সাথে বদলায়ঃ

هُوَ	كَانَ	هُمَا	كَانَا	هُمْ	كَانُوْا
هِيَ	كَانَتْ	هُمَا	كَانَتَا	هُنَّ	كُنَّ
أَنْتَ	كُنْتَ	اَنْتُمَا	كُنْتُمَا	اَنْتُمْ	كُنْتُمْ
أَنْتِ	كُنْتِ	اَنْتُمَا	كُنْتُمَا	اَنْتُنَّ	كُنْتُنَّ
أَنَا	كُنْتُ			نَحْنُ	كُنَّا

কুরআনীয় উদাহরণ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا	ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না
فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا	অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا	নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে?

كَانَ এর বোনঃ

সকালে লোকটি মুমিন হল	أَصْبَحَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا	সে হল, সে সকালে হল	أَصْبَحَ ، أَضْحَى
সন্ধ্যায় লোকটি মুমিন হল	أَمْسَى الرَّجُلُ مُؤْمِنًا	সে হল, সে সন্ধ্যায় হল	أَمْسَى
হামিদ অসুস্থ নয়	لَيْسَ حَامِدٌ مَرِيْضً	নয়, is not	لَيْسَ
লোকেরা এখনও আশাবাদী	مَا زَالَ الشَّعْبُ مُتَفَائِلاً	এখনও শেষ নয়, still	مَا زَالَ
বালকটি যুবক হয়ে গেছে	صَارَ الوَلَدُ شَابًّا	হওয়া, to be	صَارَ
যতক্ষন লোকটি মিথ্যা বলছে আমি কিচ্ছু শুনব না	مَادَامَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا	যতক্ষন, as long as	مَادَامَ

১১০। أَخَذَ , جَعَلَ , طَفِقَ এর ব্যবহার

শুরু করা অর্থে أَخَذَ , جَعَلَ , طَفِقَ এর পর ইসম ও খবর আসে, এগুলো incomplete verb. এবং এগুলোতে ক্রিয়ার বর্তমান /ভবিষ্যত রুপ বসে।

বিলাল লিখতে শুরু করল।	طَفِقَ بِلَالٌ يَكْتُبُ
বেলাল পাঠটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল।	اَخَذَ بِلَالٌ يَشْرَحُ الْدَّرْسَ
আমি খেতে আরম্ভ করলাম	جَعَلْتُ آكُلُ

১১১। لَيْسَ এর ব্যবহার

لَيْسَ হল সহায়ক ক্রিয়া (auxiliary verb) যার অর্থ “নয়” ইংরেজিতে “is not”।
এটা নামবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَيْسَ حَامِدٌ بِمُدَرِّسٍ ‘হামিদ শিক্ষক নয়’।
এখানে حَامِدٌ হল إِسْمُ لَيْسَ এবং بِمُدَرِّسٍ হল خَبَرُ لَيْسَ।

না বাচক	হ্যাঁ বাচক
لَيْسَ الْقَلَمُ بِمَكْسُوْرٍ	الْقَلَمُ مَكْسُورٌ
কলমটি ভাঙ্গা নয়	কলমটি ভাঙ্গা
لَيْسَ الْكِتَابُ بِجَدِيْدٍ	الْكِتَابُ جَدِيدٌ
বইটি নতুন নয়	বইটি নতুন
لَيْسَ لِي أَخٌ	لِي أَخٌ
আমার কোন ভাই নাই	আমার এক ভাই

নোটঃ لَيْسَ এর পর حَرْفُ جَرٍّ থাকলে بِ যোগ হয় না যেমন পবিত্র কুরআনের কিছু উদাহরনঃ

তাদের হেদায়েত তোমার উপর নয় বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দেন	لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
আর যে তা করে আল্লাহর সাথে তার কোন কিছু নাই	وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
সিদ্ধান্তের কোন কিছুই তোমার নয়	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

لَيْسَ এর রূপ কর্তার পরিবর্তনের সাথে বদলায়ঃ

لَيْسُوْا	هُمْ	لَيْسَا	هُمَا	لَيْسَ	هُوَ
لَسْنَ	هُنَّ	لَيْسَتَا	هُمَا	لَيْسَتْ	هِيَ
لَسْتُمْ	اَنْتُمْ	لَسْتُمَا	اَنْتُمَا	لَسْتَ	أَنْتَ
لَسْتُنَّ	اَنْتُنَّ	لَسْتُمَا	اَنْتُمَا	لَسْتِ	أَنْتِ
لَسْنَا	نَحْنُ			لَسْتُ	أَنَا

১১২। لَا يَزَالُ এর ব্যবহার

لَا يَزَالُ অর্থ "সে এখনও" । এটা كَانَ এর বোনদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তা মুবতাদাকে মারফু ও খবরকে মানসুব করে।

বেলাল এখনও অসুস্থ	لَا يَزَالُ بِلَالٌ مَرِيْضًا
ইব্রাহীম এখনও হাসপাতালে	لَا يَزَالُ إِبْرَاهِيْمُ فِي الْمُسْتَشْفَى

১১৩। ذُوْএর ব্যবহার

ذُوْ অর্থ "অধিকারী/বিশিষ্ট/ওয়ালা"। এটা খবর বা নাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ذُوْ হল মুদাফ সুতরাং এর পরবর্তী ইসমটি হবে মুদাফ ইলাইহি।

অর্থ	উদাহরণ	ذُوْ এর অবস্থা
বেলাল জ্ঞানের অধিকারী	بِلَالٌ ذُوْ عِلْمٍ	خَبَرٌ
এই ছাত্রটি চরিত্রবান	هٰذَا الطَّالِبُ ذُوْ خُلُقٍ	خَبَرٌ
মিনার সহ মসজিদটি বড়	الْمَسْجِدُ ذُوْ الْمَنَارَةِ كَبِيْرٌ	نَعْتٌ
আমাদের মহল্লায় মিনারসহ একটি মসজিদ আছে	فِيْ حَيِّنَا مَسْجِدٌ ذُوْ مَنَارَةٍ	نَعْتٌ
আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের উপর নিয়ামত পুর্ন	اَللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ	خَبَرٌ
আমি দাড়ি ওয়ালা লোকটিকে চিনি	أَعْرِفُ الرَّجُلَ ذَا اللِّحْيَةِ	نَعْتٌ

লক্ষ্যনীয়ঃ ذُوْ যখন নির্দিষ্ট اسم এর نعت হিসেবে আসে তখন মুদফ ইলাহীতে اَلْ যোগ হয়। এটা এ কারনে যে, মুদফ হওয়ার দরুন ذُوْ এর সাথে ال হতে পারেনা। যেমন اَلْمَسْجِدُ ذُوْ الْمَنَارَةِ كَبِيْرٌ বাক্যে اَلْمَسْجِدُ নির্দিষ্ট হওয়াতে মুদাফ ইলাইহি اَلْ বিশিষ্ট হয়েছে اَلْمَنَارَةِ

একজন দাড়ি ওয়ালা লোক	رَجُلٌ ذُوْ لِحْيَةٍ
দাড়ি ওয়ালা লোকটি	الرَّجُلُ ذُوْ اللِّحْيَةِ
এই দাড়ি ওয়ালা লোকটি	هٰذَا الرَّجُلُ ذُوْ اللِّحْيَةِ
এই লোকটি দাড়ি ওয়ালা	هٰذَا الرَّجُلُ ذُوْ لِحْيَةٍ

ذُوْ এর রুপ তার দ্বারা নির্দেশিত ইসমটির বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

বহুবচন	একবচন		
الطُّلَّابُ ذَوُوْ العِلْمِ ذَهَبُوْا أَمْسِ জ্ঞানী ছাত্ররা গতকাল গিয়েছিল	الطَّالِبُ ذُوْ خُلُقٍ ছাত্রটি চরিত্রবান	মারফু	পুরুষ
رَأَيْتُ الطُّلَّابَ ذَوِيْ العِلْمِ জ্ঞানী ছাত্রদেরকে দেখেছিলাম	أَعْرِفُ الطَّالِبَ ذَا النَّظَّارَةِ চশমা পড়া ছাত্রটিকে আমি চিনি	মানসুব	
ذَهَبْتُ مَعَ طُلَّابٍ ذَوِيْ خُلُقٍ চরিত্রবান ছাত্রদের সাথে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ إِلَى رَجُلٍ ذِيْ مَالٍ সম্পদশালী এক লোকের কাছে গিয়েছিলাম	মাজরুর	

বহুবচন	একবচন		
هَؤُلَاءِ الطَّالِبَاتُ ذَوَاتُ عِلْمٍ এই ছাত্রীগন জ্ঞানী	الطَّالِبَةُ ذَاتُ خُلُقٍ ছাত্রীটি চরিত্রবান	মারফু	স্ত্রী
أَعْرِفُ طَالِبَاتٍ ذَوَاتِ خُلُقٍ আমি চরিত্রবান ছাত্রীদেরকে চিনি	أَعْرِفُ طَالِبَةً ذَاتَ خُلُقٍ আমি একজন চরিত্রবান ছাত্রীকে চিনি	মানসুব	
ذَهَبْتُ مَعَ طَالِبَاتٍ ذَوَاتِ خُلُقٍ চরিত্রবান ছাত্রীদের সাথে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ مَعَ الطَّالِبَةِ ذَاتِ العِلْمِ জ্ঞানী ছাত্রীটির সাথে গিয়েছিলাম	মাজরুর	

১১৪। حَرْفُ النِّدَاءِ এর ব্যবহার

কাউকে ডাকার জন্য يَا হে !অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। একে حَرْفُ النِّدَاءِ বলে। হারফু নিদার পর ইসম গুলো সাধারণত মারফু হয় এবং শেষে তানভীন হয় না। তবে এর পর مُضَافٌ থাকলে তা মানসুব হয়। যেমনঃ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ । আবার يَا এর পর اَلْ বিশিষ্ট পুরুষবাচক اِسْم আসলে اَيُّهَا এবং اَلْ বিশিষ্ট স্ত্রীবাচক اِسْم আসলে اَيَّتُهَا যোগ করতে হয়।

হে মুহাম্মাদ!	يَا مُحَمَّدُ
হে আল্লাহ!	يَا اللهُ
হে ওস্তায!	يَا أُسْتَاذُ
হে আমিনাহ!	يَا آمِنَةُ

হে মারইয়াম!	يَا مَرْيَمُ
বল হে অবিশ্বাসীরা!	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
হে মুমিনগণ!	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
হে প্রশান্ত মন!	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক!	يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

লক্ষ্যনীয়ঃ

অনেক সময় يَ এর পর ইয়ামুতাকাল্লিম উঠে যায়। যেমনঃ يَا أَبَتِ হে আমার বাবা

আবার কখনও يَا উঠে যায়। قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

আল্লাহকে ডাকতে অনেক সময় يَ এর বদলে مَّ যুক্ত হয়। যেমনঃ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

১১৫। أَوْ এর ব্যবহার

أَوْ অর্থ 'অথবা'। যেমনঃ

বেলাল অথবা হামিদ বের হল	خَرَجَ بِلَالٌ أَوْ حَامِدٌ
আমি বেলাল অথবা হামিদকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ بِلَالًا أَوْ حَامِدًا
গাড়িটি বেলালের অথবা হামিদের	السَّيَارَةُ لِبِلَالٍ أَوْ لِحَامِدٍ
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে...	فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

লক্ষ্যনীয়ঃ বিবৃতি মুলক বাক্যে 'অথবা' অর্থে أَوْ কিন্তু প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ব্যবহৃত হয়।

১১৬। فَإِنَّ ও لِأَنَّ এর ব্যবহার

কারন অর্থে لِأَنَّ এবং যেহেতু অর্থে فَإِنَّ এর ব্যবহার লক্ষ্য করি

শার্টটি পরিষ্কার কর যেহেতু সেটা ময়লা।	اِغْسِلِ القَمِيْصَ فَإِنَّهُ وَسِخٌ
আমি আজ স্কুলে যাইনি কারণ আমি অসুস্থ	مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمَ لِأَنَّنِي مَرِيْضٌ
আমরা আরবী ভাষা শিখেছিলাম কারন সেটা কুরআনের ভাষা	دَرَسْنَا اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ لِأَنَّهَا لُغَةُ القُرْآنِ
বাড়ি থেকে বের হইনি কারন আবহাওয়া ঠান্ডা	مَا خَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ لِأَنَّ الْجَوَّ بَارِدٌ

Contents

১১৭। آخَرُ ও أُخْرَى এর ব্যবহার

آخَرُ অর্থ "অন্য" এর স্ত্রীবাচক হল أُخْرَى । এরা উভয়ই দ্বিত্ব।

আজ ইব্রাহীম ও অন্য একজন ছাত্র অনুপস্থিত	غَابَ اليَوْمَ إِبْرَاهِيْمُ وَ طَالِبٌ آخَرُ
আমদের শিক্ষক ও অন্য একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَأَلْتُ مُدَرِّسَنَا وَ مُدَرِّسًا آخَرَ
আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদ সাব্যস্ত কর না	لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
আমি সূরা রহমান ও অন্য একটি সূরা মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ سُوْرَةَ الرَّحْمَنِ وَ سُوْرَةً أُخْرَى

১১৮। مُنْذُ এর ব্যবহার

পুর্বেকার কোন সময় ধরে কিছু বোঝাতে مُنْذُ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি প্রতিশব্দ" since"।
এটা حَرْفُ جَرٍّ সুতরাং এর পরবর্তী ইসমটি মাজরুর হয়।

তাকে শনিবার থেকে দেখিনি	مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِ السَّبْتِ
বেলাল এক সপ্তাহ ধরে অনুপস্থিত	بِلَالٌ غَائِبٌ مُنْذُ أُسْبُوْعٍ

১১৯। مِنْ قَبْلُ এর ব্যবহার

আমরা জানি যে قَبْلَ এবং بَعْدَ হল মুদাফ। কিন্তু এদের কখনো কখোনো "মুদাফ ইলাইহি"
নাও থাকতে পারে যেমনঃ

মুদাফ ইলাইহি ছাড়া	মুদাফ ইলাইহি সহ
لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ	ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْأَذَانِ
আগে পিছের সব আদেশ আল্লাহর	আযানের পুর্বে মাসজিদে গিয়েছিলাম

১২০। أَصْبَحَ ও أَمْسَى শব্দের ব্যবহার

أَصْبَحَ শব্দের অর্থ“ সকালে শুরু হওয়া”। أَمْسَى অর্থ “সে বিকালে হল ”

এগুলো كَانَ এর বোন। অর্থাৎ খবরকে মানসুব করবে।

হামিদ সকালে অসুস্থ হল।	أَصْبَحَ حَامِدٌ مَرِيضًا
আবহাওয়া সন্ধ্যায় ভাল হলো।	أَمْسَى الجَوُّ لَطِيْفًا

এটা কখনো কেবল“ হল ”অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।	فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا

১২১। أَوْشَكَ শব্দের ব্যবহার

أَوْشَكَ – يُوْشِكُ অর্থ“ – সে প্রায়ই হলো”। এটা أَفْعَلَ গঠনের এবং كَانَ এর বোন। এর খবর সর্বদা অসমাপিকা ক্রিয়া (أَنْ + الْمُضَارِعُ مَنْصُوبٌ) হবে।

হামিদ গতকাল প্রায় মরেছিল	أَوْشَكَ حَامِدٌ اَنْ يَمُوْتَ اَمْسِ
আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি	أُوْشِكُ اَنْ اَتَزَوَّجَ

১২২। أَظُنُّ এর ব্যবহার

ظَنَّ অর্থ “সে মনে করেছিল” এর বর্তমান কালের রূপ يَظُنُّ “সে মনে করে”। أَظُنُّ অর্থ “আমি মনে করি” । এর পরে সাধারণত “যে” অর্থে اَنَّ বা اَنْ ব্যাবহৃত হয়।

আমি মনে করি যে হামিদ মক্কা গিয়েছে	أَظُنُّ اَنَّ حَامِدً ذَهَبَ اِلَى مَكَّةَ
আমি মনে করি যে আপনি ক্লান্ত	أَظُنُّ اَنَّكَ مُتْعَبٌ
আমি মনে করি যে ইমামটি নতুন	أَظُنُّ اَنَّ الإمَامَ جَدِيْدٌ
আমি মনে করি যে ফাতিমা অনুপস্থিত	أَظُنُّ اَنَّ فَاطِمَةَ غَائِبَةٌ
আমি ভাবিনি যে আহমাদ ফেল করবে	ما ظَنَنْتُ أَنْ يَرْسُبَ أَحْمَدُ
সে বলল আমি মনে করি না যে এই সব কিছু কোনদিন ধ্বংশ হবে।	قَالَ مَا أظُنُّ أنْ تَبِيْدَ هٰذِهِ أَبَدًا

১২৩। بَيْنَ এর ব্যবহার

بَيْنَ এর অর্থ 'মধ্যে'। ইহা একটি مُضَافٌ সুতরাং পরবর্তী ইসমটি মাজরূর

হামিদ বেলাল এবং ফায়সালের মাঝে বসল।	جَلَسَ حَامِدٌ بَيْنَ بِلاَلٍ وَ فَيْصَلٍ
আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না।	لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব,	وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

بَيْنَ সর্বনামের সাথে পুনরাবৃত্তি হয়।

এটা তোমার আর আমার মধ্যে	هٰذَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ
বলুনঃ 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস- যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই।	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا
সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর	فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا

১২৪। اَمَّا এর ব্যবহার

اَمَّا ব্যবহৃত হয় দুটি অথবা অধিক বিষয় সম্পর্কে বলতে। اَمَّا এর পরবর্তী خَبَرٌ এর সাথে

فَ যুক্ত হয়।

আমার বোন আমার সাথে বাস করে ,আমার ভাইয়ের ব্যাপার হল সে আমার আব্বার সাথে বাস করে।	اُخْتِي تَسْكُنُ مَعِي اَمَّا اَخِي فَيَسْكُنُ مَعَ اَبِي
বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা জানে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ
আর যারা কাফের তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহর মতলবই বা কি ছিল।	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا
প্রাচীরের ব্যাপার-সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের।	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ

১২৫। وَالأَخَرُ... أَحْدُهُمَا এবং وَالأُخْرَى... إِحْدَهُمَا এর ব্যবহার

স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক
اِحْدَاهُمَا... + ، والْاُخْرَى.......	اَحْدُهُمَا... + ، وَالْاَخَرُ.....
لِيْ اُخْتَانِ ، اِحْدَاهُمَا مُدَرِّسَةٌ و الْاُخْرَى مُمَرِّضَةٌ	لِيْ اَخَوَانِ ، اَحْدُهُمَا طَبِيْبٌ و الاَخَرُ مُهَنْدِسٌ
আমার দুই বোন, তাদের একজন শিক্ষিকা এবং অন্যজন সেবিকা	আমার দুই ভাই ,তাদের একজন ডাক্তার এবং অন্যজন ইঞ্জিনিয়ার

১২৬। وَاِمَّا ....اِمَّا এর ব্যবহার

وَاِمَّا ....اِمَّا অর্থ "হয়...অথবা" বা ইংরেজিতে either........ or

ইসম হয় পুরুষবাচক অথবা স্ত্রী	اَلْاِسْمُ اِمَّا مُذَكَّرٌ وَاِمَّا مُؤَنَّثٌ
হয় তুমি আমাকে দেখতে আসবে অথবা আমি তোমাকে দেখতে যাবো	اِمَّ تَزُوْرُنِيْ وَاِمَّا اَزُوْرُكَ

১২৭। إِنَّمَا এর ব্যবহার

إِنَّمَا এর অর্থ কেবল/ মূলত/ প্রকৃতপক্ষে

আমি কেবল ছবিগুলো দেখছি।	اِنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى الصُّوَرِ
কাজের ফল কেবল নিয়তের উপর	اِنَّمَا الْاَ عْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
মূলত তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রানী	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা হল অপবিত্র	إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ

১২৮। كَ এর ব্যবহার

كَ অর্থ " মত" । এটা একটি حرف جر সুতরাং এর পরের ইসমটি মাজরুর।

আমার ঘড়ি তোমার ঘড়ির মত।	سَاعَتِيْ كَسَاعَتِكَ
আর এভাবে তিনি তোমাদের করেছেন ভারসাম্যপুর্ন জাতি	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

كَ সর্বনামের সাথে ব্যবহৃত হয় না। যেমনঃ أَنَا كَهُ হবে না। এই ক্ষেত্রে كَ এর সাথে مِثْلُ যুক্ত হয়। যেমনঃ أَنَا كَمِثْلِهِ আমি তার মত।

১২৯। كُلُّ এর ব্যবহার

كُلُّ এর অর্থ 'প্রত্যেক' অথবা 'সব'। যখন তা অনির্দিষ্ট ইসমের আগে আসে তখন সাধারণত 'প্রত্যেক' বোঝায় আর যখন নির্দিষ্ট ইসমের আগে আসে তখন 'সব' অর্থে আসে। এটা অধিকাংশ সময়ই মুদাফ এবং এর বিভক্তি যাকে জোর দেওয়া হয় তার মত।

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
প্রত্যেক প্রানীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
এবং আল্লাহ কোন সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরকে ভালোবাসেন না	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
তাদের সকলেই তার প্রতি অনুগত	كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ
এই ক্লাসের সকল ছাত্রীরাই ভারত থেকে	كُلُّ الطَّالِبَاتِ فِي هٰذَا الصَّفِّ مِنَ الْهِنْدِ

লক্ষ্যনীয়ঃ

প্রত্যেক পাতা	كُلُّ صَفْحَةٍ
সব পাতা	كُلُّ الصَّفْحَةِ
পাতাগুলোর সব	كُلُّ الصَّفْحَاتِ

জোর দেয়ার জন্য সর্বনামের সাথেও كُلٌّ ব্যবহৃত হয়।

এবং তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখালেন	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
নিশ্চয়ই সকল আদেশ আল্লাহরই	إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
সকল ছাত্ররাই উপস্থিত ছিল।	حَضَرَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ
আমি বইটি পুরোটাই পরলাম	قَرَأْتُ الكِتَابَ كُلَّهُ

১৩০। بَلْ শব্দের ব্যবহার

بَلْ শব্দের অর্থ" বরং"। যখন بَلْ কোন বাক্যের প্রথমে আসে তখন তাকে حَرْفُ الْاِبْتِدَاءِ বলে। এটি সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ক- পূর্বোক্ত বাক্যকে নাকচ করার জন্য। যেমন,

এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত ভেবো না বরং তারা জীবিত	وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ

খ- একটা বাক্যের অর্থকে পরবর্তী বাক্যে নিয়ে যাওয়া। যেমন,

ইব্রাহিম অলস, সে অসচেতনও বটে।	إِبْرَاهِيْمُ كَسْلاَنٌ بَلْ هُوَ مُهْمِلٌ

১৩১। لَمَّا এর ব্যবহার

لَمَّا অর্থ "এখনো নয়"। এর ব্যবহার لَمْ এর মতই। অর্থাৎ এর পর মুদারি আসলে মাজ্জুম হবে।

ক্রিয়াপ্রধান বাক্যে	নাম প্রধান বাক্যে
لَمَّا يَأْكُلِ الْوَلَدُ	الْوَلَدُ لَمَّا يَأْكُلْ
এখনো খায়নি ছেলেটা	ছেলেটা এখনও খায়নি

لَمَّا এর পরে ক্রিয়াটি উহ্য থাকতে পারে যেমনঃ لَمَّا يَخْرُجُوْا এর বদলে কেবল لَمَّا

لَمَّا এর পরে অতীত কাল আসলে এর অর্থ হবে "যখন"।

আমি যখন মসজিদে গিয়েছিলাম	لَمَّا ذَهَبْتُ إِلَى المِسْجِدِ
অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌছল	فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল	وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ

১৩২। لَدَى এর ব্যবহার

لَدَى হল ظَرْفٌ এর অর্থ "কাছে" । যেমনঃ كَانَ حَامِدٌ لَدَى الْبَابِ হামিদ দরজার কাছে ছিল।

এরপর সর্বনাম আসলে আলিফ মাকসুরা ي তে পরিণত হয়। যেমনঃ لَدَيْكَ তোমার কাছে

১৩৩। يُمْكِنُ এর ব্যহার

يُمْكِنُ এর অর্থ" এটা সম্ভব"।

এটা কি সম্ভব যে আমি এখানে বসি?	أَيُمْكِنُنِي أَنْ أَجْلِسَ هُنَا؟
তার এখন বের হওয়া সম্ভব না	لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ الْآنَ

১৩৪। কাছে / দিকে অর্থে عَلَى এর ব্যবহার

আমি পরিচালকের অফিসে গিয়েছিলাম	دَخَلْتُ عَلَى الْمُدِيْرِ

১৩৫। حَتَّى শব্দের ব্যবহার

حَتَّىএর দুটি অর্থ আছে। ১।পর্যন্ত (till) ২। যাতে (so that)। এরপর মুদারি মানসুব হয়।

অপেক্ষা কর যতক্ষণ আমি পোশাক পরি	إِنْتَظِرْ حَتَّى الْبِسَ
আমি প্রবেশ করলাম (না বলে) যাতে তোমাকে বিচলিত না করি।	دَخَلْتُ حَتَّى لَا اَشْغَلَكَ

১৩৬। و এর তিনটি ব্যবহার

ক) "এবং" অর্থে সংযোগকারী অব্যয় হিসেবে

আমি একটি বই ও একটি কলম চাই	أُرِيْدُ كِتَابًا وَقَلَمًا
আমার আব্বা ও আম্মা তাদের রুমে আছেন।	أَبِي وَ أُمِّي فِي غُرْفَتِهِمَا
আরবী আল কুরআনের ভাষা এবং সেটা জান্নাতেরও ভাষা।	الْعَرَبِيَّةُ لُغَةُ الْقُرْأنِ وَ هِيَ لُغَةُ الجَنَّةِ أيْضًا .

খ) কসমের জন্য বাক্যের শুরুতে و ব্যবহৃত হয়। و হল হারফ জার সুতরাং এর পর ইসমটি মাজরুর হবে। জোর দিতে হ্যা বোধক বাক্যে و এর পর لَقَد শব্দটি আসে কিন্তু না বোধক বাক্যে তা আসে না।

وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ	وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ
আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখিনি	আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখেছিলাম
وَاللهِ مَا اكَلتُ شَيْئًا	وَاللهِ لَقَدْ كِدْتُ أَمُوْتُ
আল্লাহর কসম আমি কিছুই খাইনি	আল্লাহর কসম আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম

গ) و আল হাল

আমার বাবা মারা গেছেন যখন আমি ছোট ছিলাম	مَاتَ اَبِيْ وَاَنَا صَغِيْرٌ
বালকটি আমার কাছে কান্নারত অবস্থায় আসল	جَاءَنِي الْوَلَدُ وَهُوَ يَبْكِيْ
আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম যখন ইমাম রুকু করছিল	دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَرْكَعُ
ইমাম ফাতিহা শেষ করার পর আমি মাসজিদে প্রবেশ করেছিলাম	دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ قَرَأَ الْإِمَامُ الفَاتِحَةَ
শিক্ষকটি পাঠ ব্যাখা শেষ করার পর আমরা ক্লাস ত্যাগ করেছিলাম	خَرَجْنَا مِنَ الفَصْلِ وَ قَدْ شَرَحَ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ
রোগী মরার পরে ডাক্তার আসল	جَاءَ الطَّبِيْبُ وَ قَدْ مَاتَ الْمَرِيْضُ
তিনি বললেন হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে	قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ
ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে।	لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

লক্ষ্যণীয়ঃ

و আল হাল এর পর নামপ্রধান বাক্যে ক্রিয়ার বর্তমানকাল ব্যবহৃত হলেও অর্থ অতীতকালের হবে।

و আল হাল এর পর ক্রিয়াপ্রধান বাক্যের হ্যাঁসূচক অতীতকালের পূর্বে قَدْ বসে।

১৩৭। "কিছু" অর্থে مَا এর ব্যবহার।

আমাকে কিছু বই দেও	اَعْطِنِي كِتَابًا مَا
আমি তাকে কিছু জায়গায় দেখেছিলাম	رَاَيْتُهُ فِي مَكَانٍ مَا
তুমি এটা কিছু দিনেই বুঝবে	سَتَفْهِمُ هَاذَا يَوْمًا مَا

১৩৮। নিষেধাজ্ঞা, প্রশ্ন ও না-বোধক জোর দেওয়ার জন্য مِنْ এর ব্যবহার

কেউই অনুপস্থিত নয়	مَا غَابَ مِنْ اَحَدٍ	না বোধকে জোর
আমি কাউকেই দেখিনি	مَا رَاَيْتُ مِنْ اَحَدٍ	
কেউ যেন বাইরে না যায়	لَا يَخْرُجْ مِنْ اَحَدٍ	নিষেধাজ্ঞা
কিছুই লিখো না	لَا تَكْتُبْ مِنْ شَيْءٍ	
কোন প্রশ্ন?	هَلْ مِنْ سُؤَالٍ؟	প্রশ্নবোধক
কেউ বাকি আছে?	هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟	
নতুন কিছু?	هَلْ مِنْ جَدِيْدٍ؟	

লক্ষ্যনীয়ঃ প্রশ্নবোধকে কেবল هَلْ ব্যবহৃত হবে এবং مِنْ এর পরবর্তী اِسْمٌ টি অনিদির্ষ্ট

১৩৯। كِلَا "উভয়" পুং এবং كِلْتَا "উভয়" স্ত্রী এর ব্যবহার

كِلَا শব্দের অর্থ" উভয় "পুং এবং এর স্ত্রীবাচক كِلْتَا। এরা উভয়েই মুদাফ। সুতরাং এর পরবর্তী মুদাফ ইলাইহী দ্বিবচন মাজরুর হবে। যেমনঃ

كِلَا اَلطَّالِبَيْنِ فِيْ الْمَكْتَبَةِ	উভয় ছাত্র লাইব্রেরীতে।
كِلْتَا اَلسَّيَّارَتَيْنِ اَمَامَ الْبَيْتِ	উভয় গাড়ি বাড়িটির সামনে

كِلَا ও كِلْتَا উভয়কেই একবচন ধরা হয়। তাই এদের খবর একবচন হয়। [দ্বিবচনও অনুমোদিত]

كِلَا اَلطَّالِبَيْنِ ذَهَبَ	উভয় ছাত্র গিয়েছিল
كِلْتَا السَّاعَتَيْنِ جَمِيْلَةٌ	সুন্দর ঘড়ি উভয়

كِلَا ও كِلْتَا উভয়ই মানসুব ও মাজরুর অবস্থায় অপরিবর্তনীয় যখন তাদের মুদাফ ইলাইহি কোন إِسْمٌ হয়। আর যদি মুদাফ ইলাইহি ضَمِيْرٌ হয় তাহলে এর বিভক্তি দ্বিবচনের ন্যায়।

	বিভক্তি অপরিবর্তনীয় যখন মু.ই إِسْمٌ	বিভক্তি পরিবর্তনীয় যখন মু.ই ضَمِيْرٌ
মারফু	كِلَا اَلطَّالِبَيْنِ مَسْرُوْرٌ	كِلَانَا مَسْرُوْرٌ
মানসুব	اَعْرِفُ كِلَا اَلطَّالِبَيْنِ	رَاَيْتُ كِلَيْهِمَا
মাজরুর	بَحَثْتُ عَنْ كِلَا اَلطَّالِبَيْنِ	بَحَثْتُ عَنْ كِلَيْهِمَا

১৪০। اَتَى-يَأْتِيْ এর ব্যবহার

'সে আসল 'এর আমর إِيْتِ ঈতি (যা মুলত إِئْتِ। এটা একারণে যে দুটি হামজা একসাথে হওয়ায় آ=أَأْ, إِيْ=إِءْ এবং أُوْ=أُءْ হয়। কিন্তু إِيْتِ এর আগে কোন শব্দ আসলে প্রথম হামজাতুল ওয়াসলি উঠে যায়। যেমন فأْتِ, وأْتِ

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ	মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে
أَتَى حَامِدٌ أَمْسِ	হামিদ গতকাল এসেছিল
فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	তাহলে তোমাদের গ্রন্থ নিয়ে এস ,যদি তোমরা সত্যবাদী হও

১৪১। هَاهُوَذَا এর ব্যবহার

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
هَاهُم أُلَاءِ তারা সকলে এখানে	هَهُمَاذَانِ তারা দুজন এখানে	هَاهُوَذَا সে এখানে	পুং
هَاهُنَّ أُلَاءِ তারা সকলে এখানে	هَهُمَاتَانِ	هَاهِيَ ذِيْ সে এখানে	স্ত্রী
هَانَحْنُ أُلَاءِ তারা সকলে এখানে		هَأَنَذَا আমি এখানে	পুং
هَانَحْنُ أُلَاءِ তারা সকলে এখানে		هَأَنَذِيْ আমি এখানে	স্ত্রী

১৪২। সাবধান করতে إِيَّاكَ

কোন কাজ করা থেকে সাবধান করতে إِيَّاكَ এর পরে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

ক্লাসে ঘুমানো থেকে সাবধান থেকো	إِيَّاكَ أَنْ تَنَامَ فِي الفَصْلِ
যেনা করা থেকে সাবধান	إِيَّاكَ أَنْ تَزْنُوْا

যদি إِيَّاكَ এর পর ইসম থাকে তাহলে এরপর وَ আসে।

ক্লাসে ঘুমানো থেকে সাবধান থেকো	إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ فِي الفَصْلِ
মিথ্যা থেকে সাবধান	إِيَّاكَ وَ الْكَذِبَ
হিংসা থেকে সাবধান	إِيَّكُنَّ وَ الْحَسَدَ

১৪৩| لَا بُدَّ অবশ্যই অর্থে

কোনো কিছুকে অবশ্যই অর্থে لَا بُدَّ ব্যবহৃত হয়। এই لا বলা হয় لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ

অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে।	لَابُدَّ مِنَ الاِخْتِبَارِ
অবশ্যই মরতে হবে	لَابُدَّ مِنَ الْمَوْتِ

তবে এর পর অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে مِنْ কে বাদ দেওয়া যায়।

তোমাকে অবশ্যই তাকে লিখতে হবে।	لَابُدَّ اَنْ تَكْتُبَ لَهُ
তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে কীভাবে কম্পিউটার অপারেট করতে হয়।	لَابُدَّ اَنْ تَتَعَلَّمُوْا تَشْغِيْلَ الحَاسُوْبِ

১৪৪| رَاَى - يَرَى এর ব্যবহার

رَاَى - يَرَى এর দুটি অর্থ

আমি ইব্রাহীমকে দেখেছিলাম।	رَاَيْتُ اِبْرَا هِيْمَ	১ (সে দেখেছিল এটা হল رَاَى البَصَرِيَّةُ
তারা তাঁকে দূরবর্তী মনে করে।	اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا	২ (সে মনে করেছিল বা সে সন্দেহ করেছিল, সে বিচার করল ইত্যাদি। এই ক্রিয়ার দুটি কর্ম যারা মূলত মুবতাদা ও খবর।
আমি মনে করি তুমি দুর্বল।	اَرَا كَ ضَعِيْفًا	
আমি মনে করি হামিদ একজন আলিম।	اَرَا حَامِدًا عَالِمًا	

১৪৫। عَسَى এর ব্যবহার :

عَسَى দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাপরায়ণ হবেন।	عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ	আশা অর্থে
তোমরা যা পসন্দ কর না এমন হতেই পারে যে, তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর	وَ عَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ	
আশা করি এই বছর বিবাহ করব	عَسَيْتُ أنْ أتَزَوَّجَ هٰذَا الْعَامَ	
হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।	عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	
এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা পসন্দ কর তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর	وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ	আশংকা অর্থে
মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ	
পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।	وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	

عَسَى দুর্বল ক্রিয়া বা পূর্ণ ক্রিয়া উভয় হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

اَلْفِعْلُ التَّامُّ সরল ক্রিয়া বা পূর্ণ ক্রিয়া	الفِعْلُ النَّاقِصُ ক্রিয়া দুর্বল
عَسَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّيْ আশা করছি যে আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন।	عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাপরায়ণ হবেন।

Contents

১৪৬। لِكَيْ শব্দের ব্যবহার

لِكَيْ একটি অসমাপিকা অব্যয়। لِكَيْ শব্দের অর্থ" যেহেতু" / "সে কারনে"। এরপরের ক্রিয়া মানসুব হয়। لِكَيْ এর সাথে না বোধক لا যোগ হয়। এবং মাঝে মাঝে لِكَيْ এর لِ উঠে যায়।

যেমনঃ

আমি আরবী ভাষা পাঠ করি যাতে সম্মানিত কুরআন বুঝতে পারি	اَدْرُسُ اَللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ لِكَيْ اَفْهَمَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ
পরিশ্রম কর যাতে তুমি ফেল না কর	اِجْتَهِدْ لِكَيْلاَ تَرْسُبَ
যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না।	لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
যাতে আমরা আপনার বেশি প্রশংসা করতে পারি।	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا

১৪৭। إِذَنْ শব্দের ব্যবহার

اِذَنْ শব্দের অর্থ" সে কারনে"। এটা মুদারির পূর্বে বসে তাকে মানসুব করে। একটা বিবৃতির জবাব হিসাবে আসে। যেমনঃ

জবাব	বিবৃতি
اِذَنْ نَسْتَقْبِلَهُ فِي الْمَطَارِ	يَرْجِعُ الْمُدِيْرُ الْيَوْمَ مِنَ الخَارِجِ
সে কারনে আমরা তাকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানাব	প্রধান শিক্ষক আজ বাহির থেকে ফিরবেন

اِذَنْ ক্রিয়াকে মানসুব করে নিচের তিনটি ক্ষেত্রেঃ

- اِذَنْ অবশ্যই বাক্যের শুরুতে আসবে। যেমন نَحْنُ اِذَنْ نَسْتَقْبِلُهُ তে ক্রিয়া মানসুব হয়নি যেহেতু তা শুরুতে আসেনি।
- ক্রিয়াপদ ঠিক তার পরপরই আসতে হবে। অবশ্য না বোধক لا এবং و আল কসম এ দুয়ের মধ্যে আসতে পারে। যেমন اِذَنْ وَاللهِ نَسْتَقْبِلَهُ فِي المطَارِ
- ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করবে।

১৪৮। جَعَلَ এর বিভিন্ন ব্যাবহারঃ

ক- কোন কিছু তৈরী

সকল প্রশংসা তার যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তৈরী করেছেন অন্ধকার ও আলো	اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّوْرَ

খ- কোনকিছু হতে কোনকিছুতে পরিণত করা

শিঘ্রই আমি এই রুমটাকে দোকান বানাবো	سَأَجْعَلُ هَذِهِ الْغُرْفَةَ دُكَّانًا
আল্লাহ মদকে হারাম করেছেন	جَعَلَ اللهُ الْخَمْرَ حَرَامًا
এবং তিনি চাঁদকে নুর ও সূর্যকে সিরাজ বানিয়েছেন	و جَعَلَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

গ- শুরু হওয়া অর্থে। এক্ষেত্রে এটা كَانَ এর মত ব্যবহৃত হয় এবং এর ইসম ও খবর থাকে।

হামিদ আমাকে পেটাতে শুরু করে	جَعَلَ حَامِدٌ يَضْرِبُنِيْ

ঘ- চিন্তা করা অর্থে এক্ষেত্রেও দুটি কর্ম থাকে।

তুমি কি আমাকে হেডমাস্টার ভেবেছো?	اَجَعَلْتَنِيْ مُدِيْرًا

১৪৯। بِئْسَ ও نِعْمَ এর ব্যাবহার

প্রশংসার জন্য نِعْمَ এবং দোষারোপের জন্য بِئْسَ ব্যবহৃত হয়। এরা لَيْسَ এর মত অর্থাৎ এদের বর্তমান কাল নাই। এদের কেবল তৃতীয় পুরুষ হয়।

بِئْسَ	نِعْمَ	পুরুষ
بِئْسَتْ	نِعْمَتْ	স্ত্রী

আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা।	وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ
এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।	نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।	وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।	بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী।	لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ
দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস।	جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ

১৫০। اَبَدًا ও قَطُّ এর ব্যবহার

অতীতের না বোধক ক্রিয়ায় জোর দিতে قَطُّ এবং ভবিষ্যত কালের না বোধক ক্রিয়ায় জোর দিতে اَبَدًا ব্যবহৃত হয়।

ভবিষ্যত কালের না বোধক ক্রিয়ায় জোর	অতীত কালের নাবোধক ক্রিয়ায় জোর
لَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ أَبَدًا	مَا رَاَيْتُهُ قَطُّ
আমি কখনোই তার কাছে লিখব না	আমি তাকে কখনো দেখিনি।
لَنْ أَشْرَبَ الخَمْرَ أَبَدًا	مَا شَرِبْتُ الْخَمْرَ قَطُّ
আমি কখনোই মদ পান করবো না	আমি কখনোই মদ পান করিনি

অধ্যায়-১৯ (বিবিধ নিয়ম)

১৫১। নাম প্রধান ও ক্রিয়াপ্রধান বাক্যের শুরু

اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ। নামপ্রধান বাক্য নিম্নোক্ত তিনভাবে শুরু হয়,

ইসম বা হারফ দিয়ে	هُوَ مُدَرِّسٌ	مُحَمَّدٌ طَبِيْبٌ
অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে	اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ	
إِنَّ ও তার বোন لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَلَّ প্রভৃতি দিয়ে	إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	

اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ। ক্রিয়াপ্রধান বাক্য নিম্নোক্ত দুইভাবে শুরু হয় ,

اَلْفِعْلُ التَّامُّ পুর্ন ক্রিয়া দিয়ে	طَلَعَتِ الشَّمْسُ
اَلْفِعْلُ النَّاقِصُ অপূর্ন ক্রিয়া দিয়ে	كَانَ الْجَوُّ بَارِدًا
	لَيْسَ الْبَيْتُ بِجَدِيْدٍ

১৫২। মুবতাদা ও খবর

মুবতাদা ও খবরের কিছু বৈশিষ্ট্য হলঃ

১। মুবতাদা إسم বা ضَمِيرٌ বা الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ হতে পারে।	
إسم	اللهُ رَبُّنَا
ضَمِيرٌ	نَحْنُ طُلَّابٌ
الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ	وَأَنْ تَعْفُوْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
الإِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ	كَيْفَ حَالُكَ؟
২। মুবতাদা সাধারণত নির্দিষ্ট কিন্তু তা অনির্দিষ্টও হতে পারে।	
• যদি খবরটা شِبْهُ جُمْلَةٍ হয় এবং তা আগে আসে।	تَحْتَ الْمَكْتَبِ سَاعَةٌ
	فِيْ الْغُرْفَةِ رَجُلٌ
• যদি মুবতাদা الإِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ হয়।	مَا بِكَ؟
	مَنْ مَرِيْضٌ؟
	كَمْ طَالِبًا فِيْ الْفَصْلِ؟
• প্রশ্নবোধক أ এর পর	أ اقْرَبٌ فِي الفَصْلِ؟
	أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ؟
৩। খবর আগে আসতে পারে নিচের দুটি ক্ষেত্রেঃ	
• যদি তা الإِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ হয়,	مَا اسْمُكَ؟ এখানে إسمٌ মুবতাদা
• যদি شِبْهُ جملة খবর হয়।	اَمَامَ الْبَيْتِ شَجَرَةٌ
৪। মুবতাদা বা খবর উঠে যায়।	مَا إِسْمُكَ؟ এর জবাবে কেবল مُحَمَّدٌ ব্যবহৃত হয়।
৫। মুবতাদা ও খবর স্থান বদল করতে পারে।	أَأَنْتَ مُدَرِّسٌ؟ < أ مُدَرِّسٌ أَنْتَ؟
	عَجِيْبٌ هَذَا < هَذا عَجِيْبٌ

দ্রষ্টব্যঃ১

- هَلْ لَدَيْكَ سُؤَالٌ তোমার কোন প্রশ্ন আছে ?এখানে هَلْ হল হারফুল ইসতিফহাম। এর ব্যকরনগত কোন অবস্থান নাই। لَدَيْكَ হল খবর এবং سُؤَالٌ হল মুবতাদা।
- أَفَأَذْهَبُ أَم أَحْضُرُ الدَّرْسَ؟ আমি কি যাব নাকি পাঠে উপস্থিত হব? এখানে ف হল حَرْفُ عَطْفٍএটা أ এর পরে আসে কারন এর আগে কিছু আসে না। তবে هَلْ হলে ف আগে আসত। যেমনঃ فَهَلْ أَذْهَبُ؟ সুতরাং আমি কি যাব ?
- প্রশ্নবোধক বাক্যে মুবতাদা ও খবর স্থান বদল হবে না। যেমন مَنْ مَرِيْضٌ؟ কিন্তু مَرِيْضٌ مَنْ؟ হবে না।

১৫৩। مَفْعُوْلٌ فِيْهِ ক্রিয়া সংঘটনের সময়

স্থান বা সময় বাচক إسم গুলোকে ظَرْفٌ বলে। নামবাচক বাক্যে তাদেরকে ظَرْفٌ ও ক্রিয়াবাচক বাক্যে তাদেরকে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ বলে। এটা মানসুব।

শুক্রবারে আমি মক্কায় ছিলাম	كُنْتُ فِيْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
তোমরা এই সন্ধ্যায় কোথায় যাচ্ছ?	اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ هٰذَا الْمَسَاءَ؟
আসছে বছর আমি আরবী ভাষা শিখব।	سَاَدْرُسُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ الْعَامَ الْقَادِمَ

مَفْعُوْلٌ فِيْهِ	ظَرْفٌ
جَلَسْتُ عِنْدَ المدِيْرِ	الطَّالِبُ عِنْدَ المدِيْرِ
نِمْتُ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ	الْقِطُّ تَحْتَ الْمَكتَبِ

১৫৪। اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ

এটা হল এমন একটা মাসদার যা কোন ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করে।

আমি বৃষ্টির ভয়ে বের হই নি	لَمْ اَخْرُجْ خوفًا مِنَ الْمَطَرِ
আমি উপস্থিত হয়েছি গ্রামারকে ভালবেসে	حَضَرْتُ حُبًّا لِلنَّحْوِ
সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে	كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ
দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ
আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে।	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

এই মাসদারটি মূলত মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে। এটা মানসুব। এটা মুদফও হতে পারে। যেমনঃ

এবং দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না	وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়।	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ

১৫৫। مَفْعُوْلٌ مَعَهُ ক্রিয়া সংঘটনের সাথী

وَ অব্যয়টি مَعَ অর্থে ব্যবহার করে مَفْعُوْلٌ مَعَهُ গঠিত হয়। এরপর ইসমটি মানসুব।

পাহাড় ধরে দৌড়িয়েছিলাম	سِرْتُ وَ الْجِبَالَ

১৫৬। কিছু শব্দ যা ظَرْفٌ এর মত কাজ করে

কিছু শব্দ আছে যা স্থান বা কালবাচক না হলেও যারফের মত কাজ করে এবং মানসুব হয়।

১ كُلَّ , بَعْضَ , نِصْفَ , رُبْعَ ইত্যাদি শব্দ যখন যারফের মুদাফ হিসেবে আসে।

আমরা পুরা দিন সফর করেছিলাম	سَافَرْنَا كُلَّ النَّهَارِ
একদিনের কিছু অংশ হাসপাতালে ছিলাম	بَقِيْتُ فِيْ الْمُسْتَشْفَى بَعْضَ يَوْمٍ
তোমার জন্য ঘন্টার এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা করেছিলাম	إِنْتَظَرْتُكَ رُبْعَ سَاعَةٍ
অর্ধ কিলোমিটার হেটেছিলাম	مَشَيْتُ نِصْفَ كِيْلُوْمِتْرٍ

২ যারফের না'তগুলো যখন যারফ তুলে নেয়া হয়।

লম্বা সময় বসেছিলাম	جَلَسْتُ وَقْتًا طَوِيْلًا
অনেকক্ষন বসেছিলাম	جَلَسْتُ طَوِيْلًا

৩ ইশারাবাচক সর্বনাম যখন যারফের মুবদাল হয়।

এই সপ্তাহে এসেছিলাম	جِئْتُ هَذَا الأُسْبُوْعَ

৪ সংখ্যাগুলো যখন তা সময়/স্থান গণনা করে।

এখানে চারদিন অবস্থান করেছিলাম	مَكَثْتُ هُنَا اَرْبَعَةَ أَيَّامٍ
একশ কিলোমিটার দৌড়িয়েছিলাম	سِرْنَا مِائَةَ كِيْلُوْمِتْرٍ.
কত (সময়) থেকেছিলে?	كَمْ لَبِثْتَ؟ [كَمْ وَقْتًا لَبِثْتَ؟]
কতটুকু (কিলোমিটার) হেঁটেছিলে?	كَمْ مَشَيْتَ؟ [كَمْ كِيْلُوْمِتْرًا مَشَيْتَ؟]

১৫৭। একাধিক শব্দের মুদাফ ইলাইহি

ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহন হয়েছিল	اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَهِيْمُ
আমার দাদার মৃত্যুর দিনে আমি জন্মগ্রহন করেছিলাম	وُلِدْتُ يَوْمَ مَاتَ جَدِّيْ
রেজাল্ট প্রকাশের দিন আমি সফর করেছিলাম	سَافَرْتُ يَوْمَ ظَهَرَتِ النَّتَائِجِ

১৫৮। بَعْدُ ও قَبْلُ মাবনি হয় যখন তার মুদাফ ইলাইহি উঠে যায়

رَجَعْتُ مِنْ قَبْلُ এসেছিলাম ফিরে পুর্বেই	رَجَعْتُ مِنْ قَبْلِ الْصَّلَاةِ এসেছিলাম ফিরে পুর্বে সালাতের আমি
لَمْ أَرَهُ مِنْ بَعْدُ দেখিনি তাকে পরে	لَمْ أَرَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ দেখিনি তাকে পরে ওর

১৫৯। ضَمِيْرُ الفَصْلِ পৃথকীকরণ সর্বনাম

আমরা যদি বলি“ এই সেই লোক” তাহলে আরবিতে তা হবে هَذَا هُوَ الرَّجُلُ

এরাই সেই অপরাধীরা	هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُجْرِمُوْنَ
এই সেই গাড়িটি	هَذِهِ هِيَ السَّيَّارَةُ
খেলোয়াড়টি হল হামিদ	حَامِدٌ هُوَ الّاعِبُ
এবং তারাই যারা সফলকাম	و أولَئِكَ هُمُ المفْلِحُوْنَ
ওটাই হল বিরাট সফলতা	ذَلكَ هُو الْفوزُ العَظِيْم

কিছু ব্যাতিক্রমও আছে। যেমনঃ

সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই	ذَلكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيْهِ
ওটা বিরাট সফলতা	ذلك الفوز العظيم

১৬০। خَبَرٌ كَانَ যখন সর্বনাম

كَانَ এর খবর সর্বনাম হলে তা যুক্ত বা মুক্ত উভয় অবস্থায় আসতে পারে। যেমন কেউ যদি প্রশ্ন করে أُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ قَاضِيًا؟ তার উত্তরে বলা যায় لاَ، مَا أُرِيْدُ اَنْ اَكُوْنَهُ / اَكُوْنَ إِيَّاهُ

১৬১। لَمَّا الحِيْنِيَّةُ বা সময়বাচক لَمَّا

ইতোপূর্বে আমরা “Yet Not” বা “এখনও হয়নি ”অর্থে لَمَّا এর ব্যবহার দেখেছি। এবার“ যখন ” অর্থে এর কিছু ব্যবহার দেখবো। لَمَّا এর পরে এবং তার জওয়াব মাদী হবে হবে।

যখন আমি আজান শুনলাম তখন মাসজিদের দিকে গেলাম	لَمَّا سَمِعْتُ الأذَانَ ذَهَبْتُ إِلَى المسْجِدِ
যখন রুকাইইয়া মারা গেল সে তার বোনকে বিবাহ করলো	لَمَّا تُوَفِّيَتْ رُقَيَّةُ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا

১৬২। اَلْ বিশিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য

কিছু নামবাচক বিশেষ্য اَلْ যুক্ত হয় যেমনঃ اَلْحَسَنُ اَلْحُسَيْنُ، اَلزُّبَيْرُ،

কিন্তু এদেরকে ডাকার সময় থাকবে না। যেমন يَا حَسَنُ يَا حُسَيْنُ،

১৬৩। اَلْمَنْسُوْبُ বিশেষ্যের বিশেষণ

বিশেষ্য		বিশেষ্যের বিশেষণ	
اَلْهِنْدُ	হিন্দ	هِنْدِيٌّ	হিন্দুস্থানী
اَخٌ	ভাই	اَخَوِيٌّ	ভাইসুলভ
اَبٌ	পিতা	اَبَوِيٌّ	পিতৃসুলভ
نَبِيٌ	নবী	نَبَوِيٌّ	নবীসুলভ

নোটঃ শেষে ة থাকলে বাদ যায় যেমনঃ

مَكَّةُ	مَكِّيٌّ
مَدْرَسَةٌ	مَدْرَسِيٌّ

১৬৪। إِسْمُ الفِعْلِ ক্রিয়াবাচক নাম

اِسْمُ الْفِعْلِ গুলো বিশেষ্য কিন্তু তাতে ক্রিয়ার প্রভাব বিদ্যমান।

আমাদের সাথে আসো	هَيَّا بِنَا
আমি ব্যথা অনুভব করি	آهٍ
আমি বিরক্ত	أُفٍّ
আমার প্রার্থনা কবুল কর	اَمِيْنَ

১৬৫। ক্ষুদ্রতর অর্থে

ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহারের জন্য ইসমের সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়। এর তিনটি গঠন আছে। যেমনঃ

فُعَيْلٌ ، فُعَيْعِلٌ، فُعَيْعِيْلٌ

ভালো -ভালো	حَسَنٌ – حُسَيْنٌ	فُعَيْلٌ
খাল - নদী	نَهْرٌ – نُهَيْرٌ	
বুকলেট - বই	كِتَابٌ – كُتَيْبٌ	
ছোট দাস – দাস	عَبْدٌ – عُبَيْدٌ	
ছোট ফুল - ফুল	زَهْرٌ – زُهَيْرٌ	
ছোট দিরহাম-দিরহাম	دِرْهَمٌ–دُرَيْهِمٌ	فُعَيْعِلٌ
বুকলেট-বই	كِتَابٌ–كُتَيِّبٌ	
ছোট কাপ-কাপ	فِنْجَانٌ–فُنَيْجِيْنٌ	فُعَيْعِيْلٌ

১৬৬। لِ দ্বারা লেখক বোঝায়

বই এর লেখক পরিচয় করাতে لِ ব্যবহৃত হয়

ইবনে মানজুরের লিসান–আল আরব	لِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ مَنْظُوْرٍ

১৬৭। اِبْنُ এর আলিফ যখন উঠে যায়

নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে اِبْنُ এর আলিফ উঠে যাবে

যখন পিতার নামের পূর্বে কোন টাইটেল থাকবে না	اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِي কিন্তু اَلْحَسَنُ ابْنُ الإِمَامِ عَلِي
তিনটি শব্দই একই লাইনে হতে হবে।	خَالِدُ بْنُ الوَالِدِ কিন্তু خَالِدُ ابْنُ الوَالِدِ

১৬৮। 'যে' অর্থে قَالَ এর পরে إِنَّ অন্যথায় أَنَّ

শিক্ষক বলল যে অবশ্যই আগামিকাল পরিক্ষা	قَالَ الْمُدَرِّسُ اِنَّ الْإِمْتِحَانَ غَدًا
আমি শুনলাম যে আগামিকাল পরিক্ষা	سَمِعْتُ اَنَّ الْإِمْتِحَانَ غَدًا
হামিদ বলল যে সে অসুস্থ	قَالَ حَامِدٌ اِنَّهُ مَرِيضٌ
আমরা বুঝলাম যে পাঠটি সহজ	فَهِمْنَا اَنَّ الدَّرْسَ سَهْلَةٌ

১৬৯। অনেকের মধ্যে একজন

আমার ভাই মক্কা থেকে এলো	جَاءَ اَخِي مِنْ مَكَّةَ
আমার ভাইদের একজন মক্কা থেকে এলো	جَاءَ اَخٌ لِي مِنْ مَكَّةَ
আমার ভাইদের একজন মক্কা থেকে এলো	جَاءَ اَحَدُ اِخْوَتِي مِنْ مَكَّةَ

১৭০। اَخَرُ "অন্য"- এর বচন ও লিঙ্গ

বহুবচন	একজন	
اٰخَرُوْنَ	اٰخَرُ	পুরুষ
أُخَرُ	أُخْرَى	স্ত্রী

উদাহরণঃ

বেলাল এবং অন্য একজন ছাত্র আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وَطَالِبٌ اَخَرُ
বেলাল এবং অন্যান্য ছাত্ররা আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وَطُلَّابٌ اَخَرُوْنَ
জয়নাব এবং অন্য এক ছাত্রী অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وَطَالِبَةٌ أُخْرَى
জয়নাব এবং অন্যান্য ছাত্রীরা অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وَطَالِبَاتٌ أُخَرُ

১৭১। আংশিক কিছু করা

যদি একটা কিছু পুরোপুরি না করতে বলা হয় তাহলে مِنْ দিয়ে অংশ বোঝানো হয়। যেমনঃ

– كُلْ هَذَا এটা) পুরোটা (খাও কিন্তু كُلْ مِنْ هَذَا এটা থেকে (আংশিক) খাও

তুমি সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের একজন	اَنْتَ مِنْ احْسَنِ الطُّلَّابِ
এবং যা আমি তাদের রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে	وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ
এবং মানুষের মধ্যে কিছু যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি	و مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ امَنَّا بَاللهِ

১৭২। ى পর সর্বনাম থাকলে তা ا হয়ে যায়

আলিফ মাকসুরা ى এর পরে মানসুব বা মাজরুর অবস্থায় ضَمِيْرٌ আসলে তা ' ا ' হয়ে যায়।

আমি তার অর্থ জানি না	لَا أَدْرِي مَعْنَاهُ	مَعْنَى + هُ = مَعْنَاهُ
সে সেটা ইস্ত্রী করল	كَوَاهُ	كَوَى + هُ = كَوَاهُ
বুখারি তা বর্ননা করল	رَوَاهُ الْبُخَارِي	رَوَى + هُ = رَوَاهُ

১৭৩। هَمْزَةُ الْوَصْلِ হামজাতুল ওয়াসলি

আরবীতে কোন কোন শব্দে ا কখনো উচ্চারিত হয় আবার কখনো উচ্চারিত হয় না, এরুপ ا কে هَمْزَةُ الْوَصْلِ বলে। যথা: اللّٰهُ শব্দের ا। আবার কোন কোন শব্দে ا সবসময় উচ্চারিত হয়, এরুপ ا কে هَمْزَةُ الْقَطْعِ বলে। যথা: أَنْتَ শব্দের ا

هَمْزَةُ الْقَطْعِ	هَمْزَةُ الْوَصْلِ
مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟	هُوَ ٱبْنُ ٱلْمُدَرِّسِ
মিন আইনা আন্তা?	হুয়াবনুল মুদাররিসি
তুমি কোত্থেকে?	সে শিক্ষকটির পুত্র

১৭৪। مْ এর পরে হামজাতুল ওয়াসলি

مْ এর পর হামজাতুল ওয়াসলি আসলে مُ হয় আর সর্বনাম আসলে একটা অতিরিক্ত و যোগ করতে হয়। যেমনঃ

তোমাদের নতুন বাড়িটি বড়	بَيْتُكُمُ الْجَدِيْدُ كَبِيْرٌ
তোমরা কি বইটি দেখেছিলে ?	أَرَأَيْتُمُ الْكِتَابَ؟
তোমরা কি তাকে দেখেছিলে ?	أَرَأَيْتُمُوْهُ؟

তবে উপযুক্ত বিশেষ্য আসলে দরকার হয় না। যেমনঃ

তোমরা কি মুহাম্মাদকে দেখেছিলে?	أَرَأَيْتُمْ مُحَمَّدًا؟

১৭৫। اِلتِقَاءِالسَّاكِنَيْنِ দুই সাকিনের মিলন

পর পর দুটি সাকিন আসলে তাকে উচ্চারন করা যায় না। সেক্ষেত্রে একটা সাকিন কে বিলুপ্ত করে যথাযথ হারকতের সাহায্য নিয়ে উচ্চারন করতে হয়। সাধারনত এরুপ অবস্থা দুটি ক্ষেত্রে হয়।

১। তানভীন এর পর হামজাতুল ওয়াসলি আসলে, যেমন, سَأَلَ بِلاَلٌ ابْنَهُ এক্ষেত্রে তানভীন কে نِতে রুপান্তর করে পড়তে হবে। অর্থাৎ سَأَلَ بِلاَلُنِ ابْنَهُ

২। পরপর দুটি সাকিন হলে, যেমন

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
هُوَ مِنَ الْهِنْدِ	هُوَ مِنْ الْهِنْدِ
وَ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ	وَ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ
شَرِبَتِ الْبَقَرَةُ الْمَاءَ	شَرِبَتْ الْبَقَرَةُ الْمَاءَ

Contents

১৭৬। اِسْمُ الْجِنْسِ الْجَمْعِيُّ ইসমের বংশগত বহুবচনের একবচন

এটা দুইভাবে হয় ক) ي যোগে খ) ة যোগে

	একবচন	বহুবচন	
আরবী	عَرَبِيٌّ	عَرَبٌ	ي যোগে
তুর্কী	تُرْكِيٌّ	تُرْكٌ	
ইংলিশ	اِنْكِلِيْزِيٌّ	اِنْكِلِيْزٌ	
আপেল	تُفَّاحَةٌ	تُفَّاحٌ	ة যোগে
বৃক্ষ	شَجَرَةٌ	شَجَرٌ	
মাছ	سَمَكَةٌ	سَمَكٌ	
কলা	مَوْزَةٌ	مَوْزٌ	

১৭৭। নিচের শব্দগুলোর বিভক্তি মানকুসের বিভক্তির ন্যায়

এগুলোর বিভক্তি মানকুসের বিভক্তির ন্যায়।

নির্দিষ্ট	বহুবচন	একবচন	
اَلْمَعَانِي	مَعَانٍ	مَعْنًى	অর্থ
اَلْجَوَارِي	جَوَارٍ	جَارِيَةٌ	মেয়ে
اَللَّيَالِي	لَيَالٍ	لَيْلَةٌ	রাত
اَلنَّوَادِي	نَادٍ	نَوَادٍ	ক্লাব

১৭৮। يَكُنْ, تَكُنْ, اَكُنْ, نَكُنْ এই চারটি মাজ্জুম এর نْ উঠে গিয়ে يَكُ, تَكُ, اَكُ, نَكُ হতে পারে

এবং পুর্বে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি কিছুই ছিলে না	وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئًا
তারা বলল, আমরা মুসল্লি ছিলাম না	قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ
অতঃপর যদি তারা তাওবা করত সেটা তাদের জন্য কল্যানকর হত	فَإِنْ يَتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ

১৭৯। ذَلِكَ ، تِلْكَ ، أُوْلَاءِكَ এর ك কে كِ، كُمْ، كُنَّ দ্বারা পরিবর্তন

ওটা তোমাদের জন্য ভাল	ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
তোমাদের অবিশ্বাসীরা কি তাদের চেয়ে ভালো ?	اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلاَءِكُم؟
তোমাদের ঐ ঘড়িটি কি সুন্দর হে বোনেরা ?	تِلْكُنَّ السَاعَةُ جَمِيْلَةٌ يَا اَخَوَاتُ؟
সে বলল ,সেটা ওরকমই	قَالَ كَذَلِكَ

১৮০। রোগের আরবী

রোগগুলো সাধারনত فُعَالٌ গঠনের এবং এগুলো بِكَ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

আমি মারাত্মক মাথা ব্যাথায় ভুগছি	بِي صُدَاعٌ شَدِيْدٌ
তুমি কী রোগে ভুগছো ,হে যায়নাব ?	مَاذَا بِكِ يَا زَيْنَبُ

دُوَارٌ	زُكَامٌ	صُدَاعٌ	سُعَالٌ
মাথাঘোরা	ঠাণ্ডা	মাথাব্যাথা	কাশি

১৮১। نَحْنُ "আমরা" কে নির্দিষ্ট করা

نَحْنُ কে মাঝে মাঝে কিছু শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করতে হয়। যেমনঃ نَحْنُ الطُّلَابُ। এই ঘটনাকে বলা হয় الِاخْتِصَاصُ। نَحْنُ এর পরের ইসমটি মানসুব। কারন তা প্রচ্ছনভাবে اَخُصُّ এর মাফউলুন বিহি। [خَصَّ সে নির্দিষ্ট করল]

আমরা মুসলিমরা শুকরের গোশ্ত খাই না	نَحْنُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا نَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيْلِ
আমরা ছাত্ররা রাস্তায় খেলি না	نَحْنُ الطُّلَّابَ لَا نَلْعَبُ فِيْ الشَّارِعِ
আমরা এই ছাত্রীরা ভারত থেকে	نَحْنُ هٰؤُلَاءِ الطَّالِبَاتِ مِنَ الْهِنْدِ

১৮২। নাত হিসাবে ইসমুল ইশারা

ইসমুল ইশারাগুলো অনেক সময় নামবাচক বিশেষ্য বা মুদাফ ইলাইহির পরে নাত হিসাবে আসে। যেমনঃ

কোন ইব্রাহীম ইনি ?	مَنْ اِبْرَحِيمُ هَذَا؟
প্রধান শিক্ষকের এই গাড়িটি সুন্দর	سَيَّارَةُ الْمُدِيْرِ هَاذِهِ جَمِيْلَةٌ
এই পাসপোর্টটি কার ?	لِمَنْ جَوَازُ السَّفَرِ هَذَا؟
তোমার এই ঘড়িটা আমাকে দেখাও	اَرِنِيْ سَاعَتَكَ هٰذِهِ
এই বইটি নিয়ে যাও এবং তার কাছে ফেলে আস	اِذْهَبْ بِكِتَابِيْ هٰذَا وَ اَلْقِهْ اِلَيْهِمْ
এই ইতিহাসের বইটি	كِتَابُ التَّارِيْخِ هٰذَا
এই পেন্সিলটি	قَلَمُ الرَّصَاصِ هٰذَا
এই শয়নকক্ষটি	غُرْفَةُ النَّوْمِ هٰذِهِ
আমার এই বইটি ধরো	خُذْ كِتَابِيْ هٰذَا

১৮৩। স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে

আমরা দেখেছি যে فِي فَصْلِ ,এর বদলে فَصْلَ বলা যায়। যেমন دَخَلَ الفَصْلَ । কিন্তু স্থান না হলে فِي , اِلَى ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

এখনও তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি	وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ
অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

১৮৪। ইসমুল ফায়িল এর তীব্রতার গঠন। الإسْمُ البَالَغَة

অর্থ	তীব্র	সাধারণ	
অধিক ক্ষমাশীল	غَفَّارٌ	غَافِرٌ	فَعَّالٌ
অধিক রিযিক দানকারী	رَزَّاقٌ	رَازِقٌ	
অধিক জ্ঞানী	عَلِيْمٌ	عَالِمٌ	فَعِيْلٌ
অধিক শ্রবনকারী	سَمِيْعٌ	سَامِعٌ	
অধিক ক্ষমাশীল	غَفُوْرٌ	غَافِرٌ	فَعُوْلٌ
অধিক কৃতজ্ঞ	شَكُوْرٌ	شَاكِرٌ	
অধিক খাদক	اَكُوْلٌ	آكِلٌ	
অধিক সতর্ক	حَذِرٌ	حَاذِرٌ	فَعِلٌ
অধিক দানকারী	مِعْطَاءٌ	طَاعٍ	مِفْعَالٌ
অধিক দয়াশীল	رَحْمَانُ	رَحِيْمٌ	فَعْلَانُ
অধিক সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী	فُرْقَانُ	فَرْقٌ	فُعْلَانُ
অধিক সত্যবাদী	صِدِّيْقٌ	صَدِيْقٌ	فِعِّيْلٌ
অধিক ক্ষমাশীল	غَفُوْرٌ	غَافِرٌ	فَعُوْلٌ
অধিক জ্ঞানী	عَلَّامَةٌ	عَالِمٌ	فَعَّالَةٌ
অধিক অবিশ্বাসী	كُفَّارٌ	كَافِرٌ	فُعَّالٌ
অধিক স্থায়ী	قَيُّوْمٌ	قَيِّمٌ	فَعُّوْلٌ
অধিক পবিত্র	قُدُّوْسٌ	قُدُسٌ	فُعُّلٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে।	وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا
আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার	إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ
আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয়।	وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا
শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।	وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا
আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।	وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ
তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী	إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১৮৫। অনেক আয়াত إِذْ দিয়ে শুরু হয়

সেক্ষেত্রে তা أُذْكُرُوْا এর মাফুলুন বিহি যা উহ্য থাকে। এক্ষেত্রে إِذْ অর্থ "স্মরন করা যখন"

এবং স্মরন কর যখন ইব্রাহিম বলল	وَ إِذْ قَالَ اِبْرٰهِيمُ

১৮৬। مَا المَصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে مَا বলতে "যতক্ষন পর্যন্ত) so long as(" বোঝায়। যেমনঃ

ইসলাম ততোদিন বাকী থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত পৃথিবী বাকী থাকবে	سَيَبْقَى الْإِسْلَامُ مَا بَقِيَ العَالَمُ
আমাকে মান্য কর যতক্ষন পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তার রসুলকে অনুসরন করি।	أَطِيْعُوْنِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ
এই চেয়ারটিতে বস যতক্ষন পর্যন্ত এর সাথী না আসে	إِجْلِسْ فِي هٰذَا الكُرْسِيِّ مَا لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهُ

১৮৭। المِصْدَرِيَّة مَا অসমাপিকা مَا

এর সাধারন গঠন مَا+ مَاضٍ / الْمُضَارِعُ নিম্নোক্ত বাক্যে مَا শব্দটি মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

دَخَلْتُ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْمُدَرِّسُ এই বাক্যটি মূলত دَخَلْتُ بَعْدَ دُخُوْلِ الْمُدَرِّسِ অর্থাৎ مَا دَخَلَ = دُخُوْلٌ ,

আমি তোমাকে ম্যগাজিনটি দেখাবো শিক্ষকের বের হওয়ার পরে	سَأُرِيْكَ الْمَجَلَّةَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ الْمُدَرِّسُ
হিসাবের দিন ভুলে যাওয়ার জন্য তাদের জন্য আছে কঠোর আযাব	لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الحِسَابِ
তাহলে আযাব আস্বাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করছিলে	فَذُوْقُوْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

১৮৮। হিজাজী مَا

নামবাচক বাক্যে না অর্থে لَيْسَ এর মত مَا অব্যয় ব্যবহৃত হয়। مَا খবরকে মানসুব করে। مَا বা لَيْسَ এর পর অনেক সময় بِ অব্যয় আসে।

না-বাচক		হ্যা-বাচক
বাড়িটি নতুন নয়	مَا الْبَيْتُ جَدِيْدًا	اَلْبَيْتُ جَدِيْدٌ
বাড়িটি নতুন নয়	مَا الْبَيْتُ بِجَدِيْدٍ	
বাড়িটি নতুন নয়	لَيْسَ الْبَيْتُ جَدِيْدًا	
বাড়িটি নতুন নয়	لَيْسَ الْبَيْتُ بِجَدِيْدٍ	

Contents

১৮৯। لاَ الْعَاطِفَةُ সংযোজক لاَ

জ্ঞানের প্রতি ভালবাসার জন্য পরীক্ষা ভয়ের জন্য নয়	رَغْبَةً فِي الْعِلْمِ، لاَ رَهْبَةً مِنَ الْإِمْتِحَانِ
বেলাল বের হয়েছে হামিদ নয়	خَرَجَ بِلاَلٌ، لاَ حَامِدٌ
প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস কর শিক্ষককে নয়	اِسْأَلِ الْمُدِيْرَ،لاَ الْمُدَرِّسَ
আপেলটি খাও কলাটা নয়	كُلِ التُّفَّاحَ، لاَ الْمَوْزَ

১৯০। نُوْنُ التَّوْكِيْدِ জোর দেওয়ার নুন

মুদারি কিংবা আমরকে জোর দিতে نُوْنُ التَّوْكِيْدِ ব্যবহৃত হয়। এটা একটা নুন ن বা দুইটি নুন نّ দ্বারা হতে পারে। তবে نّ ই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

আল্লাহর শপথ আমি আমার দেশে ইসলামের প্রচার করব	وَاللّٰهِ لَأَنْشُرَنَّ الْإِسْلاَمَ فِيْ بَلَدِيْ
এখান থেকে বের হও!	أُخْرُجَنَّ مِنْ هُنَا
এখান থেকে বের হও!	أُخْرُجَنْ مِنْ هُنَا
যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

মুদারিতে নুন যুক্ত হওয়ার নিয়ম

গ্রুপ–1 কর্তা পকেটে

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبَنَّ	يَكْتُبُ
تَكْتُبَنَّ	تَكْتُبُ
اَكْتُبَنَّ	اَكْتُبُ
نَكْتُبَنَّ	نَكْتُبُ

গ্রুপ-২: ن আসে ن যায়

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبَانِّ	يَكْتُبَانِ
تَكْتُبَانِّ	تَكْتُبَانِ
يَكْتُبُنَّ	يَكْتُبُوْنَ
تَكْتُبُنَّ	تَكْتُبُوْنَ
تَكْتُبِنَّ	تَكْتُبِيْنَ

গ্রুপ-৩: هُنَّ ও تُنَّ মাবনী

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبْنَانِّ	يَكْتُبْنَ
تَكْتُبْنَانِّ	تَكْتُبْنَ

আদেশে নুন যুক্ত হওয়ার নিয়ম

ن যুক্ত আমর	আমর
أُكْتُبَنَّ	أُكْتُبْ
أُكْتُبَانِّ	أُكْتُبَا
أُكْتُبُنَّ	أُكْتُبُوْا
أُكْتُبِنَّ	أُكْتُبِي
أُكْتُبْنَانِّ	أُكْتُبْنَ

জওয়াব আল কসম যদি মুদারি হয় তাহলে অবশ্যই ن যুক্ত হবে।

আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই কুরআন মুখস্ত করব	وَاللهِ لَاَحْفَظَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ

তবে এর কিছু শর্ত আছে। যেমন,

ক- জওয়াব আল কসম হ্যা বোধক বাক্য হতে হবে। নাবোধক হলে ن ও ل কোনটাই যুক্ত হবে না।

আল্লাহর কসম আমি বের হব না	وَاللّٰهِ لاَ اَخْرُجُ

খ- ক্রিয়া ভবিষ্যতের হতে হবে। যদি বর্তমান কাল হয় তবে কেবল ل যোগ হবে। যেমন,

আল্লাহর কসম আমি তোমাকে অবশ্যই ভালোবাসি	وَاللّٰهِ لَأُحِبُّكَ
আল্লাহর কসম আমি তাকে অবশ্যই বন্ধু ভবি	وَاللّٰهِ لَاَظُنُّهُ صَادِقًا

গ- ل ক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকবে। অন্য কিছুর সাথে নয়। যেমন, وَاللّٰهِ لَاِلٰى مَكَّةَ اَذْهَبُ এক্ষেত্রে ل যুক্ত হয়েছে اِلٰى এর সাথে অনুরূপভাবে وَاللّٰهِ لَسَوْفَ اَذُوْرُكَ এখানে ل যুক্ত হয়েছে سَوْفَএর সাথে

তাছাড়াও اِمَّا এর পরেও মুদারিতে ن যুক্ত হয়। যেমন,

যদি তুমি মক্কা যাও আমি তোমার সাথে যাব।	اِمَّا تَذْهَبَنَّ اِلٰى مَكَّةَ اَذْهَبْ مَعَكَ

১৯১। لَامُ الاِبْتِدَاءِ : জোড় দেয়ার "লাম"

لَ কখনো শব্দের পূর্বে বসে জোড় দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। তবে একই বাক্যে إِنَّ ও لَ আসলে لَ খবরের পুর্বে চলে যায়,

অবশ্যই আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম।	إِنَّ ذِكْرَ اللّٰهِ لَأَكْبَرُ	لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ
নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল	إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُوْرٌ	لَرَبُّكَ غَفُوْرٌ

১৯২। একই বাক্যে দুটি জোর দেয়া অব্যয় إِنَّ এবং لَ

إِنَّ এবং لَ দুটিই জোড় দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরা পরপর আসতে পারে না। তাই لَ অব্যয়টি খবরের সাথে চলে আসে। যেমনঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল	اِنَّ اللهَ لَغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একজনই	اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ

১৯৩। لَا النَافِيَّةُ لِلْجِنْسِ "এমন 'লা' যা গোটাটাকেই অস্বীকার করে"

কোনকিছুর না বোধককে ব্যাপকভাবে বোঝাতে এটা ব্যবহৃত হয়। এরপর ইসম মানসুব হয়। এবং আল বা তানভিন হয় না।

আমার কাছে কোন বইই নেই	لَا كِتَابَ عِنْدِي
দ্বীনের মধ্যে কোন জবরদস্তি নেই	لَا اِكْرَاهَ فِي الدِيْنِ
তাতে কোন সন্দেহ নেই	لَا رَيْبَ فِيْهِ
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهَ

১৯৪। মুক্ত সর্বনামগুলোর মানসুব অবস্থা

সাধারনত মুক্ত সর্বনামগুলো মারফু অবস্থায় থাকে। কিন্তু নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে এগুলো মানসুব হয়।

১) যদি ক্রিয়ার পূর্বে মাফুলুন বিহি হিসেবে বসে। যেমনঃ

نَعْبُدُكَ থেকে اِيَّاكَ نَعْبُدُ [আমরা كَ نَعْبُدُ বলতে পারি না ,কারন كَ হচ্ছে সংযুক্ত]

২) যদি এটা মাসদারের মাফুলুন বিহি হয়। যেমনঃ

প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শনের অপেক্ষা করছি।	تَنْتَظِرُ زِيَارَةَ المدِيْرِ اِيَّانَا
আমাদের জন্য আজ প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন আমাদের জন্য আজ	زِيَارَةُ الْمُدِيْرِ إِيَّنَا اليَوْمَ

৩) যদি তা একটি সংযোগকারী অব্যয় এর পরে আসে। যেমনঃ

وَهُ হবে না	رَاَيْتُكَ وَ إِيَّاهُ
وَ اَنْتَ হবে না	اِنِّيْ وَ إِيَّاكَ نَاجِحَانِ

৪) যদি তা اِلَّا এর পরে থাকে। যেমনঃ

তুমি তাকে ছাড়া কারও ইবাদাত করো না	لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ
কেবল তোমাকই প্রশ্ন করেছিলাম	سَاَلْتُ اِلَّا اِيَّاكَ

৫) যদি তা সংযুক্ত সর্বনামের পরে আসে যা মানসুব হিসাবে আছে।

হেডমাষ্টারের ম্যাগাজিনটি কোথায় ?	اَيْنَ مَجَلَّةُ المدِيْرِ؟
সেটাতো তোমাকে দিয়েছিলাম	اَعْطَيْتُكَ وَ اِيَّاهُ / اَعْطَيْتُكَهُ
সেতাতো তাকে দিয়েছিলাম	اَعْطَيْتُهُ اِيَّاهَا

অধ্যায়-২০ (শর্তসুচক বাক্য)

১৯৫। الْجَزْمُ بِالْطَّلَبِ তলব ও جَوَابُ الْطَّلَبِ তলবের উত্তর

আমর বা নাহী এর পর "মুদারি মাজ্জুম" আসলে তাকে الْجَزْمُ بِالْطَّلَبِ বলে। মুদারী মাজ্জুমকে বলা হয় جَوَابُ الْطَّلَبِ

جَوَابُ الْطَّلَبِ	অর্থ	الْجَزْمُ بِالْطَّلَبِ
تَفْهَمْ	সেটা পুনরায় পড় বুঝতে পারবে	إِقْرَأْهُ مَرَّةً أُخْرَى تَفْهَمْهُ
تَنْجَحْ	অলস হয়ো না পাস করবে।	لَا تَكْسَلْ تَنْجَحْ

১৯৬। الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ শর্তযুক্ত বাক্য

যেসকল বাক্যে শর্ত ও তার জবাব থাকে তাকে শর্তযুক্ত বাক্য বলে। শর্তযুক্ত বাক্যের সাধারন গঠনঃ جَوَابُ الشَّرْطِ + فِعْلُ الشَّرْطِ + أَدْوَتُ الشَّرْطِ

	جَوَابُ الشَّرْطِ	فِعْلُ الشَّرْطِ	أَدْوَتُ الشَّرْطِ
যদি তুমি যাও আমি যাব	أَذْهَبْ	تَذْهَبْ	إِنْ
যখন খালিদকে দেখবে তাকে বইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	فَاسْأَلْهُ عَنِ الْكِتَابِ	رَأَيْتَ خَالِدًا	إِذَا
যখনই তুমি সফর করবে আমি করব	أُسَافِرْ	تُسَافِرْ	مَتَي

أَدْوٰتُ الشَّرْطِ দুই প্রকার। ১ غَيْرُ جَازِمٍ (অর্থাৎ যা এর পরবর্তী ক্রিয়াকে মাজ্জুম করে না। এদের মধ্যে আছে, لَوْ এবং إِذَ

২) جَازِمٌ – تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ অর্থাৎ এরা এর পরবর্তী فِعْلُ الشَّرْطِ ও جَوَابُ الشَّرْطِ কে মাজ্জুম করে। এদের মধ্যে আছে, إِنْ مَنْ أَيْنَ مَا مَتَى أَيَّ مَهْمَا

أَدْوٰتُ الشَّرْطِ			
جَازِمٌ – تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ		غَيْرُ جَازِمٍ	
যদি	إِنْ	যদি	لَوْ
যে কিনা	مَنْ	যখন	إِذَ
যা কিনা	مَا		
যখনই	مَتَى		
যেখানেই	اَيْنَ		
যেটি	اَيٌّ		
যাই হোক	مَهْمَا		

১৯৭। إِذَا ‘’যখন/যদি’’ শব্দের ব্যবহার

إِذَا হল ظَرْفٌ যা শর্ত প্রয়োগের অর্থে আসে অর্থাৎ أَدْوٰتُ الشَّرْطِ । এটা মূলত مَاضِي এর পূর্বে বসে তাঁর অর্থকে مُضَارِعْ করে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি এধরনের বাক্যে দুটি অংশ থাকে اَلْشَّرْطُ ও جَوَابُ الشَّرْطِ

إِذا رَأَيْتَ خَالِدًا فَاسْأَلْهُ عَنِ الْكِتَابِ (اَلْشَّرْطُ) (جَوَابُ الشَّرْطِ)
যখন খালিদকে দেখবে তাকে বইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে

إِذَا এবং جَوَابُ الْشُّرْطِ উভয়তেই اَلْمُضَارِعُ ও আসতে পারে। যেমনঃ

إِذا تُرَدُّ إِلَي قَلِيْلٍ تَقْنَعُ (اَلْشَّرْطُ) (جَوَابُ الشَّرْطِ)
যদি তুমি অল্পে লাগাম টানো তাহলে তা সীমিত

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে جواب الشرط এর পূর্বে فَ বসে।

যদি তুমি পরিশ্রম কর পাশ নিশ্চিত।	إِذا اجْتَهَدْتَ فَالنَّجَاحُ مَضْمُوْنٌ	১) যদি জওয়াবু শার্ত নামপ্রধান বাক্য হয়।
এবং যখন আমার বন্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আমি তো নিকটেই	وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ	
এবং যদি তুমি হামিদকে দেখ তাকে সফরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	إِذا رَأَيْتَ حَامِدًا فَاسْأَلْهُ عَنْ مَوْعِدِ الْسَّفَرِ	২) যদি জাওয়াবু শার্ত আদেশ, নিষেধ বা প্রশ্ন হয়।
যদি তুমি রোগীকে ঘুমন্ত দেখ তখন তাকে ডাকবে না।	إِذَا وَجَدْتَ الْمَرِيْضَ نَائِمًا فَلَا تَدْعُهُ	
যদি বেলালকে দেখি তাহলে তাকে কি বলব ?	إِذَا رَأَيْتُ بِلَالًا فَمَاذَا أَقُوْلُ لَهُ؟	

তবে অনেক সময় جَوَابُ الشَّرْطِ আগেও আসতে পারে। যেমনঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا

১৯৮। لَوْ এর ব্যবহার

لَوْ শব্দের অর্থ' যদি'। অতীতের দুটি অসংঘটিত ক্রিয়া যার একটির কারণে অন্যটি সংঘটিত হয়নি এরুপ বোঝাতে لَوْ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَوْ إِجْتَهَدْتَ لَنَجَحْتَ যদি তুমি পরিশ্রম করতে তাহলে পাস করতে। এখানে,

نَجَحْتَ	إِجْتَهَدْتَ	لَوْ
جَوَابُ الشَّرْطِ	فِعْلُ الشَّرْطِ	حَرْفُ شَرْطٍ غَيْرُ جَازِمٍ

এবং যদি তুমি কর্কশ কঠিন হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার থেকে দূরে সরে যেত	وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
এবং যদি আল্লাহ চাইতেন তোমাদের আল্লাহ এক উম্মাহ বানাতেন	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
এবং যদি সেটা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো থেকে হত তাতে অনেক বৈপরিত্য পেতে	وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

জাওয়াব তার শুরুতে لَ নেয়। তবে না বোধক হলে لَ নেবে না।

যদি আমি এটা শুনতাম কিছুই বলতাম না	لَوْ سَمِعْتُ هَذَا مَا قُلْتُ شَيْءً
যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত তোমাদের সন্দেহ ছাড়া কিছুই বাড়াত না	لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا
এবং যদি আল্লহ চাইতেন তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا

১৯৯। لَوْلَا – (যদি না) শব্দের ব্যবহার

কোন কিছু থাকার জন্য কোন একটা ঘটনা ঘটে নি ,এরুপ অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে لَوْلَا ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَوْلَا الشَّمْسُ لَهَلَكَتِ الاَرْضُ যদি সূর্য না থাকে তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। এখানে – الشَّمْسُ মুবতাদা لَهَلَكَتِ الاَرْضُ হচ্ছে جَوبُ لَوْلَا

এবং যদি আল্লাহ তাদের জন্য একটা সময় লিখে না রাখতেন অবশ্যই দুনিয়ায় তাদের শাস্তি দিতেন	وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا
আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত।	وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

جَوَبُ لَوْلَا হচ্ছে ক্রিয়াপ্রধান বাক্য এবং অতীতকালের। যদি না বোধক হয় তবে তখন لَ উপসর্গটি আসে না। যেমনঃ

পরীক্ষা না থাকলে আজ আমি উপস্থিত হতাম না	لَوْلَا الِاخْتِبَارُ مَا حَضَرْتُ الْيَوْمَ
আল্লাহ না চাইলে আমরা মুসলিম হতাম না	لَوْلَا شَاءَ اللّٰهُ مَا كُنَّا مِنَ الْمسْلِمِيْنَ

মুবতাদার পরিবর্তে নামপ্রধান বাক্যও আসতে পারে,

আবহাওয়া গরম না হলে লেকচারে উপস্থিত হতাম	لَوْلَا اَنَّ الجَوَّ حَارٌ لَحَضَرْتُ الْمُحَاضَرَةَ
যদি আমি অসুস্থ না হতাম তোমার সাথে সফরে যেতাম	لَوْلَا انَّنِي مَرِيْضٌ لَسَافَرْتُ مَعَكَ

২০০। وَلَوْ এর ব্যবহার।

وَلَو শব্দের অর্থ“ যদিও”। এরপর ক্রিয়া অতীতকালের হবে।

এই বইটি ক্রয় কর যদিও সেটা দামী	اِشْتَرِ هذا الكتاب وَلَوْ كَانَ غَالِيًا
পরীক্ষায় উপস্থিত হও যদিও তুমি অসুস্থ	أُحْضُرِ الِامْتِحَانَ وَلَوْ كُنْتَ مَرِيضًا

২০১। اَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْجَازِمَةُ শর্তবাচক অব্যয়/শব্দ যা ক্রিয়াকে মাজ্জুম করে

কিছু শর্তবাচক শব্দ আছে যা ক্রিয়ার পূর্বে বসে তাঁকে মাজ্জুম করে। যেমনঃ

	اَلْشَّرْطُ + جَوَابُ الشَّرْطِ		اَدَوَاتُ الشَّرْطِ
যদি তুমি যাও আমি যাব	إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ	যদি	إِنْ
সুতরাং যে অনু পরিমান ভালো করবে তা দেখতে পাবে	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	যে কিনা	مَنْ
এবং যা কিছু ভালো তোমরা কর আল্লাহ তা জানেন	وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ	যা কিনা	مَا
যখনই তুমি সফর করবে আমি করব	مَتَي تُسَافِرْ أُسَافِرْ	যখনই	مَتَي
যেখানেই তুমি থাকবে আমি থাকব	ايْنَ تَسْكُنْ أَسْكُنْ	যেখানেই	ايْنَ
যে বই-ই আমি লাইব্রেরীতে পাই তা পড়ব	اَيَّ كِتَابٍ أَجِدْ فِي الْمَكْتَبَةِ أَقْرَأْهُ	যেটি	اَيُّ
তুমি যাই বল আমরা তোমাকে সত্যায়ন করব	مَهْمَا تَقُلْ نُصَدِّقْكَ	যাই হোক	مَهْمَا

الشَّرْطِ ও جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়াপদের কাল।

উভয় ক্রিয়াই مُضَارِعٌ	وَإِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ এবং যদি তোমরা ফিরে আস আমরা ফিরে আসব
উভয় ক্রিয়াই مَاضِي	وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا এবং যদি তোমরা ফিরে আস আমরা ফিরে আসব
শার্ত ক্রিয়া মাদি এবং জাওয়াব ক্রিয়া মুদারি	مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِي حَرْثِهِ যে কেউ আখিরাতের ফলন চায় আমরা তার ফলন বাড়িয়ে দেব
শার্ত ক্রিয়া মুদারি ও জাওয়াব ক্রিয়া মাদি	مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ যে কেউ কদরের রাতে দাঁড়ায় ইমান ও আশা নিয়ে তার পুর্বের গুনাহ মাফ করা হবে

جَوَابٌ গুলো নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে فَ গ্রহণ করে এবং সেক্ষেত্রে মুদারি মাজ্জুম হবেনা।

যখন جَوَابُ الشَّرْطِ নামপ্রধান বাক্য হয়	إِذا اجْتَهَدْتَ فَالنَّجاحُ مَضْمُوْنٌ যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম কর তাহলে নিশ্চয়ই পাস করবে
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ আদেশ ,নিষেধ বা প্রশ্ন হয়	إذا رَأَيْتَ حامِدًا فَاسْأَلْهُ عَنْ مَوْعِدِ السَّفَرِ এবং যদি তুমি হামিদকে দেখ তাকে সফরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে
যদি جَوَابُ الشَرطِ যামিদ ক্রিয়া হয়। لَيْسَ , عَسَى ইত্যাদি হল যামিদ ক্রিয়া যাদের মুদারি ও আমর নাই।	مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَا مِنَّا নয় অন্তর্ভুক্ত আমাদের সে দেয় ধোকা যে
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ থাকে।	وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا এবং যে আল্লাহ ও তার রসুলকে অনুসরণ করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে নাবোধক مَا থাকে।	مَهْمَا تَكُنِ الظُّرُوْفُ فَمَا أَكْذِبُ না বলি মিথ্যা আমি কেন না হোক যাই অবস্থা
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে سَ থাকে।	إِنْ تُسَافِرْ فَسَأُسَافِرُ তুমি সফর করলে আমিও করব
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে سَوْفَ থাকে।	وَإِنْ خِفْتُم عَلَيَّةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ এবং যদি তুমি দারিদ্রতার ভয় কর আল্লাহ তোমাকে তার অনুগ্রহে ধনী করবেন যদি তিনি চান
যদি جَوَابُ الشَرطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে كَأَنَّمَا থাকে।	مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবাপৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো মনে রাখার জন্য,

وَ التَّنْقِيْسِ	وَ بِقَدْ	وَ لَنْ	وَ بِمَا	وَ بِجَامِدٍ	طَلَبِيَّةٌ	إِسْمِيَّةٌ
س ، سَوْفَ				لَيْسَ ، عَسَى		

অধ্যায়-২১ (ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন)

২০২। الْمَزِيْدُ এবং الْمُجَرَّدُ

যেসকল ক্রিয়াপদ কেবল ক্রিয়ামূল দ্বারা গঠিত তাদের المجرَّدُ বলে। যেমনঃ ذَهَبَ, زَلْزَلَ ইত্যাদি। যেসকল ক্রিয়াপদ ক্রিয়ামূলের সাথে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ হয়ে গঠিত হয় তাদের কে المزِيْدُবলে। যেমনঃ تَعَارَفَ, تَكَلَّمَ, جَاهَدَ, اَسْلَمَ, صَبَّحَ ইত্যাদি।

২০৩। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন

নং	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ	إِسْمُ الْفَاعِلِ	إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ
II	فَعَّلَ	يُفَعِّلُ	فَعِّلْ	تَفْعِيْلٌ	مُفَعِّلٌ	مُفَعَّلٌ
উদাঃ	سَبَّحَ	يُسَبِّحُ	سَبِّحْ	تَسْبِيْحٌ	مُسَبِّحٌ	مُسَبَّحٌ
III	أَفْعَلَ	يُفْعِلُ	أَفْعِلْ	اِفْعَالٌ	مُفْعِلٌ	مُفْعَلٌ
উদাঃ	أَسْلَمَ	يُسْلِمُ	أَسْلِمْ	اِسْلَامٌ	مُسْلِمٌ	مُسْلَمٌ
IV	فَاعَلَ	يُفَاعِلُ	فَاعِلْ	مُفَاعَلَةٌ – فِعَالٌ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلٌ
উদাঃ	جَاهَدَ	يُجَاهِدُ	جَاهِدْ	مُجَاهَدَةٌ	مُجَاهِدٌ	مُجَاهَدٌ
V	تَفَعَّلَ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلْ	تَفَعُّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	مُتَفَعَّلٌ
উদাঃ	تَكَلَّمَ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمْ	تَكَلُّمٌ	مُتَكَلِّمٌ	مُتَكَلَّمٌ
VI	تَفَاعَلَ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلْ	تَفَاعُلٌ	مُتَفَاعِلٌ	مُتَفَاعَلٌ
উদাঃ	تَعَارَفَ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفْ	تَعَارُفٌ	مُتَعَارِفٌ	مُتَعَارَفٌ
VII	اِنْفَعَلَ	يَنْفَعِلُ	إِنْفَعِلْ	اِنْفِعَالٌ	مُنْفَعِلٌ	–
উদাঃ	اِنْقَلَبَ	يَنْقَلِبُ	إِنْقَلِبْ	إِنْقِلَابٌ	مُنْقَلِبٌ	
VIII	اِفْتَعَلَ	يَفْتَعِلُ	إِفْتَعِلْ	اِفْتِعَالٌ	مُفْتَعِلٌ	مُفْتَعَلٌ
উদাঃ	اِخْتَلَفَ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلِفْ	اِخْتِلَافٌ	مُخْتَلِفٌ	مُخْتَلَفٌ
IX	اِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	إِفْعَلَّ	اِفْعِلَالٌ	مُفْعَلٌّ	–
উদাঃ	إِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	إِحْمَرَّ	إِحْمِرَارٌ	مُحْمَرٌّ	
X	اِسْتَفْعَلَ	يَسْتَفْعِلُ	إِسْتَفْعِلْ	اِسْتِفْعَالٌ	مُسْتَفْعِلٌ	مُسْتَفْعَلٌ
উদাঃ	اِسْتَغْفَرَ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفِرْ	اِسْتِغْفَارٌ	مُسْتَغْفِرٌ	مُسْتَغْفَرٌ

লক্ষনীয়ঃ

১। তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াকে اَلثُّلَاثِي ও চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াকে اَلرُّبَاعِيُّ বলে।

২। اَلرُّبَاعِيُّ ক্রিয়ার اَلْمُضَارِعُ পেশ দিয়ে শুরু বাকী সব ক্ষেত্রে যবর দিয়ে শুরু।

৩। اَلْمَاضِي এর প্রথম অক্ষরে হামজা থাকলে اَلْمُضَارِعُ তে তা বাদ যাবে।

৪। اِفْعَلَّ, تَفَاعَلَ, تَفَعَّلَ এই তিনটার মুদারীতে ع এর উপর যবর বাকী সব ক্ষেত্রে যের।

[মনে রাখার জন্যঃ কথা বলে تَكَلَّمَ চেনা যায় تَعَارَفَ লাল মিয়াকে إِحْمَرَّ]

৫। اَلْمُضَارِعُ এর ২য় অক্ষরে হারাকাত থাকলে আমরে إِ আনতে হয় না।

৬। اَلثُّلَاثِي ক্রিয়ার اَلْمَصْدَرُ এর নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু বাকী সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গঠন আছে।

৭। اَلْمُضَارِعُ থেকে إِسْمُ الْفَاعِلِ করতে হারফু মুদারীকে مُ দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।

৮। إِسْمُ الْفَاعِلِ থেকে إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ করতে হলে ع এর উপর যেরকে যবর করলেই হয়।

বি দ্রঃ অকর্মক ক্রিয়ার إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ নাই।

ক্রমানুসারে ক্রিয়ার গঠনগুলো মনে রাখার জন্যঃ

সে আল্লাহর প্রশংসা করে صَبَّحَ ও মুসলিম হয় أَسْلَمَ । এরপর সে জিহাদের جَاهَدَ ব্যাপারে কথা বলে تَكَلَّمَ এবং চিনতে পারে تَعَارَفَ আসল সংগ্রাম إِنْقَلَبَ কি জিনিষ। কিন্তু সে মতভেদ اِخْتَلَفَ দেখে রাগে লাল হয়ে যায় إِحْمَرَّ পরে আবার ক্ষমা চায় اِسْتَغْفَرَ

২০৪। Form II فَعَّلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُفَعَّلٌ	مُفَعِّلٌ	تَفْعِيْلٌ	فَعِّلْ	يُفَعِّلُ	فَعَّلَ	
مُسَبَّحٌ	مُسَبِّحٌ	تَسْبِيْحٌ	سَبِّحْ	يُسَبِّحُ	سَبَّحَ	মহিমান্বিত করা
مُعَذَّبٌ	مُعَذِّبٌ	تَعْذِيبٌ	عَذِّبْ	يُعَذِّبُ	عَذَّبَ	শাস্তি দেয়া
مُبَدَّلٌ	مُبَدِّلٌ	تَبْدِيْلٌ	بَدِّلْ	يُبَدِّلُ	بَدَّلَ	পরিবর্তন করা
مُحَرَّمٌ	مُحَرِّمٌ	تَحْرِيْمٌ	حَرِّمْ	يُحَرِّمُ	حَرَّمَ	নিষেধাজ্ঞা করা
مُدَرَّسٌ	مُدَرِّسٌ	تَدْرِيْسٌ	دَرِّسْ	يُدَرِّسُ	دَرَّسَ	শিক্ষা দেয়া
مُنَبَّهٌ	مُنَبِّهٌ	تَنْبِيْهٌ	نَبِّهْ	يُنَبِّهُ	نَبَّهَ	সতর্ক করা
مُبَلَّغٌ	مُبَلِّغٌ	تَبْلِيْغٌ	بَلِّغْ	يُبَلِّغُ	بَلَّغَ	প্রচার করা
مُحَدَّسٌ	مُحَدِّسٌ	تَحْدِيْثٌ	حَدِّثْ	يُحَدِّثُ	حَدَّثَ	বর্ণনা করা
مُفَضَّلٌ	مُفَضِّلٌ	تَفْضِيْلٌ	فَضِّلْ	يُفَضِّلُ	فَضَّلَ	প্রাধান্য দেয়া
مُكَرَّمٌ	مُقَرِّمٌ	تَكْرِيْمٌ	كَرِّمْ	يُكَرِّمُ	كَرَّمَ	সম্মান করা
مُبَشَّرٌ	مُبَشِّرٌ	تَبْشِيْرٌ	بَشِّرْ	يُبَشِّرُ	بَشَّرَ	সুসংবাদ দেওয়া
مُبَيَّنٌ	مُبَيِّيٌ	تَبْيِيْنٌ	بَيِّنْ	يُبَيِّنُ	بَيَّنَ	স্পষ্ট করা
مُزَيَّنٌ	مُزَيِّنٌ	تَزْيِيْنٌ	زَيِّنْ	يُزَيِّنُ	زَيَّنَ	সজ্জিত করা
مُسَخَّرٌ	مُسَخِّرٌ	تَخْسِيْرٌ	سَخِّرْ	يُسَخِّرُ	سَخَّرَ	নিয়ন্ত্রন করা
مُصَدَّقٌ	مُصَدِّقٌ	تَصْدِيقٌ	صَدِّقْ	يُصَدِّقُ	صَدَّقَ	সত্য বলা
مُقَدَّمٌ	مُقَدِّمٌ	تَقْدِيْمٌ	قَدِّمْ	يُقَدِّمُ	قَدَّمَ	সামনে পাঠানো
مُكَذَّبٌ	مُكَذِّبٌ	تَكْذِيْبٌ	كَذِّبْ	يُكَذِّبُ	كَذَّبَ	মিথ্যা বলা
مُنَبَّءٌ	مُنَبِّءٌ	تَنْبِيْءٌ	نَبِّئْ	يُنَبِّئُ	نَبَّأَ	সংবাদ দেওয়া
مُنَزَّلٌ	مُنَزِّلٌ	تَنْزِيْلٌ	نَزِّلْ	يُنَزِّلُ	نَزَّلَ	অবতীর্ন করা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
عَلَّمُوْا	عَلَّمَا	عَلَّمَ	পুং
عَلَّمْنَ	عَلَّمَتَا	عَلَّمَتْ	স্ত্রী
عَلَّمْتُمْ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتَ	পুং
عَلَّمْتُنَّ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتِ	স্ত্রী
عَلَّمْنَا		عَلَّمْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُعَلِّمُوْنَ	يُعَلِّمَانِ	يُعَلِّمُ	পুং
يُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	স্ত্রী
تُعَلِّمُوْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	পুং
تُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمِيْنَ	স্ত্রী
نُعَلِّمُ		أُعَلِّمُ	উভয়

২০৫। কাজের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বোঝাতে فَعَّلَ গঠনের ব্যবহার

ব্যাপকতা	সাধারন
قَتَّلَ المجْرِمُ اهْلَ القَرْيَهِ সন্ত্রাসী গ্রামবাসিকে ব্যাপকভাবে হত্যা করলো	قَتَلَ المجْرِمُ رَجُلًا সন্ত্রাসী একটা লোক হত্যা করলো
عَدَّدَ الرَجُلُ مَالَهُ লোকটি বারবার তার সম্পদ গুনলো	عَدَّ الرَجُلُ مَالَهُ লোকটি তার সম্পদ গুনলো

তীব্রতা	সাধারন
كَسَّرْتُ الكُوْبَ আমি কাপটি খন্ড খন্ড করে ভাঙলাম।	كَسَرْتُ الكُوْبَ আমি কলমটি ভেঙ্গেছিলাম।
قَطَّعْتُ الحَبَلَ আমি রশিটি টুকরা টুকরা করে কেটেছিলাম।	قَطَعْتُ الحَبَلَ আমি রশিটি কেটেছিলাম।

নোটঃ ব্যাপকতা বোঝানোর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার কর্ম বহুবচন বা একবচন হয়। কিন্তু তীব্রতা বোঝাতে একবচনেই তিব্রভাবে করা বোঝায়।

২০৬। Form III أَفْعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	إِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُفْعَلٌ	مُفْعِلٌ	اِفْعَالٌ	أَفْعِلْ	يُفْعِلُ	أَفْعَلَ	
مُخْرَجٌ	مُخْرِجٌ	اِخْرَاجٌ	أَخْرِجْ	يُخْرِجُ	اَخْرَجَ	বের করা
مُرَادٌ	مُرِيْدٌ	اِرَادَةٌ	أَرِدْ	يُرِيْدُ	أَرَادَ	চাওয়া
مُدْرًى	مُدْرٍ	إِدْرَاءٌ	أَدْرِ	يُدْرِي	أَدْرَى	জানানো
مُهْلَكٌ	مُهْلِكٌ	اِهْلَاكٌ	أَهْلِكْ	يُهْلِكُ	أَهْلَكَ	ধ্বংস করা
مُبْصَرٌ	مُبْصِرٌ	اِبْصَارٌ	أَبْصِرْ	يُبْصِرُ	أَبْصَرَ	দেখা
مُحْسَنٌ	مُحْسِنٌ	اِحْسَانٌ	أَحْسِنْ	يُحْسِنُ	أَحْسَنَ	ভালো করা
مُدْخَلٌ	مُدْخِلٌ	اِدْخَالٌ	أَدْخِلْ	يُدْخِلُ	أَدْخَلَ	প্রবেশ করানো
مُرْجَعٌ	مُرْجِعٌ	اِرْجَاعٌ	أَرْجِعْ	يُرْجِعُ	أَرْجَعَ	ফিরানো
مُرْسَلٌ	مُرْسِلٌ	اِرْسَالٌ	أَرْسِلْ	يُرْسِلُ	أَرْسَلَ	পাঠানো
مُسْرَفٌ	مُسْرِفٌ	اِسْرَافٌ	أَسْرِفْ	يُسْرِفُ	أَسْرَفَ	অপচয় করা
مُسْلَمٌ	مُسْلِمٌ	اِسْلَامٌ	أَسْلِمْ	يُسْلِمُ	أَسْلَمَ	আত্মসমর্পন
مُشْرَكٌ	مُشْرِكٌ	اِشْرَاكٌ	أَشْرِكْ	يُشْرِكُ	أَشْرَكَ	শিরক করা
مُصْلَحٌ	مُصْلِحٌ	اِصْلَاحٌ	أَصْلِحْ	يُصْلِحُ	أَصْلَحَ	সংশোধন করা
مُعْرَضٌ	مُعْرِضٌ	اِعْرَاضٌ	أَعْرِضْ	يُعْرِضُ	أَعْرَضَ	ঘুরে যাওয়া
مُغْرَقٌ	مُغْرِقٌ	اِغْرَاقٌ	أَغْرِقْ	يُغْرِقُ	أَغْرَقَ	ডুবিয়ে দেওয়া
مُفْسَدٌ	مُفْسِدٌ	اِفْسَادٌ	أَفْسِدْ	يُفْسِدُ	أَفْسَدَ	বিশৃঙ্খলা করা
مُفْلَحٌ	مُفْلِحٌ	اِفْلَاحٌ	أَفْلِحْ	يُفْلِحُ	أَفْلَحَ	সফল হওয়া
مُنْبَتٌ	مُنْبِتٌ	اِنْبَاتٌ	أَنْبِتْ	يُنْبِتُ	أَنْبَتَ	জন্মানো
مُنْذَرٌ	مُنْذِرٌ	اِنْذَارٌ	أَنْذِرْ	يُنْذِرُ	أَنْذَرَ	সতর্ক করা

Contents

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اَخْرَجُوْا	اَخْرَجَا	اَخْرَجَ	পুং
اَخْرَجْنَ	اَخْرَجَتَا	اَخْرَجَتْ	স্ত্রী
اَخْرَجْتُمْ	اَخْرَجْتُمَا	اَخْرَجْتَ	পুং
اَخْرَجْتُنَّ	اَخْرَجْتُمَا	اَخْرَجْتِ	স্ত্রী
اَخْرَجْنَا		اَخْرَجْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْرِجُوْنَ	يُخْرِجَانِ	يُخْرِجُ	পুং
يُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	স্ত্রী
تُخْرِجُوْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	পুং
تُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجِيْنَ	স্ত্রী
نُخْرِجُ		اُخْرِجُ	উভয়

২০৭। অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর

فَعَّلَ এবং أَفْعَلَ বাবে পরিণত করে অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়াতে রুপান্তর করা যায়। যেমনঃ

সকর্মক	অকর্মক	
نَزَّلْتُ الطِّفْلَ শিশুটিকে নামিয়েছিলাম	نَزَلْتُ مِنَ السَّيَّارةِ গাড়ি থেকে নামলাম	نَزَلَ সে নামলো نَزَّلَ সে নামালো
أَجْلَسْتُ الطِّفْلَ بِجَانِبِي শিশুটিকে পাশে বসিয়েছিলাম	جَلَسْتُ هُنَا এখানে বসেছিলাম	جَلَسَ সে বসলো أَجْلَسَ সে বসালো

২০৮। সকর্মক ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর

সকর্মক ক্রিয়াকে فَعَّلَ বা أَفْعَلَ ফর্মে নিলে তা দ্বিকর্মক ক্রিয়া হয়।

দ্বিকর্মক	সকর্মক	
دَرَّسَنِي حَامِدٌ الْقُرْآنَ হামিদ আমাকে কুরআন শিখালো	دَرَسَ حَامِدٌ الْقُرْآنَ হামিদ কুরআন শিখলো	دَرَسَ সে শিখলো دَرَّسَ সে শিখালো
اسْمَعَ الطُّلَّابُ الْمُدَرِّسَ الْقُرْآنَ ছাত্ররা শিক্ষকটিকে কুরআন শুনালো	سَمِعَ الْمُدَرِّسُ الْقُرْآنَ শিক্ষকটি কুরআন শুনলো	سَمِعَ সে শুনলো اَسْمَعَ সে শুনালো

২০৯। أَرَى এর ব্যবহার

أَرَى অর্থ সে দেখালো। এটা أَفْعَلَ গঠনের। এটা মূলত أَرْأَى যার দ্বিতীয় হামযাটি তুলে নেয়া হয়েছে। এর মুদারি হল يُرِى এবং আদেশ হল أَرِ ।

أَرُوْنِي هَذا الكِتَاب তোমরা আমাকে এই বইটি দেখাও	أَرِنِي هَذا الكِتَاب দেখাও বইটি এই আমাকে তুমি
أَرِيْنَنِي هَذا الكِتَاب তোমরা (মেয়ে) আমাকে এই বইটি দেখাও	أَرِيْنِي هَذا الكِتَاب দেখাও বইটি এই আমাকে তুমি (মেয়ে)

২১০। Form IV فَاعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	إِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُفَاعَلٌ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلَةٌ – فِعَالٌ	فَاعِلْ	يُفَاعِلُ	فَاعَلَ	
مُعَاقَبٌ	مُعَاقِبٌ	مُعَاقَبَةٌ–عِقَابٌ	عَاقِبْ	يُعَاقِبُ	عَاقَبَ	শাস্তি দেয়া
مُخَادَعٌ	مُخَادِعٌ	مُخَادَعَةٌ–خِدَاعٌ	خَادِعْ	يُخَادِعُ	خَادَعَ	ধোকা দেয়া
مُبَارَكٌ	مُبَارِكٌ	مُبَارَكَةٌ–بِرَاكٌ	بَارِكْ	يُبَارِكُ	بَارَكَ	বরকত দেওয়া
مُجَادَلٌ	مُجَادِلٌ	مُجَادَلَةٌ–جِدَالٌ	جَادِلْ	يُجَادِلُ	جَادَلَ	ঝগড়া করা
مُسَافَرٌ	مُسَافِرٌ	مُسَافَرَةٌ	سَافِرْ	يُسَافِرُ	سَافَرَ	ভ্রমণ করা
مُعَامَلٌ	مُعَامِلٌ	مُعَامَلَةٌ	عَامِلْ	يُعَامِلُ	عَامَلَ	কাজ করা
مُحَارَبٌ	مُحَارِبٌ	مُحَارَبَةٌ	حَارِبْ	يُحَارِبُ	حَارَبَ	যুদ্ধ করা
مُخَالَفٌ	مُخَالِفٌ	مُخَالَفَةٌ	خَالِفْ	يُخَالِفُ	خَالَفَ	বিরুদ্ধতা করা
مُفَارَقٌ	مُفَارِقٌ	مُفَارَقَةٌ	فَارِقْ	يُفَارِقُ	فَارَقَ	বিচ্ছিন্ন হওয়া
مُقَابَلٌ	مُقَابِلٌ	مُقَابَلَةٌ	قَابِلْ	يُقَابِلُ	قَابَلَ	মুখোমুখি হওয়া
مُشَاوَرٌ	مُشَاوِرٌ	مُشَاوَرَةٌ	شَاوِرْ	يُشَاوِرُ	شَاوَرَ	পরামর্শ দেওয়া
مُسَابَقٌ	مُسَابِقٌ	مُسَابَقَةٌ	سَابِقْ	يُسَابِقُ	سَابَقَ	প্রতিযোগীতা করা
مُجَاهَدٌ	مُجَاهِدٌ	جِهَادٌ – مُجَاهَادَةٌ	جَاهِدْ	يُجَاهِدُ	جَاهَدَ	চেষ্টা করা
مُقَاتَلٌ	مُقَاتِلٌ	مُقَاتَالَةٌ	قَاتِلْ	يُقَاتِلُ	قَاتَلَ	হত্যা করা
مُنَادًى	مُنَادٍ	نِدَاءٌ	نَادٍ	يُنَادِي	نَادَى	ডেকে বলা
مُنَافَقٌ	مُنَافِقٌ	مُنَافَاقَةٌ	نَافِقْ	يُنَافِقُ	نَافَقَ	মুনাফেকি করা
مُهَاجَرٌ	مُهَاجِرٌ	مُهَاجَرَةٌ	هَاجِرْ	يُهَاجِرُ	هَاجَرَ	হিজরত করা

অতীত কালের ক্রিয়া الْمَاضِي			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جَاهَدُوْا	جَاهَدَا	جَاهَدَ	পুং
جَاهَدْنَ	جَاهَدَتَا	جَاهَدَتْ	স্ত্রী
جَاهَدْتُمْ	جَاهَدْتُمَا	جَاهَدْتَ	পুং
جَاهَدْتُنَّ	جَاهَدْتُمَا	جَاهَدْتِ	স্ত্রী
جَاهَدْنَا		جَاهَدْتُ	উভয়

বর্তমান কালের ক্রিয়া الْمُضَارِعُ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُجَاهِدُوْنَ	يُجَاهِدَانِ	يُجَاهِدُ	পুং
يُجَاهِدْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدُ	স্ত্রী
تُجَاهِدُوْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدُ	পুং
تُجَاهِدْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدِيْنَ	স্ত্রী
نُجَاهِدُ		أُجَاهِدُ	উভয়

Contents

২১১। Form V تَفَعَّلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	إِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُتَفَعَّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	تَفَعُّلٌ	تَفَعَّلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	
مُتَفَكَّرٌ	مُتَفَكِّرٌ	تَفَكُّرٌ	تَفَكَّرْ	يَتَفَكَّرُ	تَفَكَّرَ	চিন্তা করা
مُتَذَكَّرٌ	مُتَذَكِّرٌ	تَذَكُّرٌ	تَذَكَّرْ	يَتَذَكَّرُ	تَذَكَّرَ *	স্মরন করা
مُتَوَكَّلٌ	مُتَوَكِّلٌ	تَوَكُّلٌ	تَوَكَّلْ	يَتَوَكَّلُ	تَوَكَّلَ	ভরসা করা
مُتَبَيَّنٌ	مُتَبَيِّنٌ	تَبَيُّنٌ	تَبَيَّنْ	يَتَبَيَّنُ	تَبَيَّنَ	সুস্পষ্ট করা
مُتَرَبَّصٌ	مُتَرَبِّصٌ	تَرَبُّصٌ	تَرَبَّصْ	يَتَرَبَّصُ	تَرَبَّصَ	সুযোগের অপেক্ষায় থাকা
مُتَوَلًّ	مُتَوَلٍّ	تَوَلٍّ	تَوَلَّ	يَتَوَلَّى	تَوَلَّى *	মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া
مُتَوَفًّ	مُتَوَفٍّ	تَوَفٍّ	تَوَفَّ	يَتَوَفَّى	تَوَفَّى	পুর্ন মাত্রায় নেওয়া
مُتَكَلَّمٌ	مُتَكَلِّمٌ	تَكَلُّمٌ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	কথা বলা
مُتَعَلَّقٌ	مُتَعَلِّقٌ	تَعَلُّقٌ	تَعَلَّقْ	يَتَعَلَّقُ	تَعَلَّقَ	সম্পর্ক রাখা
مُتَقَبَّلٌ	مُتَقَبِّلٌ	تَقَبُّلٌ	تَقَبَّلْ	يَتَقَبَّلُ	تَقَبَّلَ	গ্রহন করা
مُتَقَرَّبٌ	مُتَقَرِّبٌ	تَقَرُّبٌ	تَقَرَّبْ	يَتَقَرَّبُ	تَقَرَّبَ	নিকটবর্তী হওয়া
مُتَطَهَّرٌ	مُتَطَهِّرٌ	تَطَهُّرٌ	تَطَهَّرْ	يَتَطَهَّرُ	تَطَهَّرَ	পবিত্র হওয়া
مُتَفَرَّقٌ	مُتَفَرِّقٌ	تَفَرُّقٌ	تَفَرَّقْ	يَتَفَرَّقُ	تَفَرَّقَ	পৃথক হওয়া
مُتَزَوَّجٌ	مُتَزَوِّجٌ	تَزَوُّجٌ	تَزَوَّجْ	يَتَزَوَّجُ	تَزَوَّجَ	বিবাহ করা
مُتَقَلَّبٌ	مُتَقَلِّبٌ	تَقَلُّبٌ	تَقَلَّبْ	يَتَقَلَّبُ	تَقَلَّبَ	পরিবর্তন হওয়া
مُتَأَخَّرٌ	مُتَأَخِّرٌ	تَأَخُّرٌ	تَأَخَّرْ	يَتَأَخَّرُ	تَأَخَّرَ	দেরি করা

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
تَأَخَّرُوْا	تَأَخَّرَا	تَأَخَّرَ	পুং
تَأَخَّرْنَ	تَأَخَّرَتَا	تَأَخَّرَتْ	স্ত্রী
تَأَخَّرْتُمْ	تَأَخَّرْتُمَا	تَأَخَّرْتَ	পুং
تَأَخَّرْتُنَّ	تَأَخَّرْتُمَا	تَأَخَّرْتِ	স্ত্রী
تَأَخَّرْنَا		تَأَخَّرْتُ	উভয়

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
يَتَأَخَّرُوْنَ	يَتَأَخَّرَانِ	يَتَأَخَّرُ	পুং
يَتَأَخَّرْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرُ	স্ত্রী
تَتَأَخَّرُوْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرُ	পুং
تَتَأَخَّرْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرِيْنَ	স্ত্রী
نَتَأَخَّرُ		اَتَأَخَّرُ	উভয়

২১২। Form VI تَفاعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُتَفاعَلٌ	مُتَفَاعِلٌ	تَفاعُلٌ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفاعَلَ	
مُتَعَارَفٌ	مُتَعَارِفٌ	تَعَارُفٌ	تَعَارَفْ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفَ	পরস্পর পরিচিত হওয়া
مُتَنَافَسٌ	مُتَنَافِسٌ	تَنَافُسٌ	تَنَافَسْ	يَتَنَافَسُ	تَنَافَسَ	প্রতিযোগিতা করা
مُتَشَاوَرٌ	مُتَشَاوِرٌ	تَشَاوُرٌ	تَشَاوَرْ	يَتَشَاوَرُ	تَشَاوَرَ	পরামর্শ করা
مُتَعَاوَنٌ	مُتَعَاوِنٌ	تَعَاوُنٌ	تَعَاوَنْ	يَتَعَاوَنُ	تَعَاوَنَ	পরস্পর সাহায্য করা
مُتَحَاسَدٌ	مُتَحَاسِدٌ	تَحَاسُدٌ	تَحَاسَدْ	يَتَحَاسَدُ	تَحَاسَدَ	পরস্পর হিংসা করা
مُتَكَاسَلٌ	مُتَكَاسِلٌ	تَكَاسُلٌ	تَكَاسَلْ	يَتَكَاسَلُ	تَكَاسَلَ	অলসতা করা
مُتَنَافَرٌ	مُتَنَافِرٌ	تَنَافُرٌ	تَنَافَرْ	يَتَنَافَرُ	تَنَافَرَ	পরস্পর ঘৃনা করা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَنَافَرُوْا	تَنَافَرَا	تَنَافَرَ	পুং
تَنَافَرْنَ	تَنَافَرَتَا	تَنَافَرَتْ	স্ত্রী
تَنَافَرْتُمْ	تَنَافَرْتُمَا	تَنَافَرْتَ	পুং
تَنَافَرْتُنَّ	تَنَافَرْتُمَا	تَنَافَرْتِ	স্ত্রী
تَنَافَرْنَا		تَنَافَرْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَتَنَافَرُوْنَ	يَتَنَافَرَانِ	يَتَنَافَرُ	পুং
يَتَنَافَرْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرُ	স্ত্রী
تَتَنَافَرُوْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرُ	পুং
تَتَنَافَرْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرِيْنَ	স্ত্রী
نَتَنَافَرُ		اَتَنَافَرُ	উভয়

২১৩। Form VII اِنْفَعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
–	مُنْفَعِلٌ	اِنْفِعَالٌ	إِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ	
–	مُنْقَلِبٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	ফিরে যাওয়া
–	مُنْتَهٍ	اِنْتِهَاءٌ	اِنْتَهِ	يَنْتَهِي	اِنْتَهَى	শেষ করা
–	مُنْصَرِفٌ	إِنْصِرَافٌ	إِنْصَرِفْ	يَنْصَرِفُ	إِنْصَرَفَ	চলে যাওয়া
–	مُنْقَلِبٌ	إِنْقِلَابٌ	إِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	إِنْقَلَبَ	সংগ্রাম করা
–	مُنْطَلِقٌ	إِنْطِلَاقٌ	إِنْطَلِقْ	يَنْطَلِقُ	إِنْطَلَقَ	চলে যাওয়া
–	مُنْكَشِفٌ	إِنْكِشَافٌ	إِنْكَشِفْ	يَنْكَشِفُ	إِنْكَشَفَ	খুলে যাওয়া
–	مُنْفَصِلٌ	إِنْفِصَالٌ	إِنْفَصِلْ	يَنْفَصِلُ	إِنْفَصَلَ	আলাদা হওয়া
–	مُنْفَجِرٌ	إِنْفِجَارٌ	إِنْفَجِرْ	يَنْفَجِرُ	إِنْفَجَرَ	প্রবাহিত হওয়া
–	مُنْفَرِدٌ	إِنْفِرَادٌ	إِنْفَرِدْ	يَنْفَرِدُ	إِنْفَرَدَ	একাকী হওয়া

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
إِنْفَرَدُوْا	إِنْفَرَدَا	إِنْفَرَدَ	পুং
إِنْفَرَدْنَ	إِنْفَرَدَتَا	إِنْفَرَدَتْ	স্ত্রী
إِنْفَرَدْتُمْ	إِنْفَرَدْتُمَا	إِنْفَرَدْتَ	পুং
إِنْفَرَدْتُنَّ	إِنْفَرَدْتُمَا	إِنْفَرَدْتِ	স্ত্রী
إِنْفَرَدْنَا		إِنْفَرَدْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنْفَرِدُوْنَ	يَنْفَرَدَانِ	يَنْفَرِدُ	পুং
يَنْفَرِدْنَ	تَنْفَرَدَانِ	تَنْفَرِدُ	স্ত্রী
تَنْفَرِدُوْنَ	تَنْفَرَدَانِ	تَنْفَرِدُ	পুং
تَنْفَرِدْنَ	تَنْفَرَدَانِ	تَنْفَرِدِيْنَ	স্ত্রী
نَنْفَرِدُ		اَنْفَرِدُ	উভয়

২১৪। মাফউলুন বিহি যখন ফা'য়িল [কর্ম যখন কর্তা]

বাবে إِنْفَعَلَ তে সাধারণত আমরা যাকে ক্রিয়ার কর্ম বলে চিনি সেটাই কর্তা হয়। যেমনঃ

كَسَرْتُ الكُوْبَ (আমি গ্লাসটি ভাঙলাম), এখানে الكُوْبَ হচ্ছে مَفْعُوْلٌ بِهِ

اِنْكَسَرَ الكُوْبُ (গ্লাসটি ভেঙ্গে গেল), এখানে الكُوْبُ হচ্ছে فَاعِلٌ

অনুরূপভাবে,

فَتَحْتُ البَابَ (আমি দরজাটি খুললাম), এখানে البَابَ হচ্ছে مَفْعُوْلٌ بِهِ

اِنْفَتَحَ البَابُ (দরজাটি খুলে গেল), এখানে البَابُ হচ্ছে فَاعِلٌ

২১৫। إِنْفَعَلَ বাবের পূর্বে প্রশ্নসূচক أ থাকলে হামযাতুল ওয়াসলি উঠে যায়

দরজাটি কি খুলে গেল?	اَنْفَتَحَ البَابُ	←	اَاِنْفَتَحَ البَابُ
গাড়িটি কি উল্টে গেল?	اَنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ	←	اَاِنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ

২১৬। Form VIII اِفْتَعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُفْتَعَلٌ	مُفْتَعِلٌ	اِفْتِعَالٌ	إِفْتَعِلْ	يَفْتَعِلُ	اِفْتَعَلَ	
مُخْتَلَفٌ	مُخْتَلِفٌ	اِخْتِلَافٌ	اِخْتَلِفْ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفَ	মতভেদ করা
مُتَّبَعٌ	مُتَّبِعٌ	اِتِّبَاعٌ	اِتَّبِعْ	يَتَّبِعُ	اِتَّبَعَ *	অনুসরন করা
مُتَّخَذٌ	مُتَّخِذٌ	اِتِّخَاذٌ	اِتَّخِذْ	يَتَّخِذُ	اِتَّخَذَ	গ্রহন করা
مُتَّقًى	مُتَّقٍ	اِتِّقَاءٌ	اِتَّقِ	يَتَّقِي	اِتَّقَى	রক্ষা করা
مُفْتَرًى	مُفْتَرٍ	اِفْتِرَاءٌ	اِفْتَرِ	يَفْتَرِي	اِفْتَرَى	মিথ্যা রচনা করা
مُهْتَدًى	مُهْتَدٍ	اِهْتِدَاءٌ	اِهْتَدِ	يَهْتَدِي	اِهْتَدَى*	সঠিক পথ অনুসরন করা
مُبْتَغًى	مُبْتَغٍ	اِبْتِغَاءٌ	اِبْتَغِ	يَبْتَغِي	اِبْتَغَى	খোজা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِخْتَلَفُوْا	اِخْتَلَفَا	اِخْتَلَفَ	পুং
اِخْتَلَفْنَ	اِخْتَلَفَتَا	اِخْتَلَفَتْ	স্ত্রী
اِخْتَلَفْتُمْ	اِخْتَلَفْتُمَا	اِخْتَلَفْتَ	পুং
اِخْتَلَفْتُنَّ	اِخْتَلَفْتُمَا	اِخْتَلَفْتِ	স্ত্রী
اِخْتَلَفْنَا		اِخْتَلَفْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَخْتَلِفُوْنَ	يَخْتَلِفَانِ	يَخْتَلِفُ	পুং
يَخْتَلِفْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفُ	স্ত্রী
تَخْتَلِفُوْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفُ	পুং
تَخْتَلِفْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفِيْنَ	স্ত্রী
نَخْتَلِفُ		اَخْتَلِفُ	উভয়

Contents

২১৭। বাব اِفْتَعَلَ এর ت এর পরিবর্তন:

এর পরিবর্তন কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন:

	اِفْتَعَلَ	فَعَلَ	
সে স্মরন করল	اِذْدَكَرَ ← اِذْتَكَرَ	ذَكَرَ	যদি ف কালিমা ز ذ د হয়
সমাবেশ করা	اِزْدَحَمَ ← اِزْتَحَمَ	زَحَمَ	তাহলে ت → د
ধৈর্য ধরা	اِصْطَبَرَ ← اِصْتَبَرَ	صَبَرَ	যদি ف কালিমা ظ ط ض
সে জানত	اِطَّلَعَ ← اِطْتَلَعَ	طَلَعَ	ص হয় তাহলে
সে ভুল করল	اِظْطَلَمَ ← اِظْتَلَمَ	ظَلَمَ	ت → ط
সে এক হল	اِتَّحَدَ ← اِوْتَحَدَ	وَحَدَ	যদি ف কালিমা و হয় ,
সে ভীত হল	اِتْقَى ← اِوْتَقَى	وَقَى	তাহলে و → ت

২১৮। Form IX اِفْعَلَّ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
–	مُفْعَلٌّ	اِفْعِلَالٌ	إِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	اِفْعَلَّ	
–	مُخْضَرٌّ	اِخْضِرَارٌ	اِخْضَرَّ	يَخْضَرُّ	إِخْضَرَّ	সবুজ হওয়া
–	مُصْفَرٌّ	اِصْفِرَارٌ	اِصْفَرَّ	يَصْفَرُّ	إِصْفَرَّ	হলুদ হওয়া
–	مُبْيَضٌّ	اِبْيِضَاضٌ	اِبْيَضَّ	يَبْيَضُّ	إِبْيَضَّ	সাদা হওয়া
–	مُسْوَدٌّ	اِسْوِدَادٌ	اِسْوَدَّ	يَسْوَدُّ	إِسْوَدَّ	কালো হওয়া
–	مُغْبَرٌّ	اِغْبِرَارٌ	اِغْبَرَّ	يَغْبَرُّ	إِغْبَرَّ	ধুলাযুক্ত হওয়া
–	مُعْوَجٌّ	اِعْوِجَاجٌ	اِعْوَجَّ	يَعْوَجُّ	إِعْوَجَّ	বাঁকা হওয়া
	مُحْمَرٌّ	إِحْمِرَارٌ	إِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	إِحْمَرَّ	লাল হওয়া

অতীত কালের ক্রিয়া الْمَاضِي			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
إِخْضَرُّوْا	إِخْضَرَّا	إِخْضَرَّ	পুং
اِخْضَرَرْنَ	اِخْضَرَّتَا	اِخْضَرَّتْ	স্ত্রী
اِخْضَرَرْتُمْ	اِخْضَرَرْتُمَا	اِخْضَرَرْتَ	পুং
اِخْضَرَرْتُنَّ	اِخْضَرَرْتُمَا	اِخْضَرَرْتِ	স্ত্রী
اِخْضَرَرْنَا		اِخْضَرَرْتُ	উভয়

বর্তমান কালের ক্রিয়া الْمُضَارِعُ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَخْضَرُّوْنَ	يَخْضَرَّانِ	يَخْضَرُّ	পুং
يَخْضَرِرْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرُّ	স্ত্রী
تَخْضَرُّوْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرُّ	পুং
تَخْضَرِرْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرِّيْنَ	স্ত্রী
نَخْضَرُّ		أَخْضَرُّ	উভয়

২১৯। Form X إِسْتَفْعَلَ

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	اَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُسْتَفْعَلٌ	مُسْتَفْعِلٌ	إِسْتِفْعَالٌ	إِسْتَفْعِلْ	يَسْتَفْعِلُ	إِسْتَفْعَلَ	
مُسْتَعْجَلٌ	مُسْتَعْجِلٌ	إِسْتِعْجَالٌ	إِسْتَعْجِلْ	يَسْتَعْجِلُ	إِسْتَعْجَلَ	তাড়াতাড়ি করা
مُسْتَغْفَرٌ	مُسْتَغْفِرٌ	إِسْتِغْفَارٌ	إِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرُ	إِسْتَغْفَرَ*	ক্ষমা চাওয়া
مُسْتَكْبَرٌ	مُسْتَكْبِرٌ	إِسْتِكْبَارٌ	إِسْتَكْبِرْ	يَسْتَكْبِرُ	إِسْتَكْبَرَ	অহঙ্কার করা
مُسْتَهْزَئٌ	مُسْتَهْزِئٌ	إِسْتِهْزَاءٌ	إِسْتَهْزِئْ	يَسْتَهْزِئُ	إِسْتَهْزَأَ	উপহাস করা
مُسْتَجَابٌ	مُسْتَجِيْبٌ	إِسْتِجَابَةٌ	إِسْتَجِبْ	يَسْتَجِيْبُ	إِسْتَجَابَ	গ্রহন করা
مُسْتَطَاعٌ	مُسْتَطِيعٌ	إِسْتِطَاعَةٌ	إِسْتَطِعْ	يَسْتَطِيعُ	إِسْتَطَاعَ	সক্ষম হওয়া
مُسْتَقَامٌ	مُسْتَقِيمٌ	إِسْتِقَامَةٌ	إِسْتَقِمْ	يَسْتَقِيمُ	إِسْتَقَامَ	সোজা হওয়া
مُسْتَسْلَمٌ	مُسْتَسْلِمٌ	إِسْتِسْلَامٌ	إِسْتَسْلِمْ	يَسْتَسْلِمُ	إِسْتَسْلَمَ	আনুগত্য করা
مُسْتَعْمَلٌ	مُسْتَعْمِلٌ	إِسْتِعْمَالٌ	إِسْتَعْمِلْ	يَسْتَعْمِلُ	إِسْتَعْمَلَ	ব্যবহার করা
مُسْتَفْهَمٌ	مُسْتَفْهِمٌ	إِسْتِفْهَامٌ	إِسْتَفْهِمْ	يَسْتَفْهِمُ	إِسْتَفْهَمَ	জিজ্ঞাসা করা

অতীত কালের ক্রিয়া الْمَاضِي			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
إِسْتَسْلَمُوْا	إِسْتَسْلَمَا	إِسْتَسْلَمَ	পুং
إِسْتَسْلَمْنَ	إِسْتَسْلَمَتَا	إِسْتَسْلَمَتْ	স্ত্রী
إِسْتَسْلَمْتُمْ	إِسْتَسْلَمْتُمَا	إِسْتَسْلَمْتَ	পুং
إِسْتَسْلَمْتُنَّ	إِسْتَسْلَمْتُما	إِسْتَسْلَمْتِ	স্ত্রী
إِسْتَسْلَمْنَا		إِسْتَسْلَمْتُ	উভয়

বর্তমান কালের ক্রিয়া الْمُضَارِعُ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْتَسْلِمُوْنَ	يَسْتَسْلِمَانِ	يَسْتَسْلِمُ	পুং
يَسْتَسْلِمْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمُ	স্ত্রী
تَسْتَسْلِمُوْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمُ	পুং
تَسْتَسْلِمْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمِيْنَ	স্ত্রী
نَسْتَسْلِمُ		اَسْتَسْلِمُ	উভয়

Contents

২২০। الْفِعْلُ الرُّبَاعِيُّ (চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ামূল)

ছুলাছি ক্রিয়ার মত এদেরও মুজাররাদ ও মাজীদ ক্রিয়া আছে। মুদারী মুজাররাদের একটি মাত্র বাব হয়।

রুবাই ক্রিয়ার বিভিন্ন গঠনঃ

اسمُ الفَاعِل	المصدر	الْمُضَارِع	الْمَاضِي		
مُتَرْجِمٌ	تَرْجَمَةٌ	يُتَرْجِمُ	تَرْجَمَ	সে অনুবাদ করল	فَعْلَلَ
مبَعْثِرٌ	بَعْثَرَةٌ	يُبَعْثِرُ	بَعْثَرَ	সে ছড়িয়ে দিল	
مُهَرْوِلٌ	هَرْوَلَةٌ	يُهَرْوِلُ	هَرْوَلَ	সে দ্রুত হাটল	
مُبَسْمِلٌ	بَسْمَلَةٌ	يُبَسْمِلُ	بَسْمَلَ	সে বিসমিল্লাহ বললো	
مُتَرَعْرِعٌ	تَرَعْرُعٌ	يُتَرَعْرَعُ	تَرَعْرَعَ	সে বেড়ে উঠল	تَفَعْلَلَ
مُتَمَضْمَضٌ	تَمَضْمُضٌ	يَتَمَضْمَضُ	تَمَضْمَضَ	সে কুলি করল	
مُطْمَئِنٌ	إِطْمِئْنَانٌ	يَطْمَئِنُّ	إِطْمَأَنَّ	সে তৃপ্ত হল	إِفْعَلَلَّ
مُشْمَئِزٌّ	إِشْمِزَازٌ	يَشْمَئِزُّ	إِشْمَأَزَّ	ঘৃনা করা	
	إِفْرِنْقَاعٌ	يَفْرَنْقِعُ	اِفْرَنْقَعَ	ছড়িয়ে পড়া	إِفْعَنْلَلَ

অধ্যায়-২২ (পরম কর্ম ও তামিজ)

২২১। اَلْمَفْعُولُ المطْلَقُ (পরম কর্ম)

বাক্যে ব্যবহৃত মাসদারটি যদি ঐ বাক্যেই ব্যবহৃত কোন ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত হয় তবে তাকে اَلْمَفْعُولُ المطْلَقُ বলে। মাফুলুন মুতলাক মানসুব হয়। যেমনঃ যেমনঃ يَعْمَلُ عَمَلاً

বিলাল আমাকে একমারা মারছে।	ضَرَبَنِي بِلَالٌ ضَرْبًا
নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর জুলুম করেছি অনেক জুলুম	إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا
আল্লাহর শ্মরণ কর অধিক হারে	اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
আল্লাহ তোমাকে পরিপুর্ন সুস্থতা দিক	شَفَاكَ اللّٰهُ شِفَاءً كَامِلًا
আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি,	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا
যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।	مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে	فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদগত করেছেন।	وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে।	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

মাফ্‌লুন মুতলাক সাধারনত নিচের চারটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১) জোর দেয়ার জন্য

আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন সরাসরি	وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا
বিলাল আমাকে একমারা মারছে।	ضَرَبَنِي بِلَالٌ ضَرْبًا

২) সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করার জন্য –

বইটা প্রিন্ট করা হয়েছে দুইবার	طُبِعَ الكِتَابُ طَبْعَتَيْنِ
আমি ভুলে গিয়েছিলাম এবং একটা সিজদাহ দিয়েছিলাম	نَسِيْتُ وَ سَجَدْتُ سَجْدَةً وَحِدَةً

৩) ক্রিয়ার রূপকে সুনির্দিষ্ট করা –

সে মরলো শহিদি মরা	مَاتَ مَوْتَ الشُّهَدَاءِ
লেখ) পরিস্কার (লেখা ন্যায়সঙ্গত	اُكْتُبْ كِتَابَةً وَاضِحَةً
হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

৪) ক্রিয়ার বদল হিসাবে –

যেমনঃ صَبْرًا মূলত اِصْبِرْ আবার شُكْرًا মূলত اَشْكُرُ

নিম্নের কিছু মাসদারকে ব্যকরনের দিক থেকে اَلْمَفْعُلُ المطْلَقْ হিসেবে ধরা হয়। যেমনঃ

ক- اَىَّ ، بَعْضَ ، كُلَّ (ইত্যাদি যখন মাসদারের মুদাফ ইলাইহি হয় –

আমি তাকে পুরোপুরিভাবে চিনি	اَعْرِفُهُ كُلَّ مَعْرِفَةِ
শিক্ষক আমাকে অল্পকিছু শাস্তি দিয়েছিলেন	اَخَذَنِي المدِيْرُ بَعْضَ المؤَاخَذَةِ
তুমি কী ঘুম ঘুমালে?	اَىَّ نَوْمٍ تَنَامُ؟

খ- তামিজ হিসাবে মাসদারের সাথে আগত নাম্বার

বইটি তিনবার মুদ্রিত হয়েছিল	طُبِعَ الكِتَابُ ثَلَاثَ طَبْعَاتٍ
তাদেরকে আশিটি চাবুক মার	فَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً

গ-মাসদারের নাত যেখানে মাসদারকেই তুলে দেয়া হয়েছে

فَهِمْتُ الدَّرْسَ فَهْمًا جَيِّدًا থেকে মাসদার فَهْمًا তুলে দিয়ে فَهِمْتُ الدَّرْسَ جَيِّدًا করা হয়েছে।

ঘ- اِسْمُ الْمَصْدَرُ (এমন শব্দ যা মাসদারের অর্থ বহন করে কিন্তু অক্ষর কিছু কমে যায়।

সে আমার সাথে রূঢ় কথা বলেছিল	كَلَّمَنِي كَلَامًا شَدِيْدًا

اِسْمُ الْمَصْدَرُ	اَلْمَصْدَرُ
كَلَامٌ	تَكْلِيْمٌ
قُبْلَةٌ	تَقْبِيْلٌ

ঙ- মাজিদ ক্রিয়ার মুজাররিদ মাসদার।

এখানে شِرَاءً হচ্ছে شَرَى এর মাসদার কিন্তু ব্যবহৃত ক্রিয়া اِشْتَرَيْتُ এর মাসদার اِشْتِرَاءٌ	اِشْتَرَيْتُ هٰذِهِ السَّيَّارَةَ شِرَاءً مُبَاشِرًا আমি এই গাড়িটি সরাসরি কিনেছি
এখানে حُبًّا হল اَحَبَّ এর মাসদার কিন্তু ক্রিয়া হল اَحَبَّ যার মাসদার اِحْبَابٌ	وَ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا এবং তোমরা ধন সম্পদকে প্রানভরে ভালোবাসো

চ- ভিন্নবাবের মাসদার

এখানে اِبْتِسَامًا হল اِبْتَسَمَ এর মাসদার।	تَبَسَّمْتُ اِبْتِسَامًا আমি এক হাসি হাসলাম
এখানে تَبْتِيْلًا হল بَتَّلَ এর মাসদার।	وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا এবং তার দিকে রুজু হও পূর্ণ রুজুতে

ছ- ইসমূল ইশারা যখন মাসদারের বাদাল হয়

এখানে هٰذَا হচ্ছে মাফুলুন মুতলাক।	اَ تَسْتَقْبَلُنِي هٰذَا الاِسْتِقْبَالَ؟ তুমি কি আমাকে এরকম অভ্যর্থনা জানালে?

জ- সর্বনাম যা মাসদারকে নির্দেশ করে

এখানে هُ দ্বারা اِجْتِهَادًا কে নির্দেশ করা হয়েছে।	اِجْتِهَدْتُ اِجْتِهَادًا لَمْ يَجْتَهِدْهُ غَيْرِي আমি গবেষনা করেছিলাম এমন গবেষণা যে আমি ভিন্ন কেউ তার এমন গবেষনা করেনি

ঝ-মাসদারের প্রতিশব্দ

এখানে حَيَاةٌ হচ্ছে عِيْشَةٌ এর প্রতিশব্দ যার ক্রিয়া হল عَاشَ	عِشْتُ حَيَّاةً سَعِيْدَةً বেঁচেছিলাম রাজকীয় বাঁচায়

২২২। মাসদারের শ্রেণীবিভাগ

ক – المِصْدَرُ المَرَّةِ (এটা দ্বারা ক্রিয়া কতবার সংগঠিত হয়েছে তা প্রকাশ পায়।

আমি তাকে একবার পিটিয়েছিলাম আর সে আমাকে দুইবার পিটিয়েছে	ضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً وَ ضَرَبَنِي ضَرْبَتَيْنِ
এই বইটি কয়েকবার প্রিন্ট হয়েছে	طُبِعَ هٰذَا الكِتَابُ طَبْعَاتٍ

মাজিদ ক্রিয়ার মাসদারগুলোতে শেষে ة যোগ করা হয়। যেমনঃ تَكْبِرُ থেকে تَكْبِيْرَةٌ

আমরা চারটি তাকবির দিয়েছিলাম মৃতের জন্য সালাতে	نُكَبِّرُ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فِي الصَلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

খ – المِصْدَرُ الهَيْئَةِ (এটা আদব সংশ্লিষ্ট। যেমনঃ বসার আদব جِلْسَةٌ – হাঁটার আদব مِشْيَةٌ

মহিলাদের মত হেঁট না।	لَا تَمْشِ مِشْيَةَ النِسَاءِ

গ – المِصْدَرُ المِيْمِي এটার গঠন হলঃ مَفْعِل বা مَفْعَلَةٌ যেমনঃ مَغْفِرَةٌ , مَعْرِفَةٌ , مَمَاتٌ

মাজিদ ক্রিয়ায় এটি ইসমুল মাফুলের মত। যেমনঃ مُمَزَّقٌ , مُخْرَجٌ

এবং আমি তাদেরকে কাহিনি করেছিলাম এবং বিক্ষিপ্ত করেছিলাম পরিপুর্নরূপে	فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَدِيْثَ وَ مَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

২২৩। اَلتَّمْيِيْزُ নির্দিষ্টকরন

تَمْيِيْزٌ হল مَيَّزَ ক্রিয়ার মাসদার। অর্থ নির্দিষ্টকরন (specification) । ত্বমিজ হল এমন اِسْمٌ যা পূর্বে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের নির্দেশিত অর্থ প্রকাশে সহায়ক হয়। যেমনঃ شَرِبْتُ لِتْرًا حَلِيْبًا আমি এক লিটার দুধ পান করেছি। এখানে কেবল شَرِبْتُ لِتْرًا বললে প্রশ্ন থেকে যায় কী এক লিটার পান করেছে ?ইসমটি তার উত্তর দেয়। অনুরূপভাবে, اِبْرَاهِيْمُ اَحْسَنُ مِنِّيْ خَطًّا ইব্রাহিম আমার চেয়ে হাতের লেখায় ভাল। ত্বমিজ মানসুব। তবে তার পূর্বে হারফ যার হলে বা সেটা মুদাফ ইলাইহি হলে মাজরুর হয়। যেমনঃ

আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرًا مِنْ حَلِيْبٍ
আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرَ حَلِيْبٍ

ত্বমিজের প্রকারভেদ

তَمْيِيْزُ الذَّاتِ পরিমাণসূচক ত্বমিজ	
আমি এগারোজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا
আমি এক মিটার সিল্ক কিনেছিলাম	اِشْتَرَيْتُ مِتْرًا حَرِيْرًا
আমাকে দুই লিটার দুধ দাও	اَعْطِنِيْ لِتْرَيْنِ حَلِيْبًا
আমার কাছে এক কিলোগ্রাম কমলা আছে	عِنْدِيْ كِيْلُوْغِرَامُ بُرْتُقَالاً

দ্রষ্টব্যঃ পরিমান সুচক মুদাফ ও মুদাফ ইলাইহি যদি তমিজ হিসাবে আসে হয় তাহলে তমিজ সুচক শব্দটিকে আর মুদাফ ইলাইহি বলা যাবে না। যেমনঃ كَفُّ سُكَّرٍ একমুঠ চিনি। এখন এটা যদি তমিজ হয় তাহলে كَفٌّ سُكَّرًا হবে।

আমার কাছে একমুষ্ঠি চিনি নিয়ে আসো	أَعْطِنِيْ مِلأَ كَفٍّ سُكَّرًا

تَمْيِيْزُ النِّسْبَةِ অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশক এই তৃমিজ সর্বদাই মানসুব।	
এই ছাত্রটি চরিত্রগত দিকে ভালো।	حَسُنَ هٰذَا الطَّالِبُ خُلُقًا
বেলালের চরিত্র ভালো।	حَسُنَ خُلُقُ بِلاَلٍ
বেলাল চরিত্রগত দিকে ভালো।	حَسُنَ بِلاَلٌ خُلُقًا

কিছু শব্দ তৃমিজ নিয়ে আসে। যেমনঃ

তোমার কয়জন বোন আছে ?	كَمْ بِنْتًا لَكَ؟	كَمْ
তোমার কাছে কি একটি ময়দার বস্তা আছে?	هَلْ عِنْدَكَ كِيْسٌ دَقِيْقًا؟	كِيْسٌ
যে অনু পরিমান ভালো করবে তা সে দেখতে পাবে	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
আকাশে হাতের এক তালু পরিমান মেঘ নাই	مَا فِيْ السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا	قَدْرُ رَاحَةٍ

কুরআনীয় উদাহরণ

হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।	وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।	أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।	إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا
আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন	وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির	وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।	وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ
আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

অধ্যায়-২৩ (হাল)

২২৪। اَلحَالُ: ক্রিয়ার অবস্থা (কাইফিয়্যাত)

ক্রিয়াকে কিভাবে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে اَلحَالُ বলে। হাল মানসুব। যেমনঃ جَاءَ بِلَالٌ رَاكِبًا এখানে رَاكِبًا হল اَلحَالُ এবং بِلَالٌ হল" সাহিব আল হাল "অর্থাৎ যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। اَلحَالُ দুই প্রকার। ক) الحَالُ الْمُفْرَدُ খ) اَلْحَالُ الْجُمْلَةُ

الحَالُ الْمُفْرَدُ	
এসেছিল। অবস্থায় আরোহী বেলাল	جَاءَ بِلَالٌ رَاكِبًا
আসল। কাছে আমার অবস্থায় কান্নারত বাচ্চাটি	جَاءَ تْنِي الطِّفْلَةُ بَكِيَةً
করি। পছন্দ ঝলসানো গোস্ত আমি	أُحِبُّ اللَّحْمَ مَشْوِيًا

اَلْحَالُ الْجُمْلَةُ	
রেডিও থেকে কুরআন তিলোয়াত শোনা অবস্থায় বসেছিলাম	جَلَسْتُ اَسْتَمِعُ اِلَى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ مِنَ الْإِذَاعَةِ
আমার ভাই গ্রাজুয়েট করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছিলাম	اِلْتَحَقْتُ بِالْجَامِعَةِ وَ قَدْ تَخَرَّجَ اَخِي
আমি ছোট অবস্থায় কুরআন মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ الْقُرْاٰنَ وَ اَنَ صَغِيْرٌ
আহত ব্যক্তি রক্ত ঝরা অবস্থায় এসেছিল	جَاءَ الْجَرِيْحُ دَمُهُ يَتَدَفَّقُ
বোনেরা হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الْاَخَوَاتُ يَضْحَكْنَ
আমি মক্কায় প্রবেশ করলাম যখন সূর্য ডুবছিল	دَخَلْتُ مَكَّةَ وَ الشَّمْسُ تَغْرُبُ
ছাত্ররা ফিরে এসেছিল ক্লান্ত অবস্থায়	رَجَعَ الطُّلَّابُ وَ هُمْ مُتْعَبُوْنَ

اَلْحَالُ الْجُمْلَةُ একটা শব্দ দ্বারা মুলবাক্যের সাথে যুক্ত হয় যাকে اَلرَّابِطُ বলে। এটা হয় ضَمِيْرٌ বা و দুটিই।

২২৫। সাহিব আল হাল

"সাহিব আল হাল " যার হালত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো নিম্নের যে কোনটি হতে পারেঃ

লোকটি আমার সাথে হেসে কথা বলল।	كَلَّمَنِي الرَّجُلُ بَاسِمًا	ফায়িল
আযান পরিষ্কারভাবে শোনা গেছে।	يُسْمَعُ الْأَذَانُ وَاضِحًا	নায়িব আল ফায়িল
আমি মুরগিটি জবাই করা অবস্থায় কিনেছি।	اِشْتَرَيْتُ الدَّجَاجَةَ مَذْبُوحَةً	মাফুলুন বিহি
বাচ্চাটি রুমে ঘুমন্ত আছে।	اَلطِّفْلُ فِي الْغُرْفَةِ نَائِمًا	মুবতাদা
এই অর্ধ চাঁদটি উদিত হচ্ছে।	هٰذَا الْهِلَالُ طَالِعًا	খবর

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে সাহিব আল হাল অনির্দিষ্টও হতে পারে। যেমনঃ

ক- যখন তা মান'উত হয়,

একজন পরিশ্রমী ছাত্র অনুমতি নিয়ে আমার নিকট আসল।	جَاءَنِيْ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ مُسْتَأْذِنًا

খ- যদি তা অনির্দিষ্ট মুদফ হয়,

একজন শিক্ষকের ছেলে আমাকে রাগান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল।	سَأَلَنِيْ ابْنُ مُدَرِّسٍ غَاضِبًا

গ- যখন হাল সাহিব আল হালের আগে আসে,

একজন ছাত্র প্রশ্ন করতে করতে আমার কাছে এসেছিল	جَاءَنِيْ سَاءِلاً طَالِبٌ

ঘ- যখন একটা নামপ্রধান বাক্য ওয়াও আল হাল দ্বারা যুক্ত হয়,

একটা বালক আমার কাছে এসেছিল যখন সে কাঁদছিল	جَاءَنِيْ وَلَدٌ وَهُوَ يَبْكِي

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও তা অনির্দিষ্ট হতে পারে। যেমন,

হামিদ বসে নামাজ পড়ছিল এবং কিছু লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিল	صَلَّى حَامِدٌ قَاعِدًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ رِجَالٌ قِيَامًا

হাল ও সাহিব আল হাল বচন ও লিঙ্গে মিল থাকবে।

ছাত্রটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطَّالِبُ ضَاحِكًا
ছাত্রদুটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطَّالِبَيْنِ ضَاحِكَيْنِ
ছাত্ররা হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطُّلاَّبُ ضَاحِكِيْنَ
ছাত্রীটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الطَّالِبَةُ ضَاحِكَةً
ছাত্রীদুটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الطَّالِبَتَانِ ضَاحِكَتَيْنِ

২২৬। نَعْتٌ এবং حَالٌ এর মধ্যে পার্থক্য

অনির্দিষ্ট إِسْمٌ এর পরে হলে نَعْتٌ আর নির্দিষ্ট إِسْمٌ এর পরে হলে حَالٌ

حَالٌ	نَعْتٌ
رَأَيْتُ الْوَلَدَ بَاكِيًا	رَأَيْتُ وَلَدًا بَاكِيًا
দেখেছিলাম বালকটিকে কান্নারত আমি	দেখেছিলাম বালককে কান্নারত একটি আমি
رَأَيْتُ وَلَدًا وَهُوَ يَبْكِيْ	رَأَيْتُ وَلَدًا يَبْكِيْ
কাঁদছিল সে যখন দেখেছিলাম বালককে একটি আমি	দেখেছিলাম একটি বালক কাঁদছে আমি
رَأَيْتُ بَاكِيًا وَلَدًا	
দেখেছিলাম বালককে কান্নারত একটি আমি	

কুরআনীয় উদাহরণ

আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়।	وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا
তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।	رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।	يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো	وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ

তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়।	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا

অধ্যায়-২৪ (ব্যতীত)

২২৭। اَلْاِسْتِثْنَاءُ (ব্যতীত)

কোন কিছু ব্যতীত বোঝাতে اَلْاِسْتِثْنَاءُ ব্যবহৃত হয়। যেমন, نَجَحَ الطُّلاَّبُ كُلاُّهُمْ اِلاَّ خَالِدًا খালিদ ব্যতীত সকল ছাত্র পাস করেছিল। اَلْاِسْتِثْنَاءُ এর তিনটি অংশঃ

اَلْمُسْتَثْنَى	اَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ	اَلْمُسْتَثْنَى مِنْه
যা ব্যতীত যেমন, خَالِدًا	ব্যতীত করার উপাদান যেমন ,উপর্যুক্ত বাক্যে اِلاَّ । এছাড়াও , سِوَى , غَيْرَ مَاخَلاَ , مَاعَدَ এগুলোও ব্যতীত করার উপাদান।	যা থেকে বাদ গেছে যেমন, اَلطُّلاَّبُ

اَلْاِسْتِثْنَاءُ কয়েকভাবে হতে পারে,

<table>
<tr><td colspan="5">اَلْاِسْتِثْنَاءُ</td></tr>
<tr><td>مُفَرَّغٌ
(اَلْمُسْتَثْنَى مِنْه নাই)</td><td colspan="4">تَامٌّ
(اَلْمُسْتَثْنَى مِنْه আছে)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">এধরণের বাক্য সর্বদা
غَيْرُ مُوجَبٍ</td><td colspan="2">مُنْقَطِعٌ</td><td colspan="2">مُتَّصِلٌ</td></tr>
<tr><td colspan="2">اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ও اَلْمُسْتَثْنَى
উভয় ভিন্ন জাতীয়।</td><td colspan="2">اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ও اَلْمُسْتَثْنَى
উভয় একই জাতীয়।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">বিভক্তি বাক্যের গঠন অনুযায়ী</td><td>غَيْرُ مُوجَبٍ</td><td>مُوْجَبٌ</td><td>غَيْرُ مُوجَبٍ
নাবোধক /প্রশ্নবোধক / নিষেধসূচক</td><td>مُوْجَبٌ
হ্যাঁবোধক</td></tr>
<tr><td>মানসুব</td><td>মানসুব</td><td>মানসুব / মুসিতাসনা মিনহু এর বিভক্তির ন্যায়</td><td>মানসুব</td></tr>
</table>

উদাহরণঃ

সকল ছাত্ররাই পাশ করেছে খলিদ ছাড়া	نَجَحَ الطُّلاَّبُ كُلاَّهُمْ اِلاَّ خَالِدً	تَامٌّ مُتَّصِلٌ مُوْجَبٌ
জানালাগুলো খুলো শেষেরটি বাদে	اِفْتَحِ النَّوَافِذَ اِلاَّ الْاَخِرَةَ	
আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করবেন শিরক ছাড়া	يَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا اِلاَّ الشِّرْكَ	
অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া।	فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ	
ইব্রাহীম ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকেনি	مَا غَابَ الطُّلاَّبُ اِلاَّ اِبْرَاهِمَ/ اِبْرَاهِمُ	تَامٌّ مُتَّصِلٌ غَيْرُ مُجَبٍ
নতুনটি বাদে কেউ যেন বের না হয়	لاَ يَخْرُجْ اَحَدٌ اِلاَّ الْجُدُدَ / الْجُدُدُ	
অলস ছাড়া কেউ কি ফেল করেছে ?	هَلْ يَرْسُبُ اَحَدٌ اِلاَّ الْكَسْلاَنَ؟ / الْكَسْلاَنُ	
আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়!	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই	لاَ إِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ	
অতিথিরা পৌছেছিল তাদের লাগেজ ছাড়া	وَصَلَ الضُّيُوْفُ اِلاَّ اَمْتِعَتَهُمْ	تَامٌّ مُنْقَطِعٌ مُوْجَبٌ
প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে মৃত্যু ছাড়া	لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ اِلاَّ الْمَوْتَ	
অতিথিরা কি পোছেছিল তাদের লাগেজ ছাড়া?	هَلْ وَصَلَ الضُّيُوْفُ اِلاَّ اَمْتِعَتَهُمْ	تَامٌّ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُجَبٍ
কেউ তার মাল ছাড়া আসেনি	لاَ يَجِئْ اَحَدٌ اِلاَّ مَالَهُ	
হামিদ ছাড়া কেউ আসেনি	مَا جَاءَ اِلاَّ حَامِدٌ	مُفَرَّغٌ
হামিদকে ছাড়া আমি কাউকে দেখিনি	مَا رَاَيْتُ اِلاَّ حَامِدًا	
বেলাল ছাড়া কি কেউ ফেল করেছে	هَلْ رَسَبَ اِلاَّ بِلاَلٌ؟	
আমি বেলাল ছাড়া আর কাউকে খুঁজিনি	مَابَحَثْتُ اِلاَّ عَنْ خَالِدٍ	

২২৮। سِوَى ও غَيْرٌ এর পরবর্তী মুসতাসনা

غَيْرٌ এর পরবর্তী মুসতাসনা মাজরুর হবে মুদাফ ইলাইহি হিসেবে। কিন্তু غَيْرَ বা غَيْرُ হওয়ার দুটি ক্ষেত্র আছে।

হ্যা বোধক বাক্যে غَيْرَ	نَجَحَ الطُّلاَّبُ غَيْرَ حَامِدٍ
নাবোধক বাক্যে غَيْرَ বা غَيْرُ হতে পারে	مَا نَجَحَ غَيْرُ حَامِدٍ مَا سَأَلْتُ غَيْرَ حَامِدٍ

سِوَى এর বিভক্তি ঠিক غَيْرُ এর মত

২২৯। مَاعَدَا ও مَاخَلا এর পরবর্তী মুসতাসনা

এই দুটি উপাদানের পরবর্তী মুসতাসনা মানসুব। যেমন,

اِخْتَبَرْتُ الطُّلاَّبَ مَاعَدَا ثَلاَثَةً	তিনজন ছাত্র ব্যতিত সকলকে পরীক্ষা করেছিলাম

অধ্যায়-২৫ (বিভক্তি)

২৩০। الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ মাবনী

ইসমগুলো হয় مُعْرَبٌ যার বিভক্তি পরিবর্তনশীল অথবা مَبْنِيٌّ যার বিভক্তি অপরিবর্তনশীল। মোট সাত প্রকার ইসম মাবনী।

ব্যতিক্রম	উদাহরন		
هَذَانِ ، هَاتَانِ	هٰذَا، ذٰلِكَ، أُولٰئِكَ	أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ	১
	مَ، مَنْ، أينَ ، مَتَى	أَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ	২
	هُوَ ، هُمَا ، هُمْ	ضَمِيْرٌ	৩
الَّذَانِ ، اللَّتَانِ	الَّذِي، الَّتِي ، الَّذِيْنَ	الاسْمُ الْمَوْصُولُ	৪
	إِذَا ، الآنَ ، أمْسِ	بَعْضُ الظُّرُوفِ	৫
	أُفٍّ، آهِ ، آمِيْنَ	أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ	৬
إِثْنَا عَشَرَ، إِثْنَتَا عَشْرَةَ	أَحَدَ عَشَرَ، إِحْدَى عَشْرَةَ	العَدَدُ الْمُرَكَّبَةُ	৭

الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ এর উদাহরন

مَجْرُوْرٌ	مَنْصُوْبٌ	مَرْفُوْعٌ
فِي هٰذَا البَيْتِ	سَمِعْتُ هٰذَا	هٰذَا بَيْتٌ
এই বাড়িটিতে	আমি এটা শুনেছি	এটা একটি বাড়ি
لِمَنْ هٰذَا الْقَلَمُ؟	ضَرَبَ مَنْ هُوَ؟	مَنْ هُوَ؟
এই কলমটি কার?	সে কাকে মেরেছিল?	সে কে?
لَهُ بَيْتٌ كَبِيْرٌ	انَا أعْرِفُهُ	هُوَ طَبِيْبٌ
তার একটি বড় বাড়ি আছে	আমি তাকে চিনি	সে একজন ডাক্তার

দুই ইসমের মিলন মাবনি

দুটি ইসম মিলে একটা ইসমের ন্যায় কাজ করে যেমন لَيْلَ نَهَارَ দিন-রাত, صَبَاحَ مَسَاءَ সকাল সন্ধ্যা। এগুলো মাবনি।

আমি দিন রাত কাজ করি	اَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ
আমরা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর ইবাদাত করি	نَعْبُدُ اللهَ صَبَاحَ مَسَاءَ

২৩১। বিভক্তির আলামত

বিভক্তির আলামতগুলো কখনও ظَاهِرَةٌ প্রকাশ্য আবার কখনও التَّقْدِيْرِيُّ সুপ্ত। প্রকাশ্য আলামত গুলো আবার দুই প্রকার। الْأَصْلِيَّةُ এবং الْفَرْعِيَّةُ

عَلَامَاتُ الْإِعْرَبُ বিভক্তির আলামাত		
التَّقْدِيْرِيُّ সুপ্ত	ظَاهِرَةٌ প্রকাশ্য আলামত	
বাহ্যিক অবস্থা দেখে বোঝা যায় না বরং ব্যকরনগত অবস্থান হতে বোঝা যায়	الْفَرْعِيَّةُ গৌন	الْأَصْلِيَّةُ প্রাথমিক
اَلْمَقْصُوْرُ	الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ	ضَمَّةٌ
اَلْمَنْقُوْصُ	الجَمَعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ	فَتْحَةٌ
اَلْمضَافُ اِلَى ياءِ الْمُتَكَلِّمِ	اَلأَسْمَاءَالْخَمْسَةُ	كَسْرَةٌ
	الْمُثَنَّى	
	المَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ	

২৩২। اَلْأَسْمَاءُالْخَمْسَةُ পাচটি বিশেষ বিশেষ্য

পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য হলঃ اَبٌ، اَخٌ، حَمٌ، فَمٌ، ذُوْ এগুলো যখন মুদাফ হিসেবে আসে তখন ,

মারফু অবস্থায় و মানসুব অবস্থায় ا এবং মাজরুর অবস্থায় ي যোগ হয়। যেমন,

তোমার আব্বা কেমন আছেন ?	كَيفَ اَبُوْكَ؟	মারফূ
আমি বেলালের আব্বাকে চিনি	اَعْرِفُ اَبَابِلاَلٍ	মানসূব
বেলালের বাবার দিকে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ اِلَى اَبِيْ بِلاَلٍ	মাজরূর

তবে মুদাফ ইলাইহী ইয়া মুতাকাল্লিম হলে কিছু যোগ হয় না।

আমার আব্বা কোথায় গিয়েছিল ?	اَيْنَ ذَهَبَ اَبِيْ؟	মারফূ
তুমি কি আমার ভাইকে চেন?	اَتَعْرِفُ اَخِيْ؟	মানসূব
আমার ভাইয়ের থেকে ঠিকানাটা নাও	خُذِالْعُنْوَانَ مِنْ اَخِيْ	মাজরূর

২৩৩। المِمْنُوعُ مِن الصَّرْفِ দ্বিরূপী

কিছু শব্দ আছে যারা تَنْوِيْنٌ গ্রহন করে না এবং مَجْرُوْر অবস্থায় যের এর বদলে যবর গ্রহন করে।

আরবীতে এদেরকে المِمْنُوعُ مِن الصَّرْفِ বলে। যেমনঃ

এই বইটি হামজার	هٰذَا الْكِتَابُ لِحَمْزَةَ
হামিদ লন্ডনে গেল	حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى لَنْدَنَ
উসমানের কলমটি লাল	قَلَمُ عُثْمَانَ أَحْمَرُ

এদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরুপঃ

এই আলিফ দুই প্রকার। ক (আলিফ মাকসুরাঃ مَرْضٰى، دُنْيَا، حُبْلَى، هَدَايَا، فَتَاوَى কিন্তু যে আলিফ তৃতীয় অক্ষর সেগুলো দ্বিত্ব নয়। যেমন عَصًا، , رَحًى، فَتًى খ (আলিফ মামদুদাঃ যেমন حَمْرَاءُ، صَحْرَاءُ، فُقَرَاءُ، اَصْدِقَاءُ , কিন্তু اَفْعَالٌগঠনের হলে দ্বিত্ব হবে না। যেমন اَنْحَاءٌ، اَلْاَءٌ، اَبْنَاءٌ، , اَسْمَاءٌ،	শেষে اَلِفُ التَّانِيْثِ (স্ত্রীবাচক আলিফ)
حَدَاءِقُ، اَسَاوِرُ، مَدَارِسُ، مَسَاجِدُ، مَنَادِيْلُ، فَنَادِقُ، اَنَامِلُ، سَلَاسِلُ কিন্তু مَفَاعِلَةٌ গঠন দ্বিত্ব নয়। যেমন دَكَاتِرَةٌ، تَلَامِذَةٌ , এমনকি এই প্যাটার্নের একবচনও দ্বিত্ব নয়। যেমন طَمَاطِمُ، بَطَاطِسُ، طَبَاشِيْرُ، سَرَاوِيْلُ ,ইত্যাদি।	مَفَاعِلُবা مَفَاعِيْلُ গঠনের বহুবচন।
حَمْزَةُ، زَيْنَبُ، اُمِنَةُ কিন্তু যেসকল নাম তিন অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব উভয়ই হতে পারে। যদিও ত্রিত্ব হিসেবে ব্যবহারই উত্তম। যেমন رِيْمٌ، دَعْدٌ، هِنْدٌ ,	স্ত্রীবাচক নামঃ
بَاكِسْتَانُ، وِلْيَامُ، اِبْرَاهِيْمُ ইত্যাদি। কিন্তু যেসকল নাম তিন অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন তারা ত্রিত্ব। যেমন , شِيْث، نُوْحٌ، لُوْطٌ، جُرْجٌ কিন্তু নারীবাচক হলে আবার দ্বিত্ব। যেমন مُوْشُ، نِبْسُ، حِمْصُ، بَلْخُ ,	আযমী নামঃ
هُبَلُ، زُحَلُ، زُفَرُ، عُمَرُ	পুরুষবাচক আরবী নাম যা فُعَلُ গঠনের।
رَمْضَانُ، مَرْوَانُ، شَعْبَنُ، عُثْمَانُ কিন্তু فَعَّالٌ গঠনের হলে দ্বিত্ব নয়। যেমন حَسَّانٌ ,	যদি শেষে একটি অতিরিক্ত আলিফ ও নুন থাকে।
যেমন, اَحْمَدُ،اَجْمَلُ যা اَذْهَبُ এর মত বা يَزِيْدُ যা يَبِيْعُ এর মত।	যদি ক্রিয়ার গঠনের মত হয়।
حَضْرَمَوْتُ، مَعْدِيْكَرِبُ	যদি দুটি اِسْمٌ জোড়া দিয়ে হয়।

أَفْعَلُ গঠনের বিশেষণ যা ঃ যোগে স্ত্রীবাচক হয় না।	أَحْمَرُ (حَمْرَاءُ) ، أَكْبَرُ (كُبْرَى) কিন্তু أَرْمَلُ দ্বিত্ব নয় কারণ তার স্ত্রীবাচক أَرْمَلَةٌ
فَعْلاَنُ গঠনের বিশেষণ	مَلْآنُ، عَطْشَانُ، شَبْعَانُ، جَوْعَانُ
যে নাম্বারগুলো فُعَالُ বা مَفْعَلُ গঠনের।	مَثْلَثُ، مَثْنَى، رُبَاعُ، ثُلاَثُ
	أُخَرُ যা أُخْرَى শব্দের বহুবচন।

দ্বিত্বগুলো اَلْ বিশিষ্ট বা مُضَافٌ হলে ত্রিত্ব হয়ে যায়

اَلْ বিশিষ্ট দ্বিত্ব	
مَنْ ذَلِكَ الْوَلَدُ ذُو الْقَمِيصِ الْأَحْمَرِ	লাল জামা পড়া ঐ বালকটি কে ?
حَامِدٌ أَطْعَمَ الْوَلَدَ الْجَوْعَانَ	হামিদ ক্ষুধার্থ বালকটিকে খাইয়েছিল
هُوَ فِي الْبَيْتِ الْأَكْبَرِ	সে সবচেয়ে বড় বাড়িটিতে আছে
مُضَافٌ হিসেবে দ্বিত্ব	
دَرَّسْتُ فِي مَدَارِسِ المدِيْنَةِ	আমি মদীনার স্কুলগুলোতে পড়িয়েছিলাম
هُوَ مِنْ أَحْسَنِ الطُّلاَّبِ	সে সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের একজন
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ	আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।

২৩৪। ইসমের মারফু অবস্থা

নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে একটা ইসম মারফু হয়,

খবর ও মুবতাদা	اَللّٰهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ সবচেয়ে মহান
إِسْمُ كَانَ	كَانَ الْبَابُ مَفْتُوْحًا	দরজাটি খোলা ছিল
خَبَرُ إِنَّ	إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ	নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল
فَاعِلٌ	خَلَقَ اللّٰهُ كُلَّ شَيْءٍ	আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন
فَاعِلٌ নায়েব এর	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ	মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে

২৩৫। ইসমের মাজরুর অবস্থা

দুটি ক্ষেত্রে ইসম মাজরুর হয়।

মানুষের উপর একটি যমানা আসবে	يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ	حَرْفُ جَرٍّ এর পরে হলে
মুহাম্মাদ) স (আল্লাহর রসুল	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ	مُضَافُ إِلَيْهِ হলে

২৩৬। ইসমের মানসুব অবস্থা

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ইসমগুলো মানসুব হয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ	ইসমু ইন্না
খাদ্যটি সুস্বাদু ছিল	كَانَ الطَّعَامُ لَذِيْذًا	খবর কানা
পাঠটি বুঝেছিলাম	فَهِمْتُ الدَّرْسَ	মাফুলুন বিহী
আমার আব্বা রাতে সফর করেছিল	سَافَرَ ابِيْ لَيْلاً	মাফুলুন ফিহী (৪২)
গরমের ভয়ে বের হইনি	مَاخَرَجْتُ خَوْفًا مِنَ الْحَرِّ	মাফুলুন লাহু(১১৬)
পাহাড় ধরে দৌড়িয়েছিলাম	سِرْتُ وَالْجَبَلَ	মাফুলুন মায়াহু
আল্লাহকে অধিকহারে স্বরন কর	اُذْكُرُوْ اللهَ ذِكْرًا كَثِرًا	মাফুলুন মুতলাক(১১৪)
আমার দাদা বসে নামাজ পড়ে	جَدِّيْ يُصَلِّيْ قَاعِدًا	হাল(১২১)
আমি তোমার চেয়ে হাতের লেখায় ভালো	اَنَا اَحْسَنُ مِنْكَ خَطًّا	তামিজ(১১৯)
হামিদ ছাড়া সকল ছাত্র অনুপস্থিত	حَضَرَ الطُّلاَّبُ كُلُّهُمْ اِلَّا حَامِدًا	মুস্তাছনা(১২৪)
হে আল্লাহর বান্দা	يَا عَبْدَاللهِ	মুনাদা যখন মুদাফ

নোটঃ ব্রাকেটে বিষয় গুলোর বিস্তারিত আলোচনার পয়েন্ট নম্বর দেওয়া হয়েছে।

২৩৭। ইসমের বিভক্তির সুপ্তাবস্থা (اَلْإِعْرَابُ التَّقْدِيْرِيُّ)

সুপ্তাবস্থা মানে হল বিভক্তির আলামত যেমন পেশ, যবর, যের প্রকাশ্য নয়।

যুবকটি লাঠি দ্বারা সাপটি মারল	قَتَلَ اَلْفَتَى الْأَفْعَى بِالْعَصَا	মাকসুর (اَلْمَقْصُوْرُ) শেষে ا বা ى থাকলে।
আমার দাদা আমার বন্ধু সহ আমার উস্তাদকে ডাকল	دَعَاجَدِّيْ أُسْتَاذِيْ مَعَ زُمَلَائِيْ	ইয়া মুতাকাল্লিমের মুদাফ اَلْمضَافُ اِلى ياءِ الْمُتَكَلِّمِ
বিচারক উকিলকে অপরাধী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল	سَالَ الْقَاضِيْ الْمُحَامِيَ عَنِ الْجَانِيْ	মানকুছ (اَلْمَنْقُوْصُ) ي দ্বারা শেষ হওয়া শব্দ

লক্ষ্যনীয়ঃ

যখন মানকুছ গুলো তানবীন নেয় তখন শেষের ي লোপ পায়। যেমনঃ قَاضِيٌ > قَاضٍ

অবশ্য তা মানসুব হলে ي ফিরে আসে। যেমনঃ سَأَلْتُ قَاضِيًا । এছাড়াও যখন মানকুছ নির্দিষ্ট ও মুদাফ হয় তখন ي ফিরে আসে। যেমনঃ اَلْقَاضِيْ ،قَاضِيْ مَكَّةَ

২৩৮। ইসমের নির্ভরশীল বিভক্তি التَّوَابِعُ

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ইসমের বিভক্তি অন্য ইসমের উপর নির্ভরশীল।

নতুন ছাত্রটি কি উপস্থিত ছিল ?	اَحَضَرَ الطَّالِبُ الْجَدِيْدُ؟	
হেডমাষ্টার নতুন ছাত্রটিকে খুঁজছে	يَطْلُبُ الْمُدِيْرُ الطَّالِبَ الْجَدِيْدَ	نَعْتٌ
এটা নতুন ছাত্রটির খাতা	هٰذَا دَفْتَرُ الطَّالِبِ الْجَدِيْدِ	
সকল ছাত্র উপস্থিত হয়েছিল	حَضَرَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ	
সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَاَلْتُ الطُّلَّابَ كُلَّهُمْ	اَلتَّوْكِيْدُ
সকল ছাত্রকে সালাম দিয়েছিলাম	سَلَّمْتُ عَلَى الطُّلَّابِ كُلِّهِمْ	
হামিদ ও তার বন্ধু বের হয়েছিল	خَرَجَ حَامِدٌ وَ صَدِيْقُهُ	
হেডমাষ্টার হামিদ ও তার বন্ধুকে খুজেছিল	طَلَبَ الْمُدِيْرُ حَامِدًا وَ صَدِيْقَهُ	اَلْمَعْطُوْفُ
হামিদ ও তার বন্ধুর বইগুলো কই ?	اَيْنَ كُتُبُ حَامِدٍ وَ صَدِيْقِهِ؟	

اَلْبَدَلُ	اَنْجَحَ هٰذَا الطَّالِبُ؟	এই ছাত্রটি কি পাশ করেছিল ?
	اَعْرِفُ هٰذَا الطَّالِبَ	আমি এই ছাত্রটিকে চিনি
	اَيْنَ غُرْفَةُ هٰذَا الطَّالِبِ؟	এই ছাত্রটির রুম কোথায় ?

২৩৯। ক্রিয়াপদের বিভক্তির পরিবর্তন

১) সালিম ক্রিয়ার বিভক্তি

	মারফু	মানসুব	মাজ্জুম
কর্তা পকেটেঃ এই গ্রুপের মারফু ,মানসুব ও মাজ্জুম প্রকাশ্য প্রাথমিক আলামত।	يَذْهَبُ	يَذْهَبَ	يَذْهَبْ
	تَذْهَبُ	تَذْهَبَ	تَذْهَبْ
	اَذْهَبُ	اَذْهَبَ	اَذْهَبْ
	نَذْهَبُ	نَذْهَبَ	نَذْهَبْ
نআসে ن যায়ঃ এই গুপের মারফু অবস্থায় ن আসে মানসুব ও মাজ্জুম অবস্থায় ن যায়।	يَذْهَبُوْنَ	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْا
	تَذْهَبُوْنَ	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْا
	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبَا	تَذْهَبَا
	تَذْهَبِيْنَ	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْ
هُنَّ، تُنَّ মাবনীঃ মারফু, মানসুব ও মাজ্জুমের রূপ একই।	يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ
	تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ

২) নাকিস ক্রিয়ার বিভক্তি

মাজ্জুম	মানসুব	মারফু
মাজ্জুম হলে শেষের দুর্বল অক্ষরটি উঠে যায়।	শেষে و বা ي থাকলে যবর হয় ى , থাকলে তা উচ্চারিত হয় না	শেষের পেশটি উঠে যায়
يَدْعُ	يَدْعُوَ	يَدْعُو
يَبْكِ	يَبْكِيَ	يَبْكِي
يَنْسَ	يَنْسَى	يَنْسَى

২৪০। ক্রিয়াপদের বিভক্তির সুপ্তাবস্থা

ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে দুটি অবস্থায় বিভক্তির আলামত প্রকাশ্য নয়,

সুপ্তাবস্থা)প্রকাশ্য(	মূল অবস্থা)অপ্রকাশ্য(	
يَمْشِي	يَمْشِيُ	النَّاقِصُ এর মারফু ও মানসুব অবস্থায়
يَتْلُو	يَتْلُوُ	
يَنْسَى	يَنْسَىُ	
يَنْسَى	يَنْسَىَ	
يَحُجَّ	يَحْجُجْ	اَلْمُضَعَّف এর মাজ্জুম অবস্থায়

২৪১। নিম্নোক্ত অব্যয় গুলোও মুদারিকে মানসুব করে

তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	যে	أَنْ
যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদন্ডে।	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ	যেন নয়	أَلاَّ
যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি।	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا	যাতে	كَيْ
যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না	لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا	যাতে নয়	كَيْلا
কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ	যতক্ষণ পর্যন্ত	حَتَّى
আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্যে।	وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ	এ জন্য যে	لِأَنْ
আমি বের হতে চাই	أُرِيْدُ لِأَخْرُجَ	জন্য	لِ